ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 October, 2023 ■ আগরতলা ১২ অক্টোবর ২০২৩ ইং ■ ২৪ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জনপ্রিয়তায় বিশ্বনেতার শীর্ষে নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ।। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা হিসেবে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আমেরিকান কনসালটেন্সি ফার্ম "মর্নিং কনসাল্ট"-এর সমীক্ষায় মোদী ৭৮ শতাংশ অনুমোদনের রেটিং নিয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। আগের রেটিংয়েও শীর্ষে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। মর্নিং কনসাল্টটেন্সি ওয়েবসাইট অনুসারে, "গ্লোবাল লিডার অ্যাপ্রুভাল রেটিং ট্র্যাকার"-এর ডেটা এই বছরের ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়েছিল। ট্র্যাকারে ৭৮ শতাংশ মানুষ প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বকে অনুমোদন করেছেন। ১৭ শতাংশ মানুষ এটিকে অপছন্দ করেছেন এবং পাঁচ শতাংশের কোনও মতামত নেই। মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতি আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাডোর ৬৭ শতাংশ স্থান পেয়ে দ্বিতীয় সেরা অনুমোদনের রেটিং পেয়েছেন। এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন সুইজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট অ্যালাইন বেরসেট (৫৪ শতাংশ)। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন পেয়েছেন ৩৯ শতাংশ রেটিং, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো পেয়েছেন ৩৪ শতাংশ রেটিং, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক পেয়েছেন ২৭ শতাংশ রেটিং এবং ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ পেয়েছেন মাত্র ২২ শতাংশ রেটিং।

প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ নিয়ে প্রস্তুতি সভায় মুখ্যমন্ত্রী

সবার মিলিত প্রয়াসেই জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলি সঠিক বাস্তবায়িত হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর ।। রাজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হচ্ছে। স্বচ্ছ প্রশাসনের চিত্র আজ রাজ্যের মানুষ প্রত্যক্ষ করতে পারছেন। নাগরিকগণ বর্তমান সরকারের জনকল্যাণমুখী কর্মসূচিগুলিও অনুধাবন করতে পারছেন। আজ প্রজ্ঞাভবনে প্রতি ঘরে সুশাসন ২০ নিয়ে প্রস্তুতি সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। তাছাড়াও এই সভায় মেরি মাটি মেরা দেশ অভিযানের সমাপ্তি ও রাজ্যে বিভিন্ন দপ্তরে ই-অফিস বাস্তবায়নের পর্যালোচনা করা হয়। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলি সমাজের প্রত্যেকটি নাগরিকের কাছে পৌঁছে দিতে সরকারি কর্মচারিরাই আসল কারিগর। সবার মিলিত প্রয়াসের ফলেই রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। রাজ্যের অধিকাংশ অফিস ই-অফিসের আওতায় চলে আসছে। এই ই-অফিস সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হলে অফিসের সময় বাঁচানোর সাথে সাথে সরকারি খরচ বাঁচানোও সম্ভব হবে। পাশাপাশি স্বচ্ছতার সঙ্গে সরকারি কাগজপত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করা আরও বেশি পরিমাণে সম্ভব হবে। কম সময়ে অধিক কাজ করা সম্ভব হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরাতে ইতিমধ্যেই ই-ক্যাবিনেট চালু করা হয়েছে। দেশের মধ্যে ই-ক্যাবিনেট রূপায়ণে চতুর্থ রাজ্য। তিনি বলেন, ত্রিপুরা আজ যে দ্রুততার সাথে ডিজিটাইলাইজেশনের দিকে এগোচ্ছে, আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না যখন সম্পূর্ণ রাজ্য ডিজিটাইলাইজেশনের আওতায় চলে আসবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, যেদিন ত্রিপুরায় প্রথম স্মার্ট ট্রেনিং সেন্টার চালু করা হয় সেদিনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি টাইট করে রাজ্যের এই ডিজিটাল কর্মসূচির সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রতি ঘরে সুশাসনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হতে যাচ্ছে। রাজ্যের প্রান্তিক জনপদের মানুষের কাছে সরকারের

জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলি পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতি ঘরে সুশাসন অভিযান চালু করা হয়। সবার মিলিত প্রয়াসের ফলে প্রথম পর্যায়ের এই অভিযান সফলতা অর্জন করে। প্রথম পর্যায়ে এই অভিযান বাস্তবায়নে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এগুলিকে কাটিয়ে উঠে দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও সফলতার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্পগুলির সুযোগ পৌঁছে দেওয়াই প্রধান লক্ষ্য হতে হবে।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, দেশাত্মবোধের ভাবনাকে জাগ্রত করতে এবং দেশের জন্য যারা জীবন বলিদান দিয়েছেন তাদের সম্মানার্থেই মেরি মাটি মেরা দেশ অভিযানের সূচনা হয়েছিল। দেশের প্রতিটি গ্রামস্তর থেকে মাটি সংগ্রহ করে সর্বশেষে দেশের রাজধানীতে অমৃত বাটিকা তৈরি করা হবে। রাজ্যস্তরেও এই অভিযান পালন করা হবে। দেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যে দেশমাতৃকার প্রতি দেশপ্রেম গড়ার লক্ষ্যেই এই অভিযান কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই এর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে। তিনি বলেন, সমাজের সকল মানুষকে এর আওতায় নিয়ে এলেই এই অভিযানের প্রকৃত সফলতা আসবে।

বৈঠকে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড় পি কে চক্রবর্তী প্রতি ঘরে সুশাসন অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজ্যে বাস্তবায়িত হতে যাওয়া এই অভিযানের বিভিন্ন উদ্যোগের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ জনকল্যাণমূলক প্রতিটি প্রকল্প ও পরিষেবা একেবারে গ্রাম পঞ্চায়েত বা এডিসি ভিলেজ থেকে শুরু করে ব্লক, শহর বা নগর উন্নয়ন সংস্থা, জেলা পর্যায় এবং পুর নিগমের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, আগামী বছর ২১ জানুয়ারি পূর্ণরাজ্য দিবসের দিন এই অভিযানের রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে। সচিব 'মেরি মাটি মেরা দেশ" দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিযান কর্মসূচি সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের সমাপ্তি উপলক্ষে এই অভিযান কর্মসূচি চালু করা হয়। যুবক যুবতীদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করতে এবং দেশের জন্য জীবন বলিদান দিয়েছেন তাদের স্মরণ করার জন্য এই অভিযান কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের অভিযান রাজ্যে সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজ্যে ১২ থেকে ১৬ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত এই অভিযান কর্মসূচি চলবে। ১৭ অক্টোবর প্রতিটি ব্লকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। রাজ্য পর্যায়ের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে ১৮ অক্টোবর ২০২৩ সচিবালয়ের নিকটে স্ক্র্যাপ গার্ডেনে। বৈঠকে তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে রাজ্যজুড়ে কং-র ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / বিলোনীয়া, ১১ অক্টোবর ।। বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের সর্বত্র বিদ্যুৎ নিগম অফিসে ডেপুটেশন প্রদান করেছে কংগ্রেস। রাজধানী আগরতলা শহরের বনমালীপুরে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়েছে। কংগ্রেস ভবন থেকে মিছিলটি শুরু হয় বনমালীপুর বিদ্যুৎ নিগমের প্রধান কার্যালয়ের সামনে এসে সমবেত হয় কংগ্রেস কর্মীরা। সেখানে বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রেখেছেন। সেখান থেকে এক প্রতিনিধি দল বিদ্যুৎ নিগমের জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেন। এদিন তারা স্পষ্টভাবে হুঁশিয়ারী দিয়েছেন বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার না করলে তারা আরো বৃহত্তর

আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন।

সারা রাজ্যেই বুধবার একসাথে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। উত্তর জেলা সদর ধর্মনগরে উত্তর জেলা জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই ডেপুটেশন দেওয়া হয় উত্তর জেলা বিদ্যুৎ দপ্তরের ডেপুটি ম্যানেজার গোপেশ ঘোষ এর কাছে। এই ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন উত্তর জেলা জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি আইনজীবী অজিত দাস, সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেস নেতা ইন্দ্রজিত পাল। রাজ্যে যেভাবে বিদ্যুৎ মাসুল বৃদ্ধি করা হয়েছে তার প্রতিবাদ জানিয়ে এই ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। দপ্তর থেকে বিদ্যুৎ মাসুল বাড়ানোর কারণ হিসেবে বলা হয় গ্যাসের দাম বৃদ্ধির ফলে বিদ্যুৎ মাসল বাড়াতে সরকার বাধ্য হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে তাতে হিসাবে যথেষ্ট গরমিল রয়েছে বলে কংগ্রেস নেতারা দাবি করেছেন। তাছাড়া বিদ্যুৎ চুরি এখনো রাজ্য সরকার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে পারেনি। সঠিক বিদ্যুৎ সরবরাহ করে মাসুল বাড়ানো যায়। কিন্তু যেখানে এত গরমিল রয়েছে সেখানে রাজ্য সরকার কোনোভাবেই হঠাৎ করে এমন ভাবে বিদ্যুৎ মাশুল বাড়াতে পারে না বলে দাবি কংগ্রেসের। এরই প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিয়ে ঃ রাজস্থানে ভোটের দিনক্ষণ পরিবর্তন, ২৩'-র বদলে ২৫ নভেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ।। বিয়ের চাপে রাজস্থানে বিধানসভা নির্বাচনের দিন পরিবর্তন করা হয়েছে। ২৩ নভেম্বরের পরিবর্তে রাজস্থানে ২৫ নভেম্বর বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন আজ এক প্রেস বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন। কমিশন জানিয়েছে, ৯ অক্টোবর ৫ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষন ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। ঐ সূচি অনুযায়ি রাজস্থানে ২৩ নভেম্বর বিধানসভা নির্বাচনের দিন স্থির ছিল। কিন্তু, ঔ রাজ্য থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংস্থা এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে নির্বাচনের দিন পরিবর্তন করার জন্য কমিশনের কাছে প্রস্তাব

দেওয়া হয়েছে। কারণ, ২৩ নভেম্বর রাজস্থানে বড়মাত্রায় বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ফলে, ঐ দিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে জনগণের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখিন হতে হবে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে কমিশন রাজস্থানে বিধানসভা নির্বাচনের দিন ২৩ নভেম্বরের পরিবর্তে ২৫ নভেম্বর চূড়ান্ত করেছে।

রাজস্থানে বিধানসভা নির্বাচনের সংশোধিত সূচি অনুযায়ী ৩০ অক্টোবর বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। ঐ রাজ্যের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া অন্তিম তারিখ ৬ নভেম্বর, স্কুটিনি ৭ নভেম্বর এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের অন্তিম তারিখ ৯ নভেম্বর স্থির করা হয়েছে। নির্বাচন ২৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে এবং ফলাফল পূর্বের নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ৩ ডিসেম্বর ঘোষণা দেবে কমিশন।

সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সরকারের লক্ষ্য রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর ।। গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের উপর রাজ্য এখন নির্ভরশীল। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সরকার সৌরশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে বিশেষভাবে নজর দিয়েছে। এজন্য বিভিন্ন প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। আজ নলছড় ব্লকের কিল্লামুড়ায় ৩৩ কেভি নলছড় সাবস্টেশনের উদ্বোধন করে বিদ্যৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিদ্যৎমন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতে কয়লা ও গ্যাস ফুরিয়ে গেলে বিদ্যৎ উৎপাদনে যাতে কোনও সমস্যা না নয় সে লক্ষ্যে সরকার এখন থেকে পদক্ষেপ নিচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে রাজ্যে সৌরশক্তির সাহায্যে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সৌরবিদ্যুতের পাশাপাশি রাজ্যের খোয়াই, মনু, দেও ও মুহুরী এই ৪টি নদীকে কেন্দ্র করে হাইড্রোপ্রজেক্ট প্ল্যান্ট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য থেকেই হাইকোর্টের দুই বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর ।। ত্রিপুরা হাইকোর্টের নতুন বিচারপতি হচ্ছেন বিশ্বজিৎ পালিত এবং সব্যসাচী দত্ত পুরকায়স্থ। সুপ্রিম কোর্টের কলিজিয়াম তাঁদের নিযুক্তিতে সুপারিশ করেছে।

বিশ্বজিৎ পালিত বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারের আইন সচিব পদে দায়িত্ব পালন করছেন। এদিকে সব্যসাচী দত্ত পুরকায়স্থ বর্তমানে ত্রিপুরা জুডিশিয়াল একাডেমির অধিকর্তা পদে কর্মরত রয়েছেন। এখন ত্রিপুরা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি অপরেশ কুমার সিং সহ রয়েছেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিক সম্মেলনে দপ্তরের সচিব

২০২২-২৩ সালে ধানের বাজার মূল্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিমন ৮১৬ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর ।। কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করার ফলে রাজ্যে সার্বিকভাবে ধানের ক্রয়মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭-১৮ সালে প্রতি মন ধানের গড় বাজার মূল্য ছিল ৫৮০ টাকা। ২০২২-২৩ সালে ধানের বাজার মূল্য বেড়ে দাড়িয়েছে প্রতি মন ৮১৬ টাকা। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় একথা জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি সচিব জানান, বর্তমান রাজ্য সরকার ২০১৮ সালের রবি মরশুম থেকে প্রথম বারের মতো রাজ্যে কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই কর্মসূচিতে এখন পর্যন্ত রাজ্যে ৯২ হাজার ২৭ জন কৃষকের কাছ থেকে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭৯৬ মেট্রিক টন ধান ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ক্রয় করা হয়েছে। এর ফলে ৩৩৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা কৃষকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি সচিব জানান, গত সাড়ে পাঁচ বছর সময়কালে বর্তমান সরকারের আমলে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে রাজ্যের ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৮৬০ জন কৃষক ও বর্গাদারদের ১,৬৪৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে। পিএমকিষাণ প্রকল্পে রাজ্যে এখন পর্যন্ত ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬১ জন কৃষককে মোট ৫৭৮ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় ২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ সালের খারিফ মরশুম পর্যন্ত ১২ লক্ষ ৭৬ হাজার ৬৫৭ জন কৃষককে বীমার আওতায় আনা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৯২ হাজার ৪০০ জন কৃষক ফসলের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা পেয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভীমরুলের আক্রমনে গুরুতর আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১১ অক্টোবর ।। হঠাৎ পথচারীদের উপরে ভীমরুলের হামলা। এই হামলার ফলে তিনজন হাসপাতালের বিছানায়। এর মধ্যে দুই জন অচৈতন্য অবস্থায় রয়েছে। অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। তাদের চিকিৎসা চলছে বর্তমানে।

ঘটনা বুধবার দুপুরে বিলোনিয়া উত্তর ভারত চন্দ্র নগর এলাকায়। এই ঘটনায় আতঙ্ক বিরাজ করছে এলাকা জুড়ে। তবে কেন, কোথা থেকে একঝাঁক ভীমরুল দল উড়ে এসে হামলা চালাচ্ছে তা নিয়ে রীতিমত আতঙ্ক দেখা দিয়েছে পথচারী থেকে শুরু করে এলাকার জনগণের মধ্যে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, উত্তর ভারত চন্দ্রনগর এলাকার রাস্তা দিয়ে, আসার সময় হঠাৎ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুজো পরিক্রমা

প্রান্তিকের পুজো প্যান্ডেল চন্দ্রযান- 3

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর ।। চন্দ্রযান দেখতে হলে ইসরোর গবেষণা কেন্দ্রে যেতে হবে না। আপনার হাতের কাছেই স্বচক্ষে চন্দ্রজানকে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। তার জন্য আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। এবারের পুজোয ধলেশ্বরের প্রান্তিক ক্লাব তৈরি করছে চন্দ্রযান থ্রী। কিভাবে এবং কেন এই পরিকল্পনা নিলো তারই ব্যাখ্যা আজ সংবাদ মাধ্যমের কাছে তুলে ধরলেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। প্রান্তিকের পক্ষ থেকে ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানিয়েছেন। বলেন ভারতবাসী হিসেবে গর্ববোধ করি। চন্দ্রযান থ্রি যে চাঁদের দক্ষিণ মরতে অবতরণ করল আমরা সারা পৃথিবী যেমন সেটা দেখতে পেয়েছেন আমারও ভারতবাসী হিসেবে আনন্দিত। যখন দেশের তৈরি এই যান পারি দিল চাঁদের বুকে। আমরাও ভাবলাম দেশের এই গৌরব কে মানুষের সামনে তুলে ধরতে। তার জন্য তৈরি হচ্ছে চন্দ্রযান প্রান্তিক ক্লাব গত বছর পুজো প্যান্ডেল করেছিল এ বছর আমাদের পুজো প্যান্ডেল হচ্ছে চন্দ্রযান

থ্রি। দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করব। ক্লাবের এই বছর চন্দ্রযান তৈরীর মধ্য দিয়ে দর্শনার্থীদের কাছে মনে হয় একটা সুন্দর জিনিস তুলে দিতে পারব। দক্ষিণ মেরুতে ল্যান্ড হলো আমরা খুব আনন্দে বাজি ফুটালাম। সঙ্গে সঙ্গে ক্লাস কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিল এ বছর পুজো প্যান্ডেলে ঠিক হবে চন্দ্রযান। কার্তিক গণশো থাকবে যে ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে স্টুডেন্ট হিসেবে এবং মায়ের ছোট আকার এটা প্রতিমা থাকবে সেটা যেটাতে আমরা পুজো করবো এবং এই প্যান্ডেলের যেই স্টাটিং স্টার্ট যখন হয় ধোঁয়া এবং সাউন্ড থাকে সেটাও আমরা দেখে আনন্দ পাবেন। সন্ধ্যায় আমাদের এই পুজো প্যান্ডেলের উদ্বোধন। থাকবেন আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বর্তমান বিধায়ক। প্রতি বছরই আমাদের ক্লাবের মাধ্যমে সেটা আমাদের এলাকার যারা প্রায় ১২০০ থালা প্রসাদ বিতরণ হবে। যাদের থেকে আমরা চাঁদা গ্রহণ করি তাদেরকে আমরা দেব এবং আমরা চাইছি ক্লাবের সদস্য সদস্যরা যারা এই প্যান্ডেল কে মানে তৈরি করার জন্য যেভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এবং অভিভাবক যারা অর্থ দিয়ে সাহায্য করছেন তাদেরকেও জানাই আপনাদের মাধ্যমে প্রান্তিকের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা রেখেছি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০ ◘ সংখ্যা ১১ ◘ ১২ অক্টোবর ২০২৩ইং◘ ২৪ আশ্বিন ◘ বৃহস্পতিবার ◘১৪৩০ বঙ্গাব্দ

আলাদা লড়াইয়ে বাম-কংগ্রেস !

বিজেপি সরকারকে দিল্লি মসনদ থেকে নামাইতে বিরোধী দলগুলির দ্বারা গঠিত 'ইন্ডিয়া' জোট ভোটের দামামা বাজিতেই যেন নড়বড়ে অবস্থা শুরু হইয়াছে । রাজস্থানে আসন দফা নিয়া একে অপরের সামনে দাড়াইয়া সিপিএম-কংগ্রেস। রাজস্থানে ভোট ঘোষণা হইয়া গেলেও সিপিএমকে এখনও কোনও আসন ছাড়েনি কংগ্রেস। তাহাদের সঙ্গে সমঝোতা বিষয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি।২০১৮ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের সমঝোতা হয়নি রাজস্থানে। সিপিএম নেতৃত্বের কথায়, 'আমরা চেয়েছিলাম। সমঝোতা হইলে আরও বেশি আসন আসিতে পারিত।' যেহেতু রাজস্থানে কংগ্রেস শক্তিশালী, তাই সিপিএমকে কোনও আসন ছাড়েনি তাহারা।

২৫ নভেম্বর হইবে রাজস্থানের বিধানসভা নির্বাচন। ভোটের আর দেড় মাসও বাকি নাই। আসন সমঝোতা নিয়া কংগ্রেসের তরফে কোনও আগ্রহই দেখানো হয়নি। শীর্ষ নেতাদের আদেশের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন রাজস্থানের সিপিএম নেতারা। যদিও সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কংগ্রেস হাইকমান্ডের সঙ্গে কথা বলিয়া চেষ্টা চালাইতেছেন ।

কৃষকসভার সর্বভারতীয় নেতা অমরা রাম ১৯৯৩ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বিধায়ক ছিলেন। সূত্রের খবর, পার্টির কেন্দ্রীয় নেতারা কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা চালাইলেও রাজস্থানের সিপিএম নেতারা অবশ্য এবারও একলা লড়াইয়ের পক্ষেই। গতবার কংগ্রেস ও বামেদের ভোট কাটাকাটির ফায়দা একাধিক আসনে তুলিয়াছিল বিজেপি। বর্তমানে রাজস্থান বিধানসভায় সিপিএমের দু'জন বিধায়ক রহিয়াছেন। হনুমানগড় জেলা থেকে বলবান পুনিয়া ও বিকানের জেলা থেকে গিরিধারী লাল। হনুমানগডের বাদরা ও বিকানের জেলার ডুমরগঞ্জ আসন দু'টি সিপিএমের দখলে রহিয়াছে।

জাতীয় স্তরে বিজেপিকে রুখিতে ইন্ডিয়া জোট হইয়াছে। সেই জোটে কংগ্রেস-তৃণমূল-সহ অন্যান্য বিজেপি বিরোধী দলগুলির সঙ্গে সিপিএমও রহিয়াছে। কিন্ত সিপিএমের সিদ্ধান্ত জাতীয় স্তরে জোট হইলেও রাজ্যের পরিস্থিতি অনুযায়ী লড়াই হইবে। বাংলায় বাম-কংগ্রেস জোট একাধিক নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়িয়াছে। আবার কেরলে কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই সিপিএমের। ফলে সিপিএমের এই দ্বিমুখী নীতির জন্য বিজেপিরই সুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে করিতেছে রাজনৈতিক মহল। আবার রাজস্থানে এবার বিধানসভা নির্বাচনে আলাদাভাবেই লড়িবে সিপিএম এবং কংগ্রেস।

রাজস্থান বিধানসভায় মোট ২০০টি আসন রহিয়াছে। সেখানে কৃষক আন্দোলনকে ঘিরিয়াই কয়েকটা জায়গায় সিপিএমের সংগঠন শক্তিশালী হইয়াছে। আগে সিপিএমের চারজন বিধায়ক থাকিলেও গতবার দু'জন জিতিয়াছিলেন।

আসানসোলে পৌঢ়কে গুলি করে খুন করল দুই দুষ্কৃতী, আততায়ীর খোঁজে পুলিশ

আসানসোল, ১১ অক্টোবর (হি.স.): আসানসোলে দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হলেন এক প্রৌঢ়। অজ্ঞাতপরিচয় দুইদুষ্কৃতী বছর পঞ্চান্নর শম্ভুনাথ মিশ্র নামের এক ব্যক্তির মাথায় এবং কোমরে গুলি চালিয়ে চম্পট দেয়। জখম অবস্থায় শম্ভুনাথকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে আসানসোলের কুলটি থানা এলাকার চিনাকুড়ি তিন নম্বর মোড়ের একটি দোকানে দাঁড়িয়েছিলেন শম্ভুনাথ। সেই সময় হঠাৎই দু'জন দুষ্কৃতী পিছন থেকে গুলি করে তাঁকে। রাস্তাতেই লুটিয়ে পড়েন শম্ভুনাথ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কুলটি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবি, মোট ছ'রাউন্ড গুলি চলেছে। ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোল উদ্ধার করেছে পুলিশ। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, মৃতের মাথায় এবং কোমরে গুলি লেগেছিল। দুই দুষ্কৃতীকে খুঁজছে পুলিশ।

হামাসের হামলা ও তেল আভিভের প্রত্যঘাতে মৃত ৩-হাজারের বেশি; গাজা পুনরুদ্ধার, দাবি ইজরায়েলের

তেল আভিভ, ১১ অক্টোবর (হি.স.): জঙ্গি সংগঠন হামাসের কাছ থেকে গাজা ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করা হয়েছে বলে দাবি করল ইজরায়েল। ইজরায়েল দাবি করেছে, গাজা ভূখণ্ড হামাসের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, আমরা সম্পূর্ণ আক্রমণাত্মকভাবে অগ্রসর হচ্ছি। গাজা আগে যেমনটা ছিল সেই অবস্থায় আর ফিরে যাবে না।'

এদিকে, হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধের পঞ্চম দিনেও অবরুদ্ধ রয়েছে গাজা। ধোঁয়ায় ঢেকে রয়েছে গাজার আকাশ। অন্যদিকে হামাসের হামলা এবং ইজরায়েলের প্রত্যাঘাতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩০০০-এরও বেশি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

কেটিবি-ভারত হ্যায় হাম অ্যানিমেশন সিরিজের সূচনা করলেন অনুরাগ ঠাকুর, বললেন ভাষা যেন কোনও বাধা না হয়

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি.স.): """"কেটিবি-ভারত হ্যায় হাম"""" অ্যানিমেশন সিরিজের সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। বুধবার সকালে """"কেটিবি-ভারত হ্যায় হাম"""" অ্যানিমেশন সিরিজের সূচনা করার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ বলেছেন, 'ভাষা যাতে কোনও বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, তা নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা করা হয়েছে এবং তাই এই (অ্যানিমেশন সিরিজ) ১২টি ভারতীয় ভাষায় তৈরি করা হচ্ছে। যাতে শুধু দেশ নয়, পুরো বিশ্ব রাণী আব্বাক্কার মতো আমাদের অজ্ঞাত বীরদের সম্পর্কে জানতে পারে।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর আরও বলেছেন, 'অমৃতকালের সময়, আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের দেশের ইতিহাস এবং অজ্ঞাত বীরদের সম্পর্কে জানানোর জন্য বেশ কিছু প্রচেষ্টা করেছি। সারা দেশে লক্ষাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আমরা স্বরাজ টিভি সিরিয়ালের মাধ্যমে দেশকে বেশ কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামী সম্পর্কে বলার সুযোগ পেয়েছি।'

রাঁচিতে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত বেশ কয়েকজন

রাঁচি, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : একটি স্কুটির সঙ্গে একটি যাত্রীবাহী গাড়ির ধাক্কায় মৃত এক। আহত হয়েছে এক ডজনেরও বেশি মানুষ। ঘটনাটি ঘটেছে, বুধবার সকালে ঝাড়খণ্ডের রাঁচির অঙ্গদা থানা এলাকার হাহে রাঁচি-মুড়ি সড়কে।মৃতের নাম রমেশ করমালি। তিনি চিল্লাদাগের বাসিন্দা ছিলেন। বুধবার সকালে রমেশ করমালি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে স্কুটিতে করে অঙ্গদের দিকে যাচ্ছিলেন। আচমকাই বিপরীত দিক থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী গাড়ি তাদের স্কুটিতে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। যাত্রীবাহী গাড়িটিও ঘটনাস্থলে উল্টে যায়।

সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে ভারত বিশ্বের সেই প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম একটি দেশ

ওম বিড়লা

সম্প্রতি ভারতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের অভূতপূর্ব সাফল্য সারা বিশ্বে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছে। এটি এই কারনেও গর্বের যে, শীর্ষ সম্মেলনটি একটি যৌথ ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে যা আমাদের 'বসুধৈব কুটুম্বকম - এক পৃথিবী, একটি পরিবার, একটি ভবিষ্যত' ধারণাকে শক্তিশালী করেছে। বিশ্বব্যাপি ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকেও এবারের জি২০ চিহ্নিত করেছে, কারণ এই সম্মেলন সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ঐকমত্য তৈরিতে সফল ভূমিকা নিয়েছে।

জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের এই আবহে, ভারতের সংসদ নতুনদিল্লিতে আগামী ১৩ ও ১৪ অক্টোবর পি২০ অর্থাৎ জি২০ দেশগুলোর সংসদের অধ্যক্ষদের শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন হতে চলেছেউ পি-২০ সম্মেলনে, জি ২০ দেশগুলোর সংসদ অধ্যক্ষগণ এবং আমন্ত্রিত দেশগুলির সংসদের স্পিকার বা প্রিসাইডিং অফিসাররা একত্রিত হবেন। সংসদ হল প্রতিটি জাতির সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা, যার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিরা জনগণের আশা-আকাঙ্খা ও প্রত্যাশাকে সংসদে উপস্থাপন করেন এবং আইন ও নীতি প্রণয়ন করেন।

সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে ভারত বিশ্বের সেই প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম একটি দেশ। ভারতে গণতন্ত্র যুগ যুগ ধরে একটি অন্তর্নিহিত বৈশিষ্টউ এমনকি আমাদের প্রাচীন গ্রন্থেও সভা ও সমিতির মতো অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ আছে, যেগুলো বৈদিক যুগে জনপ্রতিনিধিত্বমুলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গন্য ছিল।

স্বাধীনতার পর ৭৫ বছরের যাত্রায় গণতন্ত্র, বৈচিত্র্য এবং জনসংখ্যা আমাদের শক্তি। গণতন্ত্রের শক্তিতে আমরা সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছি এবং সবার জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করেছি। এটা অবশ্যই বলতে হবে যে, আমাদের গণতান্ত্রিক যাত্রার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে জনকেন্দ্রিক উন্নয়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন।

এমনকি আমাদের সংসদেও জনপ্রতিনিধিরা ব্যাপক আলোচনার পর বিষয়গুলো নিয়ে সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেন। এভাবেই সম্মিলিতভাবে আমাদের চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। অতএব, পি-২০ সম্মেলনেও, ভারতের সংসদ বিশ্ব ও মানবতার মুখোমুখি সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি মোকাবেলার জন্য একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করার চেষ্টা করবে। ভারতে পি-২০ কনক্লেভ আয়োজনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় কারণ বৈশ্বিক সমস্যাগুলোর পাশাপাশি ঐকমত্য মানবতার সাধারণ ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কিত। পি-২০ সম্মেলনের মূল আলোচ্য হবে সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, জলবায়ু পরিবর্তন, নারী নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতের জন্য মানবতা। এখানে লাইফস্টাইল অফ এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ মিশন লাইফ বা পরিবেশ উপযোগী জীবনযাত্রা- সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা করা হবে।

সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, (ছঙ্গওগ) অবশ্যই বিশ্বে সামগ্রিক মানব উন্নয়নের ধারণা উপলব্ধি করার প্রচেষ্টাকে গতি দিয়েছে। আমরা ২০৩০ সালের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে এই উদ্যোগের অধীনে প্রাপ্ত অর্জনগুলি মুল্যায়ন করা এবং সেগুলি উপলব্ধি করার প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এসডিজিগুলির মধ্যে এমন অনেকগুলি রয়েছে যার প্রভাব সার্বজনীন। এসব বিষয়ে সংসদে আলোচনা ও সংলাপ এবং সব দ্বন্দ্ব দূর করতে ঐকমত্যে পৌঁছানো দরকার। জাতির সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে নীতিগত ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে।

সুস্থায়ি শক্তি: সবুজ ভবিষ্যতের দিকে

বিশাল জনসংখ্যার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এবং একটি উন্নত জাতি হওয়ার আকাঙ্খা বজায় রেখেও ভারত তার উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সবুজ ভবিষ্যতের প্রয়োজনে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। আজ, ভারত বিকল্প শক্তির ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকায় রয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স, ইন্টারন্যাশনাল বায়ো ফুয়েল অ্যালায়েন্স-এর মতো নীতি গ্রহনের উদ্যোগগুলি বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে। আমাদের সংসদেও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে আলোচনা হয়েছে। এই সংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানির নীতি নির্ধারণে দেশে ঐকমত্য তৈরি হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়ন থেকে নারীর নেতৃত্বে উন্নয়ন

ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিতে নারীকে শক্তি ও ভক্তির মূর্ত প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। নারীরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ বিজ্ঞান বা ক্রীড়া ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই তাদের সক্ষমতা ও শক্তি প্রমাণ করেছে। আমাদের সংবিধান নারীদের ভোটাধিকারসহ সব ক্ষেত্রে সমান অধিকার দিয়ে ক্ষমতায়ন করেছে। আমাদের গণতন্ত্রের যাত্রা যত এগিয়েছে, নারীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং তাদের নেতৃত্বের সুযোগ দেওয়ার জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পৌরসভা স্তরের নির্বাচনে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের জন্য আইন করা হয়েছিল। এটিকে এগিয়ে নিয়ে, লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভায় তাদের জন্য সংরক্ষণের জন্য আইন তৈরি করা হয়েছে। সারা দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে এই আইনের বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। আমরা পি-২০ সম্মেলনে এই বিষয়ে আমাদের ইতিবাচক অভিজ্ঞতা শেয়ার করব এবং নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নকে একটি বৈশ্বিক আন্দোলনে পরিণত করার চেষ্টা করব।

পাবলিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মানুষের জীবন পরিবর্তন করা

ভারত তার নাগরিকদের জীবন উন্নত করার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে ডিজিটাল রূপান্তরের ক্ষেত্রে এখন সামনের সারিতে আছেউ বিশ্বের বৃহত্তম বায়োমেট্রিক শনাক্তকরণ ব্যবস্থা, আধারের মতো উদ্যোগ সরকারি পরিষেবাগুলিকে জনসাধারণের কাছে সহজ লব্ধ করেছেউ ইউ পি আই (ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস) একটি বৃহত্তম আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে যা জনসাধারণের কাছে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং করার সুযোগ এনে দিয়েছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচির লক্ষ্য সকল নাগরিককে ডিজিটাল কাজকর্ম করার সুযোগকে সহজ লব্ধ করা এবং তৃণমূল স্তরে শাসন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তিন ঘটানো, যা হয়ে চলেছেও। শিক্ষা, কৃষি, অর্থ প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের জীবনে পরিবর্তিত এসেছে। পি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে, আমাদের এই যুগান্তকারী সাফল্য বিশ্বের পার্লামেন্টের সাথে শেয়ার করব যাতে ডিজিটাল রূপান্তরে ভারতের সাফল্য সারা বিশ্বের জন্য একটি মডেল হয়ে ওঠে।

ভারতের পার্লামেন্ট বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের ভাগ্য গঠনে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের সংসদে সর্বদা জনস্বার্থের কথা মাথায় রেখে ব্যাপক আলোচনার পর জনকল্যাণমূলক আইন পাস করার ব্যবস্থা রয়েছে। বহুদলীয় ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আমরা বিভিন্ন বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছি। এভাবে আমাদের সংসদ অর্থবহ আলোচনা ও সংলাপের এক মডেল বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করেছে।

আমি আত্মবিশ্বাসী যে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন, যেভাবে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের বিষয়ে ঐকমত্য অর্জন করেছে, তেমনি পি-২০ শীর্ষ সম্মেলনও সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সংসদের অপরিহার্য ভূমিকার ওপর জোর দেবে এবং আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোতেবেভিন্ন দেশের সংসদের মধ্যে সহযোগিতার একটি নতুন যুগের সূচনা করবে।(লেখক - লোকসভার অধ্যক্ষ)

আলবার্ট আইনস্টাইন: সেরা বিজ্ঞানী

প্রদীপ দেব

গত সংখ্যার পর।। ক্লেইনার থিসিসটি প্রত্যাখ্যান করছেন, কারণ থিসিসটি পিএইচডি থিসিস হিসেবে খুবই সংক্ষিপ্ত। থিসিসটি ছিল মাত্র ১৭ পৃষ্ঠা। আইনস্টাইন আবারও রেগে গেলেন। থিসিসের দৈর্ঘ্যের ওপর কিছুই নির্ভর করে না। তিনি আবার থিসিসটি পড়ে দেখলেন। কোথাও কোনো ভুল পেলেন না। থিসিসের শেষে আর একটিমাত্র লাইন যোগ করে থিসিসটি আবার পাঠিয়ে দিলেন ক্লেইনারের কাছে। এবার অবাক হবার পালা ক্লেইনারের। তিনি দেখলেন আইনস্টাইন কিছুই পরিবর্তন করেননি থিসিসের, দৈর্ঘ্য বেড়েছে মাত্র এক লাইন। এত আত্মবিশ্বাসের কারণ কী? তিনি এবার আরও মনোযোগ দিয়ে পড়ে দেখলেন থিসিসটি। বিষয়বস্তু চমৎকার, তবে জটিল গাণিতিক সমীকরণগুলো তিনি বুঝতে পারছেন না। ক্লেইনার থিসিসটি পাঠিয়ে দিলেন গণিত বিভাগের হেড হেনরিখ বার্কহার্ডকে। বেশ কয়েক দিন পর বার্কহার্ড তাঁর মন্তব্যসহ থিসিসটি ফেরত পাঠালেন ক্লেইনারের কাছে। বার্কহার্ড লিখেছেন, 'থিসিসে যে পদ্ধতিতে গাণিতিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা নির্ভুল এবং অসাধারণ গাণিতিক দক্ষতা ছাড়া এ রকম কারও পক্ষে সম্ভব নয়।' ক্লেইনার থিসিসটি পিএইচডি ডিগ্রির জন্য গ্রহণ করে আইনস্টাইনকে অফিশিয়াল চিঠি দিলেন। আইনস্টাইন এখন ডক্টর আইনস্টাইন। আনন্দ ও উৎসাহে কয়েক দিনের মধ্যেই থিসিসটিকে গবেষণাপত্রের আকারে লিখে পাঠিয়ে দিলেন অ্যানালেন ডার ফিজিক—এ। এটি ছিল তাঁর ১৯০৫ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় গবেষণাপত্র: On the Motion of small Particles Suspended in Liquids at Rest Required by the MolecularéŸéKinetic Theory of Heat– Annalen der Physik– সংখ্যা ১৭ (১৯০৫), পৃষ্ঠা ৫৪৯-৫৬০। এই প্রথমবারের মতো আইনস্টাইন ব্রাউনিয়ান গতি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। কোনো তরল পদার্থের ওপর খালি চোখে দেখা যায় না, এ রকম ছোট ছোট পদার্থের কণা ভাসতে থাকলে কণাগুলোর গতি কোনো নির্দিষ্ট নিয়মে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাদের গতি হয় অত্যন্ত অনিয়মিত। ১৮ শতকে স্কটিশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী ব্রাউন এ গতি প্রথম পর্যবেক্ষণ করেন বলে এ গতির নাম দেওয়া হয়েছে ব্রাউনিয়ান গতি। আইনস্টাইন এই গবেষণাপত্রে প্রমাণ করেন যে ১ মিলিমিটারের ১ হাজার ভাগের ১ ভাগের সমান বা তার চেয়েও ছোট কণাগুলো তরল পদার্থে ও রকম বিশৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করার কারণ হলো তাদের থার্মাল ডায়নামিকস। বোল্টজম্যানের সূত্র ব্যবহার করে আইনস্টাইন ব্রাউনিয়ান গতির গাণিতিক ব্যাখ্যা দেন এবং গ্যাসের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুগুলোর গতির গাণিতিক সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন। আইনস্টাইনের এ পেপার থেকে পরবর্তী সময়ে তাপের আণবিক গতিতত্ত্বের পরীক্ষামূলক প্রমাণ পাওয়া যায়। আইনস্টাইনের পেপারগুলোর মধ্যে এই পেপারটিই এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশিবার উল্লেখিত হয়েছে গবেষকদের গবেষণাপত্রে।

ব্রাউনিয়ান গতিসম্পর্কিত পেপারটি জার্নালে পাঠিয়ে দিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি সমস্যা নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন আইনস্টাইন। আসলে এ সমস্যাটি নিয়ে আইনস্টাইন ভাবছেন অনেক দিন থেকে। ১৬ বছর বয়সে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, আলোক রশ্মির সঙ্গে সমবেগে ছুটতে পারলে কেমন হতো? স্থান ও সময়ের মধ্যে সম্পর্কের কথা মাথায় আসে তাঁর। প্রায় ২০০ বছর আগে আইজ্যাক নিউটন ধারণা দিয়ে গেছেন যে স্থান ও কাল পরম। অর্থাৎ মহাবিশ্বের যেকোনো জায়গাতেই স্থান ও কালের পরিমাপ একই হবে। কিন্তু আইনস্টাইনের কাছে ব্যাপারটি সন্দেহযুক্ত। আর্নস্ট মাখ ও হেনরি পয়েনকেয়ারও একই সন্দেহ পোষণ করেছেন। আইনস্টাইন ভাবছেন সময়ের কথা। দুটো ঘড়ি যদি একই স্থানে সমান সময় দেয়, তবে একটি ঘড়িকে অন্য একটি গ্রহে নিয়ে গেলেও কি সমান সময় দেবে? আইনস্টাইন দেখলেন, যদি গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফরমেশন বিবেচনা করা হয়, তবে দুটো ঘড়ি সব সময়ই সমান সময় দেবে। কিন্তু সমস্যা সেখানে নয়। সমস্যা হলো সব ট্রান্সফরমেশন কিন্তু গ্যালিলিয়ান নয়। সে ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য নতুন ধরনের ট্রান্সফরমেশনের ধারণা দরকার। আইনস্টাইন লরেঞ্জের জ্যামিতি ব্যবহার করে সৃষ্টি করলেন লরেঞ্জ-আইনস্টাইন ট্রান্সফরমেশন সূত্র। নতুন এই সূত্রের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। তিনি দেখালেন, গতি হিসাব করার সময় ডপলারের ইফেক্ট হিসাব করতে হবে। নিউটনের পরম গতির সমীকরণ এখানে খাটবে না। কারণ পরম গতি বলে কিছু নেই। সব গতিই আপেক্ষিক। পৃথিবীর ভেতরে আমরা তা বুঝতে পারি না, কারণ এখানে গতি হিসাব করার সময় আমরা আসলে কোনো বস্তুর সাপেক্ষেই গতি হিসাব করি। পৃথিবীর নিজের গতির কথা বিবেচনায় না রেখে আমরা পৃথিবীকে স্থির ধরেই অন্য বস্তুর গতি হিসাব করি। কিন্তু পৃথিবীর বাইরে গেলে রেফারেন্স হিসেবে একটা ফ্রেম রাখতেই হবে গতি হিসাব করার জন্য এবং সে গতি হবে আপেক্ষিক গতি। এখান থেকেই আপেক্ষিকতার সৃষ্টি হচ্ছে, রূপ নিচ্ছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। আইনস্টাইন হিসাব করে দেখলেন, আলোর গতির চেয়ে বেশি কোনো গতি হতে পারে না। তিনি আরও দেখলেন, আলোর প্রবাহের জন্য ইথারের কোনো প্রয়োজন নেই। পয়েনকেয়ারও একই কথা বলেছেন ইথার সম্পর্কে। আলো বা বিদ্যুৎ—চুম্বকীয় তরঙ্গপ্রবাহের জন্য কোনো ধরনের মাধ্যমের দরকার নেই। আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্ব নিয়ে কাজ করতে করতে দেখলেন গতিশীল বস্তুর ভরও স্থির নয়। গতির সঙ্গে বস্তুর ভর বেড়ে যায়। আইনস্টাইনের সূত্রমতে, কোনো বস্তু যদি আলোর বেগে চলে, তবে তার ভর অসীম হয়ে যায়। আইনস্টাইন ধারণা দিলেন, আলো ছাড়া আর কোনো কিছুই আলোর বেগে চলতে পারে না। এখান থেকেই তৈরি হলো তাঁর ১৯০৫ সালের তৃতীয় গবেষণাপত্র 'অন দ্য ইলেকট্রোডাইনামিকস অব মুভিং বডি', অ্যানালেন ডার ফিজিক, সংখ্যা ১৭ (১৯০৫), পৃষ্ঠা ৮০১-৯২১। ১২১ পৃষ্ঠার বিশাল এই গবেষণাপত্রে আইনস্টাইন আপেক্ষিকতা তত্ত্বের বিশেষ সূত্র ব্যাখ্যা করেন। একই বেগে চলমান সব পর্যবেক্ষকের কাছে আলোর বেগ স্থির ধরে নিয়ে আইনস্টাইন প্রমাণ করে দেন যে স্থান (space) এবং কাল (time) পরস্পর স্বাধীন নয়, বরং স্থান ও কাল একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এখান থেকেই জন্ম হলো স্পেস টাইম বা স্থান—কালের ধারণার। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতাকে x– y– z ধরে ত্রিমাত্রিক জগতের প্রচলিত ধারণা ভেঙে শুরু হলো চতুর্মাত্রিক জগৎ। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার সঙ্গে যোগ হলো চতুর্থ মাত্রাসময়। আইনস্টাইন আপেক্ষিকতা তত্ত্বের গবেষণাপত্র জার্নালে পাঠিয়ে দিলেন জুনের ৩০ তারিখে। সেপ্টেম্বরের ২৬ তারিখে পেপারটি প্রকাশিত হয়। পেপারটি জার্নালে পাঠিয়েই আইনস্টাইন সেটার একটি সম্পূরক পেপার লিখে ফেললেন। আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সম্পূরক চার পৃষ্ঠার এই ছোট পেপারে আইনস্টাইন দেখিয়েছেন বস্তুর ভরের সঙ্গে শক্তির সম্পর্ক। সেখান থেকেই তৈরি হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় সমীকরণ E = mc2। এটাই ছিল ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের চতুর্থ গবেষণাপত্র 'ডাজ দ্য ইনারশিয়া অব আ বডি অন ইটস ডিপেন্ডস অন?' অ্যানালেন ডার ফিজিক, সংখ্যা ১৮ (১৯০৫), পৃষ্ঠা ৬৩৯-৬৪১।

আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের ধারণাগুলোকে কাজে লাগিয়ে আইনস্টাইন দেখালেন, বস্তু থেকে যে শক্তি নির্গত হয়, তা বস্তুর ভরের পরিবর্তনের সমানুপাতিক। প্রাথমিকভাবে সূত্রটি ছিল। প্রথমবারের মতো পদার্থের ভরের সংজ্ঞা দিলেন তিনি, 'বস্তুর ভর হলো তার ভেতরের শক্তির পরিমাণ।' আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব এত দিন ধরে প্রতিষ্ঠিত পদার্থবিজ্ঞানের মূল ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দিল। এখন থেকে যেকোনো ধরনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে স্থান ও কালের ধারণা অপরিহার্য হয়ে উঠল।

ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিক জগতে আইনস্টাইন উল্লেখযোগ্য স্থান পেতে শুরু করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগ আসতে লাগল। ১৯০৯ সালে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন তিনি। ১৯১০ সালে তাঁর দ্বিতীয় সন্তান এডওয়ার্ডের জন্ম হয়। ১৯১১ সালে তিনি যোগ দেন প্রাগ ইউনিভার্সিটিতে। ১৯১২ সালে যোগ দেন সুইস পলিটেকনিক্যালে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে। ১৯১৪ সালে যোগ দেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। আপেক্ষিকতার তত্ত্ব নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে করতে আইনস্টাইন নিজেকে প্রশ্ন করছিলেন, পদার্থবিজ্ঞানের প্রায় সব তত্ত্বই প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে আপেক্ষিক। সে ক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণও কেন আপেক্ষিক হবে না? কাজের ফাঁকে হঠাৎ তাঁর মনে হলো, কেউ যদি মুক্তভাবে ওপর থেকে নিচের দিকে পড়তে থাকে, তাহলে সে কোনো ধরনের ওজন অনুভব করবে না। কারণ লোকটির সঙ্গে সঙ্গে তার চারপাশের সবকিছুও তো পড়ে যাচ্ছে মনে হবে, সে ক্ষেত্রে সে কীভাবে বুঝবে যে সে মাধ্যাকর্ষণ বলের ভেতরে আছে কি নেই। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের রেফারেন্স পয়েন্ট নেই। এ ক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে সে স্থির আছে, কিন্তু বাকি সবকিছু চলে যাচ্ছে ওপরের দিকে। তার মানে মাধ্যাকর্ষণও আপেক্ষিক। পরবর্তী সময়ে তাঁর এ ধারণা থেকেই জন্ম নেয় আপেক্ষিকতার সার্বিক বা সাধারণ তত্ত্ব (জেনারেল থিওরি রিলেটিভিটি)। আইনস্টাইন তাঁর এ ধারণাকে বর্ণনা করেছেন জীবনের আনন্দময় ধারণা হিসেবে। জেনারেল থিওরিতে আইনস্টাইন পদার্থবিদ্যার সব নিয়মকে গাণিতিক সমীকরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যার প্রস্তাব করেন। ১৯১৫-১৬ সালে প্রকাশিত হয় আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব। বৈজ্ঞানিক মহলে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব নিয়ে। এই তত্ত্ব যদি সঠিক হয়, তবে অভিকর্ষ বলের প্রভাবে নক্ষত্রের আলোও বেঁকে যাবে। কিন্তু প্রমাণ ছাড়া এই তত্ত্ব তো কেউ মেনে নেবেন না। সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ব্যবহার করে বুধের অনুসূর নিয়ে দীর্ঘ দিনের অমীমাংসিত প্রশ্নের সমাধান করা সম্ভব হয়। এরপর ১৯১৯ সালের জুন মাসে আইনস্টাইনের সাধারণ তত্ত্ব প্রমাণিত হয় একেবারে হাতেনাতে। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি অবজারভেটরির পরিচালক, ইংল্যান্ডের বিখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী স্যার আর্থার এডিংটন সূর্যের অভিকর্ষ ক্ষেত্রের টানে তারার আলো যে বেঁকে যায়, তা পর্যবেক্ষণ করেন। সূর্যের পূর্ণগ্রহণের ছবি থেকে প্রমাণিত হয় যে অভিকর্ষ ক্ষেত্রের টানে আলোর গতিপথ পরিবর্তিত হয়। নভেম্বর মাসে রয়েল সোসাইটি এডিংটনের পরীক্ষালব্ধ ফল প্রকাশ করলে আইনস্টাইন রাতারাতি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে যান। কারণ আইনস্টাইনের তত্ত্বটি সাধারণ মানুষের কাছে এতই দুর্বোধ্য যে সাধারণের কাছে মনে হচ্ছে একমাত্র আইনস্টাইনই অন্য রকম একটি পৃথিবীকে দেখার ক্ষমতা রাখেন, একমাত্র আইনস্টাইনই পারেন সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি বুঝতে। আইনস্টাইনকে নিয়ে অনেক মিথের জন্ম হতে লাগল এবং তা লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হতে থাকল। এর কয়েক বছর পর ১৯২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক সত্যেন বসুর কাজের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয় বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিসটিকস। আইনস্টাইন সত্যেন বসুর সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে কাজ করলেন। সত্যেন বসু একধরনের নতুন কণার ধারণা দিয়েছেন, যা ভরহীন হওয়াতে যেকোনো স্বাধীন সংখ্যায় হতে পারে এবং সব কণাই একই রকম ধর্ম প্রদর্শন করবে। সত্যেন বসুর নাম অনুসারে এই কণাগুলোর নাম দেওয়া হলো বোসন। আইনস্টাইন বোসন নিয়ে গবেষণা করে দেখলেন যে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার নিচে সব বোসনই একই শক্তিস্তরে থাকবে এবং সে শক্তিস্তর হলো সর্বনিম্ন শক্তিস্তর। পরে এই অবস্থার নাম হয়েছে বোস-আইনস্টাইন কনেডনসেট বা বি-ই-সি। ২০০১ সালে পরীক্ষাগারে বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেট সৃষ্টি করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন উলফগ্যাং কেটেরেল, এরিক কর্নেল ও কার্ল উইম্যান।

এরপর আইনস্টাইন গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন থিওরি বা একটি সমন্বিত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন। কিন্তু তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। ইতিমধ্যে ইউরোপে নাৎসিদের উত্থান ঘটায় আইনস্টাইনকে জার্মানি ছেড়ে আশ্রয় নিতে হয় যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে তিনি প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজে অধ্যাপক হিসেবে কাটিয়ে দেন বাকি জীবন। ১৯৫২ সালে আইনস্টাইনকে ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়। আইনস্টাইন সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ১৯৫৫ সালের ১৮ এপ্রিল আইনস্টাইনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরও আইনস্টাইনের তত্ত্ব থেকে আরও অনেক নতুন বিজ্ঞানের শাখা---প্রশাখা বিকশিত হচ্ছে। আমেরিকান মহাকাশ সংস্থা নাসা 'বিয়ন্ড আইনস্টাইন' প্রকল্পের মাধ্যমে মহাবিশ্বের জন্মরহস্য, ব্ল্যাক হোল, ডার্ক এনার্জি ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা চালাচ্ছে। আইনস্টাইন কোনো ধরনের পরীক্ষাগার ছাড়াই যে গবেষণা-তত্ত্ব দিয়ে গেছেন সেগুলো এখনো কাজ করছে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক হিসেবে। **সমাপ্ত**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নির্বাচনের তিন মাস পর জয়ী হিসেবে শংসাপত্র পেতে চলেছেন কংগ্রেস প্রার্থী

কলকাতা, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে অভিযোগের পাহাড় জমা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার পর থেকে শুরু করে ফল প্রকাশ পর্যন্ত একের পর এক অভিযোগ নিয়ে মামলা হয়েছিল। সেরকমই একটি মামলার রায়ে নির্বাচনের তিন মাস পর জয়ী হিসেবে শংসাপত্র পেতে চলেছেন কংগ্রেস প্রার্থী।

তিনি বেশি ভোট পাওয়া সত্ত্বেও জোর করে তৃণমূল প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ জানিয়েছিলেন ওই কংগ্রেস প্রার্থী। বুধবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ, অবিলম্বে কংগ্রেসের ওই প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণা করতে হবে।

পুরুলিয়ার মারুমহসিনা পঞ্চায়েত সমিতির ১১ নম্বর আসন নিয়েই হয়েছিল এই মামলা। কংগ্রেস প্রার্থী তীজেন্দ্র নাথ মাহাতোর অভিযোগ ছিল, তিনি ৬ ভোটে জিতছিলেন ভোটে। কিন্তু বিডিও ও অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা জোর করে তৃণমূল প্রার্থী রাজেশ মণ্ডলকে জিতিয়ে দেন বলে অভিযোগ। এই নিয়েই মামলা হয়েছিল।

মামলাকারীর আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী জানিয়েছেন, ফল প্রকাশের পদ্ধতিগত ত্রুটিও তুলে ধরা হয় আদালতে। দীর্ঘ শুনানির পর তিন মাস বাদে অবশেষে রায় ঘোষণা করল হাইকোর্ট। বিডিও-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে অবিলম্বে ওই কংগ্রেস প্রার্থীর নামে জয়ের শংসাপত্র দেওয়া হয়।

পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তি, অধরাই রইল ’’দাবি

কলকাতা, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : পুজোর আগেও অধরাই হয়ে রইল উচ্চ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের ’’দাবি।’’ প্রতিবাদে নেমে ফের পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হয় চাকরি প্রার্থীদের। পুলিশ বাধা দিলে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে শেষ অবধি ধস্তাধস্তির আকার নেয়। চাকরিপ্রার্থীদের চেনে-হিঁচড়ে সরিয়ে দেয় পুলিশ।

দিনের পর দিন প্রতিবাদে নেমে কার্যতই লক্ষ্য পৌছনোর আগেই পড়তে হচ্ছে বাধার মুখে। মূলত বুধবারেও সল্টলেক করুণাময়ীতে প্রতিবাদে নামে ২০১৬-র উচ্চ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীরা। পুজোর আগেই কাউন্সেলিং ও নিয়োগের দাবিতে এই বিক্ষোভ-আন্দোলন। তবে বদলাল না অবস্থা। এদিন বিক্ষোভকারী ২০১৬-র উচ্চ প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, ২০১৬ থেকে চলতি বছর পর্যন্ত তিন-তিনবার নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৪ হাজার ৩৪৯ জনের মধ্যে ১৩ হাজার ৩৩৪ জনের মেধা তালিকায় থাকলেও, একজনেরও নিয়োগ হয়নি বলে চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ।

একই ব্যক্তির কাছ থেকে দ্বিতীয়বার ছিনতাই ৫ লক্ষ টাকা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : পুজোর মুখে বাড়ির সামনেই বন্দুক দেখিয়ে ছিনতাই হয়ে গেল লক্ষাধিক টাকা। অভিযোগকারীদের দাবি, সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে অভিযুক্তরা। ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানা এলাকার কায়স্থপাড়ায়। লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বারুইপুর থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে বারুইপুর থানার পুলিশ।

বাইকে কাজ সেরে মঙ্গলবার সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরছিলেন বারুইপুর থানা এলাকার বাসিন্দা কনক বোস ও ভজন রায়। কনক গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন সংস্থার ম্যানেজার। ভজন সহকারী ম্যানেজার। দুজনে একই বাইকে চড়ে ফিরছিলেন। ম্যানেজার কনক বোসের কাছে সারাদিনের গ্যাস বিক্রির প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ ছিল বলে দাবি। সেই টাকা পরেরদিন অর্থাৎ বুধবার ব্যাঙ্কে জমা করার কথা ছিল।

জানা গিয়েছে, কনকের বাড়ির কিছুটা আগেই সহকারী ম্যানেজার ভজনের বাড়ি। ভজন তাঁর বাড়ির কাছে বাইক থেকে নেমে যান। তখন মেন রাস্তা ছেড়ে বাড়ির গলির রাস্তা ধরেন কনক। কিছুটা এসেই দেখেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে তিন যুবক।

একজনের মাথায় হেলমেট বাকি দুজনের মুখ রুমালে বাঁধা।

কনক বোস বাইক থামাতেই একজন তার পিঠে বন্দুক ও আরেকজন গলায় ভোজালি ঠেকায়। তারপর তাঁর কাছে থাকা টাকার ব্যাগ ও পার্স, ড্রাইভিং লাইসেন্স, এটিএম কার্ড নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। দুষ্কৃতীরা তাঁকে চম্পট দিতেই চিৎকার করে ওঠেন কনকবাবু, যা শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন প্রতিবেশীরাও। যদিও অভিযুক্তরা তখন অনেক দূরে পালিয়েছে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বারুইপুর থানার পুলিশও। এর আগে কনকবাবুর কাছ থেকেই ২২শে জানুয়ারি ৫ লক্ষ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। বারবার ছিনতাইয়ের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন সংস্থার ডিলার সৌম্যদীপ্ত পাল জানান বারবার ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটায় ব্যবসা চালানো সমস্যাজনক হয়ে উঠেছে।

পদে বহাল যোগেশ চন্দ্র ল কলেজের অধ্যক্ষ

কলকাতা, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী ল কলেজের অধ্যক্ষ সুনন্দা ভট্টাচার্য গোয়েন্‌কাকে অপসারণের নির্দেশ খারিজ করল ডিভিশন বেঞ্চ। সুনন্দা ভট্টাচার্য গোয়েন্‌কাকে অপসারণ এবং তাঁর অফিস তালাবন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বুধবার সেই নির্দেশ খারিজ করে দিল বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ।

বুধবার ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় আদালত নিযুক্ত স্পেশাল অফিসার অধ্যক্ষের অফিসের তালা খুলে দেবেন। বাধাহীন ভাবে কলেজে প্রবেশ করতে পারবেন তিনি। অক্টোবরের স্বাভাবিক বেতনও পাবেন।

এই মামলায় ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, শুধুমাত্র মোবাইলে কথা বলে অধ্যক্ষকে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত না করলেই পারত একক বেঞ্চ। তবে ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, এই মামলার পরবর্তী শুনানি করতে পারবেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ল কলেজের অধ্যক্ষ সুনন্দা ভট্টাচার্য গোয়েন্‌কা এবং ওই কলেজেরই অধ্যাপক অচিনা কুন্ডুকে পদ থেকে অপসারিত করেন। আদালতের একক বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল, ইউজিসি (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন) নির্ধারিত যোগ্যতা তাঁদের নেই।

বিচারপতি জানিয়ে দেন যে, শুক্রবার থেকেই সুনন্দা এবং অচিনা কলেজে ঢুকতে পারবেন না। অবশ্য বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় এ-ও জানান যে, ওই দুই ব্যক্তি যদি তাঁদের যোগ্যতা সম্পর্কে আদালতকে সন্তুষ্ট করতে পারেন, তা হলে পুনর্বহাল করা হবে। এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি মন্তব্য করেছিলেন যে, “এটা একটা বৃহত্তর ষড়যন্ত্র। তদন্ত করে দেখতে হবে। প্রয়োজনে সিবিআইকে তদন্তভার দিতে পারি।”

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইজরায়েলে আটকে কোলাঘাটের গবেষক

পূর্ব মেদিনীপুর, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : উত্তর চব্বিশ পরগনার হাবড়া বাসিন্দা তাপস রায়চৌধুরী। কর্মসূত্রে ২০১৫ সাল থেকে কোলাঘাটে বসবাস শুরু করেন কে.টি.পি.পি হাই স্কুলের এই প্রধান শিক্ষক। তাঁর একমাত্র ছেলে নীলাদ্রি রায় চৌধুরী। উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় কলকাতার বেলগাছিয়া ভেটিনারি সায়েন্স নিয়ে পাশ করে ইজরায়েলের বারইলান ইউনিভার্সিটির অধীনে ক্যানসার নিয়ে গবেষণার সুযোগ পায়। গতবছরের ১ মার্চ ইজরায়েলের হাইফা শহরে পৌঁছায়। সেখানেই একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছিল নীলাদ্রি। কিন্তু কয়েকদিনের যুদ্ধবিধ্বস্ত ইজরায়েল যেনও সবকিছুটাই ওলটপালট করে দিয়েছে। ইজরায়েল-হামাসের পাঁচ দিনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে মৃতের সংখ্যা ২ হাজার পার। আহত ৮ হাজারের বেশি। এহেন পরিস্থিতিতে চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে কোলাঘাটের রায়চৌধুরী পরিবারের। কারণ তাঁদের একমাত্র ছেলে গবেষণার কাজে আটকে পড়েছেন যুদ্ধবিধ্বস্ত ইজরায়েলে। মাঝে মধ্যেই কানে আসছে বিকট বিকট শব্দ। প্রতিমুহূর্তে বেজে উঠছে সাইরেন। ভাড়াবাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে বাঙ্কারে। মঙ্গলবার রাতে ওয়াটসঅ্যাপের ম্যাসেজের মাধ্যমে ছেলে জানায়,” ভালো রয়েছি।” আগামী ১ নভেম্বর বাড়ি ফেরার কথা রয়েছে নীলাদ্রির।ভারতীয় দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ রাখছে পরিবার।

নীলাদ্রির পরিবারের একটাই দাবি, ”দ্রুত তার ছেলে সরকারি সহযোগিতায় বাড়ি ফিরে আসুক। শুধু তার ছেলে নয় আটকে থাকা সমস্ত ছাত্রছাত্রী ও ভারতীয়রা যেনও দ্রুত বাড়ি ফিরে নির্বিঘ্নে। ছেলের চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছে কোলাঘাটের রায়চৌধুরী পরিবারের।একটাই দাবি, ”দ্রুত ছেলে বাড়ি আসুক।”

এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ এবং লোকাল বাড়ানোর দাবিতে রেল অবরোধ

বীরভূম, ১১ অক্টোবর, (হি.স.) : বুধবার সকাল সকাল রেল অবরোধ। আর তার জেরে রীতিমতো নাকাল হলেন নিত্যযাত্রীরা। এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ এবং লোকাল বাড়ানোর দাবিতে বীরভূমের সাঁইথিয়া থানার বাতাসপুর স্টেশনে রেল অবরোধ করেন স্থানীয়রা। সাঁইথিয়া থানার বাতাসপুর স্টেশনে নিত্য যাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ শুরু করে। তার জেরে বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়ে বেশ কয়েকটি ট্রেন। সকাল ১০টা থেকে বাতাসপুর স্টেশনে শুরু হয় রেল অবরোধ। এই সময়টা বহু মানুষই কর্মস্থলে যান। অবরোধের জেরে সমস্যায় পড়েন তাঁরা অনেকেই। অবরোধের জেরে বাতাসপুর স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে বর্ধমান-তিনপাহাড় লোকাল। এছাড়া সাঁইথিয়া ও বাতাসপুর স্টেশনের মাঝে আটকে হাওড়াগামী হামসফর এক্সপ্রেস। যাত্রীদের দুর্ভোগ চরমে ওঠে। একে গরম, তার উপর গন্তব্যে পৌঁছতে দেরি হওয়ার দুশ্চিন্তা, সব মিলিয়ে অসন্তুষ্ট হন অনেকে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, সাহেবগঞ্জ লুপ প্যাসেঞ্জার লাইনে একাধিক এক্সপ্রেস ট্রেন গেলেও, বাতাসপুরে কোনও স্টপেজ নেই। ফলে স্থানীয়দের আমোদপুর বা সাঁইথিয়া স্টেশনে নেমে বাতাসপুরে আসতে হয়। ফলে সময় অনেকটাই বেশি লেগে যায়। বাতাসপুর থেকে বহু যাত্রীই ট্রেনে যাতায়াত করেন। কিন্তু এলাকায় স্টেশন থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ট্রেন ধরতে পারেন না। কারণ একাধিক এক্সপ্রেস ট্রেন সেখানে থামে না। এর জেরে সমস্যায় পড়েন স্থানীয়রা। তাই এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ এবং লোকাল ট্রেন বাড়ানোর দাবিতে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

শারদ সম্মানে সম্মানিত ডঃ প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী

কলকাতা, ১১ অক্টোবর (হি.স.): শারদ সম্মানে ভূষিত হলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও লেখক ডঃ প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। গত রবিবার কানপুরের কান্যকুব্জ মঞ্চে আয়োজিত একটি জমকালো অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী (কলকাতা)-কে ”শারদ সম্মান” প্রদান করা হয়। তাঁর হাতে এই বিশেষ পুরস্কার তুলে দেন সাংসদ ডঃ অশোক বাজপেয়ী।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বিএসএনএল)-এর প্রাক্তন মহাপরিচালক অধ্যাপক সঞ্জয় দ্বিবেদী এবং পত্রিকার দু”জন সম্পাদক শ্রী বিষ্ণু পান্ডে ও ডঃ আশুতোষ পান্ডে এবং প্রবীণ সাহিত্যিক ডঃ জীবন শুক্লা।

কংগ্রেসে যোগদান অগপ-বিপিএফ-গণশক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন দল-সংগঠনের এক ঝাঁক নেতার

গুয়াহাটি, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : কংগ্রেসে যোগদান করেছেন অসমের আঞ্চলিক দল অসম গণ পরিষদ, বিপিএফ ও গণশক্তি সহ আরও কয়েকটি দল ও সংগঠনের এক ঝাঁক নেতা।

আজ বুধবার গুয়াহাটিতে প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর রাজীব ভবনে আয়োজিত যোগদান কার্যসূচি উপলক্ষ্যে এসেছেন অসমে দলের তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিং, সাংসদ গৌরব গগৈ। ছিলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা, বিধানসভায় দলপতি দেবব্রত শইকিয়া, বিধায়ক রকিবুল হুসেন সহ দলের বহু নেতা-নেত্রী ও কর্মী।

এদিন যাঁরা কংগ্রেসে যোগদান করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেযোগ্যরা যথাক্রমে প্রাক্তন বডোল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ)-এর নেতা প্রবীণ বড়ো, প্রাক্তন মন্ত্রী প্রণয় রাভা, গণশক্তির কার্যনির্বাহী সভাপতি মহিম হাজরিকা, গণশক্তির প্রাক্তন সম্পাদক তিলক ফুকন, হাইলাকান্দি জেলা পরিষদের উপ-সভাধিপতি তথা অসম গণ পরিষদ (অগপ)-এর নেতা হিলালউদ্দিন বড়ভুইয়াঁ, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল (ইউপিপিএল)-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ড. হাসান আরা বেগম, লাচিত সেনার সাংগঠনিক সম্পাদক কল্যাণ ভাগবতী, শংকর সংঘের পদাধিকারী দীপজ্যোতি শহরিয়, ভারতীয় হিন্দু মহাসভার অসম প্রদেশ সভাপতি কৌশিক রঞ্জন দে বিশ্বাস, অগপর এসসি বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ব্রজলাল রবিদাস, বিজেপির আগিয়া মণ্ডল মাইনরিটি মোর্চার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আওয়াল খান প্রমুখ।

এছাড়া বিভিন্ন দলের তৃণমূল স্তরের বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মীও আজ কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। যোগদান কার্যসূচিতে তাঁরা কেন নিজের নিজের দল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করেছেন, সে সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেছেন নবাগতরা। বক্তব্য পেশ করেছেন অসমে কংগ্রেসের তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিং, সাংসদ গৌরব গগৈ, অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা প্রমুখ কয়েকজন নেতা।

আগের তুলনায় অনেক সুস্থ শুভমন, হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েই আহমেদাবাদে

আমেদাবাদ, ১১ অক্টোবর (হি.স.): আগের তুলনায় অনেকটা সুস্থ ভারতীয় ওপেনার শুভমন গিল, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই বুধবার সকালে আহমেদাবাদে গেছেন।

এখানে তিনি ভারত আফগানিস্তানের খেলা দেখবেন। অবশ্য তার সঙ্গে থাকবে বিসিসিআইএর মেডিকেল টিম। শুভমনের শারীরিক অবস্থা ভালো হওয়ার খবরে কিছুটা স্বস্তি ভারতীয় শিবিরে।

তাঁর শারীরিক অসুস্থতার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন ক্রিকেট প্রেমীরাও। আগামী শনিবার, আহমেদাবাদে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে টিম ইন্ডিয়া। ওই ম্যাচে কি পাওয়া যাবে গিলকে? এ বিষয়ে এখনও বক্তব্য মেলেনি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে।

যুবসমাজ শান্তি, সমৃদ্ধি ও শৃঙ্খলা অনুসরণ করলে দেশ আরও সমৃদ্ধ হবে : রাষ্ট্রপতি

শ্রীনগর, ১১ অক্টোবর (হি. .) : যুবসমাজ যখন “শান্তি, সমৃদ্ধি ও শৃঙ্খলার” পথ অনুসরণ করবে, তখন দেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমৃদ্ধ ও আরও অগ্রসর হবে। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেছেন, কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেশের সেবা করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব এনেছেন।’ রাষ্ট্রপতির কথায়, দেশ আরও সমৃদ্ধ হবে, যখন আরও বেশি সংখ্যক তরুণ প্রজন্ম শান্তি ও সমৃদ্ধি অনুসরণ করবে। কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, ’আমি এখানে আসতে পেরে ভীষণ আনন্দিত। আমি দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সমাবর্তনে গিয়েছি, কিন্তু এখানকার শিক্ষার্থীদের বলতে চাই এই ক্যাম্পাসটি অনেক সুন্দর। কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয় অতীতে হজরতবালের আশীর্বাদ পেয়েছিল এবং তেমনই থাকবে।’ রাষ্ট্রপতি আহ্বান জানিয়েছেন, ’কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি সমাজসেবাতেও অংশ নিচ্ছে, আমি তেমনটা দেখতে চাই, যাতে সমাজে একটি পরিবর্তন ঘটে।’

এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা বলেছেন, ’কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি অনেক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ”অমৃত কাল”-এর যাত্রা শুরু করেছে। দু”দিনের সফরে বুধবার সকালেই শ্রীনগরে পৌঁছন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। গার্ড অফ অনারে অভিবাদন জানানো হয় রাষ্ট্রপতিকে।

ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত আফগানিস্তান

আহমেদাবাদ, ১১ অক্টোবর (হি.স.): ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত আফগানিস্তানে মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। দেশের এই সংকটকে আফগান ক্রিকেটাররা মর্মাহত। মৃত ব্যক্তিদের স্মরণ করে বুধবার কালো ব্যান্ড পরে মাঠে খেলতে নামল আফগানরা, ভারতের বিরুদ্ধে। কিছুদিন আগে আফগানিস্তানের মানুষের পাশে দাঁড়াতে বিশ্বকাপ খেলে উপার্জন করা সমস্ত অর্থই দুর্গতদের সাহায্যে দান করবেন বলে জানিয়েছেন রশিদ খান।

‘বকেয়া অর্থ’ নিয়ে মন্তব্য সুকান্ত মজুমদারের

কলকাতা, ১১ অক্টোবর (হি. স.) : ১০০ দিনের কাজে ‘বকেয়া অর্থ’ প্রধান নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য তর্কবিতর্ক চলছে যার জের গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত। রাজ্য আপাতদৃষ্টিতে হিসেব দাখিল না করার প্রসঙ্গটি অস্বীকার করলেও চেপে ধরলে স্বীকার করছে। বুধবার এ নিয়ে এক্স হ্যাণ্ডেলে মন্তব্য করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

তিনি লিখেছেন, “যখনই পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারের অর্থপ্রদানের বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয় একটি ’ছোট ঘটনা’, ’অননুমোদিত অর্থপ্রদান’, ’অতিরিক্ত অর্থপ্রদান’, ... এগুলি এমন শর্ত যা প্রতিবারই উঠে আসে। তবুও, তৃণমূল পর্যাপ্ত এবং যথাযথ ব্যয়ের প্রতিবেদন সরবরাহ না করে তহবিল পেতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কঠোর।“ এই মন্তব্যের সঙ্গে তৃণমূলের প্রাসঙ্গিক উক্তির কিছু প্রমাণ যুক্ত করে দিয়েছেন সুকান্তবাবু।

এদিকে, এই বিষয়ে মামলায় তাদের বক্তব্য জানাতে সময় চায় কেন্দ্র। কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) অশোককুমার চক্রবর্তী হাইকোর্টে সওয়াল করে জানিয়েছেন, “কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তদন্তের বিস্তারিত রিপোর্ট বলছে, ১০০ দিনের কাজ নিয়ে ব্যাপক অনিয়ম করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ৫৪ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও অডিট রিপোর্ট দেওয়া হয়নি।” আগামী সোমবারই মামলার পরবর্তী শুনানি। ওই দিন কেন্দ্রের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রককে হলফনামা দিতে হবে।

তারা জানাবে, রাজ্য যে দ্বিতীয় ‘অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট’ পাঠিয়েছিল তা নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আমরা যা করেছি, তা সমস্ত রাজ্যে আলোচিত হচ্ছে

পাটনা, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : আমরা যা করেছি, তা সমস্ত রাজ্যে আলোচিত হচ্ছে, বিহারে জাতিগত জনগণনা প্রসঙ্গে বললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নীতীশ কুমার বলেছেন, ’আমরা যা করেছি (বিহারে জাতিগত জনগণনা সমীক্ষার কথা উল্লেখ করে) তা অন্যান্য রাজ্যেও আলোচনা করা হচ্ছে। বিধানসভা অধিবেশন শুরু হলে, আমরা প্রতিটি জাতির প্রতিটি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা-সহ সমস্ত তথ্য প্রকাশ করব।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব, দলীয় নেতাদের সঙ্গে এদিন জয়প্রকাশ নারায়ণকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাতে পাটনায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেই অনুষ্ঠানের ফাঁকেই জাতিগত জনগণনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন নীতীশ কুমার। নীতীশ কুমার বলেছেন, বিধানসভা অধিবেশন শুরু হলে, আমরা প্রতিটি জাতির প্রতিটি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা-সহ সমস্ত বিবরণ তুলে ধরব।’

ভারতে সক্রিয় রোগী বেড়ে পৌঁছল ৩৪৮-এ; ২৪ ঘন্টায় সুস্থ ৩৫ জন, মৃত্যু থমকে গিয়েছে

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে ওঠানামা করছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, তবে বিগত ২৪ ঘন্টায় সামান্য বেড়েছে। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যাও, দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৬ জন। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়নি কারও। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৩৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৩৪৮ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫, ৩২,০৩৫।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪, ৬৭,০৫৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১০ অক্টোবর সারা দিনে ভারতে ২০,০২০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। মোট টিকাকরণের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৭২,৮৮৬-তে পৌঁছেছে।

হরিয়ানার ভিওয়ানিতে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা গাড়ির, প্রাণ হারালেন ৬ জন

ভিওয়ানি, ১১ অক্টোবর (হি.স.): হরিয়ানার ভিওয়ানি জেলায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল একটি গাড়ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৬ জন। বুধবার পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে হরিয়ানার ভিওয়ানি জেলার ভিওয়ানি-বেহাল সড়কে একটি গাড়ি একটি দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা মারলে ৬ জনের মৃত্যু হয়।

ভিওয়ানির বেহাল থানার স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) সুমিত শিওরান বলেছেন, ’গাড়িতে থাকা পাঁচ যুবক নিহত হয়েছে এবং দাঁড়িয়ে থাকা একজন ট্রাকের খালাসি প্রাণ হারিয়েছেন।’ দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৪ জনের এবং দু”জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয়। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

দুর্নীতি শেষ করা বিজেপির লক্ষ্য নয়, বিরোধী নেতাদের সমস্যায় ফেলা : অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি.স.): দুর্নীতি শেষ করা বিজেপির লক্ষ্য নয়, বিজেপির আসল লক্ষ্য হল বিরোধী নেতাদের সমস্যায় ফেলা। বললেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আম আদমি পার্টির বিধায়ক, আমানতুল্লাহ খানকে পাশে নিয়ে বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এই আমানতুল্লাহর বাড়িতেই মঙ্গলবার অভিযান চালিয়েছিল ইডি। এদিন আমানতুল্লাহর সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিক সম্মেলনে অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন, ’এএপি নেতাদের বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা মিথ্যা, দল শেষ করার অভিযান চলছে।’

কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, এএপি নেতাদের বিরুদ্ধে ১৭০টিরও বেশি মামলা দায়ের করা হয়েছে, তবে ১৪০টি রায় আমাদের পক্ষেই রয়েছে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, ’ইডি গতকাল আমানতুল্লাহ খানের বাসভবনে অভিযান চালিয়েছে এবং এই প্রথম নয় যে প্রধানমন্ত্রী এএপি নেতাদের উপর অভিযানের নির্দেশ দিয়েছেন। যখন থেকে আমরা দিল্লিতে সরকার গঠন করেছি, তখন থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমাদের ছোট করার চেষ্টা করছেন।’ কেজরিওয়ালের কথায়, ’সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে, বিচারক তাদের (ইডি) কাছে প্রমাণ সম্পর্কে জানতে চান এবং মনীশ সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে প্রমাণ চেয়েছিলেন, যা তারা উপস্থাপন করতে পারেনি।’

পাকিস্তানের মসজিদে খুন শাহিদ লাতিফ

চণ্ডীগড়, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসী শাহিদ লতিফ পাকিস্তানে নিহত হয়েছে। ২০১৬ সালের পাঠানকোট হামলার মাস্টারমাইন্ড জইশ-ই-মহম্মদ সন্ত্রাসী শাহিদ লাতিফকে শিয়ালকোটের একটি মসজিদে ’তিনজন অজ্ঞাত বন্দুকবাজ’ গুলি করে হত্যা করেছে। ২০১০ সালে ইউপিএ সরকার ২৫ জন সন্ত্রাসীকে ভালো ব্যবহার করার জন্য মুক্তি দিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল এই শাহিদ। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ২ জানুয়ারি পাঠানকোট বিমানঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়। সেই হামলায় ৭ জন বায়ুসেনা কর্মী প্রাণ হারান।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মাংসের কিমা

না, এটা নিছক আলুর পরোটা বা ছাতুর পরোটা নয়, অথচ রান্না করা সহজ, কম সময়সাপেক্ষ, বাড়িতে হঠাৎ অতিথি এসে পড়লে চটপট বানিয়ে আপ্যায়ন করতে পারেন। খাবারের মান হিসেবেও বেশ উচ্চ। কারণ, এতে যেমন মাংসের কিমা আছে, তেমনই এটা কোনও রুটি বা পরোটা নয়। এ হল মাটন কিমা বেকড নান। সোজা কথায়, মাংসের কিমা ভরা সেঁকা নান।

উপকরণ -

ময়দার লেচি বানাতে লাগবে -
ময়দা - চায়ের কাপের ২ কাপ
নুন - চায়ের চামচের ১ চামচ
চিনি - চায়ের চামচের ১ চামচ
টকদই (জল ঝরানো) - চায়ের কাপের ১ কাপ
রান্নার সাদা তেল - চায়ের চামচের ৫-৬ চামচ
জল - মাপ মতো

কিমা তৈরি করতে লাগবে -
মটন কিমা - চায়ের কাপের ১ কাপ
পেঁয়াজ (কুঁচি করে কাটা) - চায়ের কাপের হাফ কাপ
আদা-রসুন বাটা - চায়ের চামচের ১ চামচ
লাল লঙ্কা গুঁড়ো - চায়ের চামচের ১ চামচ
হলুদ গুঁড়ো - চায়ের চামচের হাফ চামচ
ধনে গুঁড়ো - চায়ের চামচের হাফ চামচ
জিরে গুঁড়ো - চায়ের চামচের হাফ চামচ
গরম মশলা - পরিমাণ মতো
ধনে পাতা - মাপ মতো
মাখন - চায়ের চামচের ২-৩ চামচ

রন্ধন প্রণালী -

১. বড় বাটিতে ময়দা, নুন, চিনি, টকদই, সামান্য তেল, মাপ মতো জল একসঙ্গে মিশিয়ে ময়দাটা খুব ভাল করে পিষে মাখুন। ২. মাখা ময়দার ওপরে অল্প তেল দিয়ে ওই "ডো" বা ময়দার তাল ২ ঘন্টা সাধারণ তাপমাত্রায় রেখে দিন। ৩. অন্য একটা প্যানে সামান্য তেল গরম করে তাতে আদা-রসুন বাটা, মাটন কিমা, পেঁয়াজ কুঁচি দিন, কিছুক্ষণ গ্যাস উনুনে কষে নিন। ৪. এরপর তাতে গুঁড়ো হলুদ, ধনে, জিরে, লাল লঙ্কা, গরম মশলা, স্বাদ মতো নুন, দিন। মিশ্রণটা ভালো করে কষে নিন। রান্না হয়ে গেলে ওপর দিয়ে ধনেপাতা ছড়িয়ে দিন। গ্যাস বন্ধ করে মাটন কিমার পাত্র উনুন থেকে নামিয়ে রাখুন। ৫. মাখা ময়দার তাল থেকে রুটির সাইজের লেচি কাটুন এবং তাতে মাংসের কিমার পুর ভরে ফের হাতের তালুর চাপে গোল করে নানের আকারে বেলে নিন। ৬. মাইক্রোওভেন আগে গরম (প্রি-হিট) করে রাখুন। ৭. বেলে রাখা পুর ভরা নানের ওপর হালকা মাখন লাগিয়ে মাইক্রোওভেনে বেক করুন, অর্থাতসেঁকে নিন। কিংবা, একটা প্যানে অল্প মাখন দিয়ে তাতে বেলে রাখা নান দিয়ে দু'দিক উল্টে-পাল্টে সেঁকে নিন। ওপরে মাখন লাগিয়ে পরিবেশন করুন মাটন কিমা বেকড নান।

চিংড়ি ভাপা ! খেতে খাসা

ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগানের মতোই ইংলিশ না চিংড়ি, কোন মাছের রান্নার স্বাদ বেশি অতুলনীয়, তা নিয়ে লড়াই চিরন্তন। ইলিশ ভাপা এই মাছের ভক্তদের কাছে এক অনির্বচনীয় সুস্বাদু রেসিপি। প্রতিপক্ষ শিবির, মানে চিংড়ি ভক্তরা আবার তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলেন এই যুক্তিতে যে, একই সঙ্গে অতীব সুস্বাদু এবং রান্না করা সহজ ও কম সময়সাপেক্ষ, এসব মিলিয়ে বাড়িতে চিংড়ি ভাপার মতো সুপারহিট রেসিপির কোনও জুড়ি নেই!

উপকরণ
(৩ জনের জন্য)
বড় সাইজের বাগদা চিংড়ি - ৬টা
সরষের তেল - চায়ের চামচের ৮ কাপ
টক দই - চায়ের চামচের ৬-৮ চামচ
কুঁচি কুঁচি করে কাটা নারকেলের টুকরো - চায়ের চামচের ৩ চামচ
কালো সরষে - চায়ের চামচের হাফ চামচ
পোস্ত - চায়ের চামচের ১ চামচ
নারকেল কোড়া - চায়ের চামচের ৩ চামচ
হলুদ গুঁড়ো - চায়ের চামচের ১ চামচ
লঙ্কা গুঁড়ো - চায়ের চামচের ১ চামচ
কাঁচা লঙ্কা - ৪-৫টা
নুন - মাপ মতো

রন্ধন প্রণালী

১. বাজারে নতুন আসা বাগদা চিংড়ির মাথা ও লেজের দিকে খানিকটা অংশ কেটে ফেলে দিয়ে, ভাল করে ছাড়িয়ে, ধুয়ে একটা বাটিতে রেখে দিন।
২. তাতে হলুদ গুঁড়ো এবং স্বাদ মতো নুন দিয়ে চিংড়ি মাছে ভালো করে মাখান।
৩. মিক্সিতে বা শিলনোড়াতে বেটে একসঙ্গে মেশান কালো সরষে, পোস্ত, নারকেল কুঁচি, হলুদ-লঙ্কা গুঁড়ো। এবং ওই মিশ্রণটা একটা বাটিতে তুলে রাখুন।
৪. তাতে টকদই আর স্বাদ মতো নুন দিয়ে ফের ভাল করে মেশান।
৫. এ বার ওই মিশ্রণের উপরে নুন-হলুদ মাখানো কাঁচা চিংড়ি মাছগুলো দিন।
৬. তার উপর কাঁচা সরষের তেল ছড়িয়ে আরও ভাল করে সব মেশাতে হবে।
৭. সেটাকে একটা শুকনো পরিষ্কার টিফিন কৌটার ভেতর রেখে ভাল করে ঢাকনা বন্ধ করে রাখুন।
৮. গ্যাস উনুনে একটা কড়াইয়ে জল ঢেলে তার মধ্যে ঢাকনা বন্ধ টিফিন কৌটা (যাতে ভেতরে জল না ঢুকতে পারে) রেখে কিছুক্ষণ ফোটাতে হবে।
৯. কড়াইয়ের জল থেকে টিফিন কৌটা তুলে কয়েক মিনিট ঠান্ডা করতে দিন।
১০. ঢাকনা খুলে ভুরভুরে সুগন্ধের চিংড়ি ভাপা পরিবেশন করুন গরম ভাতের থালায়

এই প্রতিবেদনটি "আনন্দ উতব" ফিচারের একটি অংশ।

গাছের সার হিসেবে কলার খোসা ব্যবহার করতে পারেন

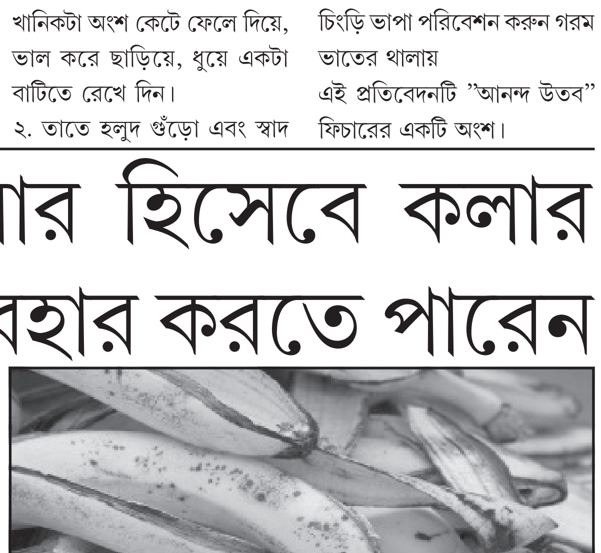

রং-বেরঙের ফুল ফুটে থাকতে দেখে বেশ কয়েকটা গাছ কিনে এনেছেন। সপ্তাহখানেক ফুল গাছে থাকার পর, তা শুকিয়ে ঝরে গিয়েছে। প্রতি দিন নিয়ম করে জল দিচ্ছেন। কিন্তু, শুধু জলে গাছে ফুল ফুটবে বলে মনে হচ্ছে না। বাজার থেকে তাই সার কিনে এনেছেন। কিন্তু চারিদিকে দুর্গন্ধ হওয়ার ভয়ে তা গাছে দিতে পারছেন না।

তবে বন্ধুর কাছে শুনেছেন, কলার খোসা দিয়েই না কি গাছের সার তৈরি করে ফেলা যায়। কিন্তু সার হিসেবে গাছে কী ভাবে কলার খোসা ব্যবহার করা যায়, তা জানেন না। রইল সহজ পদ্ধতি।

১) কলার খোসার জল- জলখাবার খাওয়ার পর কলার খোসাগুলো ফেলে না দিয়ে একটি পাত্রে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন। দু'দিন পর সেই জল গাছের গোড়ায় দিতে পারেন।

২) কম্পোস্ট সার- বিভিন্ন আনাজের খোসা, ডিমের খোলা, চা-পাতা জমিয়ে সার জৈব সার তৈরি করেন। এর মধ্যে মিশিয়ে নিতে পারেন কলার খোসাও। কলার মধ্যে থাকা মিথেন গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

৩) কলার খোসা গুঁড়ো- খুব ঝক্কি পোহাতে না চাইলে রোদে কলার খোসা শুকিয়ে গুঁড়ো করে নিতে পারেন। প্রয়োজন বুঝে তা মাটিতে মিশিয়ে নিলেই হল।

৪) কলার খোসাতে বীজ রোপন- গাছের বীজ মাটিতে বসানোর আগে সেই জায়গায় মাটিতে ভাল করে গর্ত খুঁড়ে নিন। ঠিক সেই জায়গায় রাখুন কলার খোসা। এ বার আবার ওই জায়গা অর্ধেক মাটি দিয়ে ভরে তার উপর বীজ ছড়িয়ে দিতে পারেন। চারাগাছগুলি সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাবে।

৫) কলার খোসা আর ভিনিগার- দু'কাপ জলের সঙ্গে আধকাপ ভিনিগার মিশিয়ে নিন। তার মধ্যে কলার খোসা ভিজিয়ে রাখুন দু''দিন। তার পর সেই জল মাঝে মধ্যে গাছের গোড়ায় ছিটিয়ে দিন। মাটির পিএইচ ভারসাম্য বজায় থাকবে।

পেঁয়াজ-রসুন ছাড়াই বানান অভিনব পনির

নিরামিষ মানেই রান্নাঘরে ধরাবাঁধা পদ হল পনির। আর পনিরের মধ্যেও ওই মালাই পনির, দই পনির, দুধ পনির, পোস্ত দিয়ে বানানো পনির এসবের চাহিদাই সবচাইতে বেশি। এছাড়াও ফ্রায়েড রাইসে ব্যবহার করা হয় পনির পনিরের মধ্যে থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রোটিন। এছাড়াও থাকে ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম তাই তা শরীরের জন্য খুবই ভাল।

অনেকেই আছেন যাঁরা দুপুরে ডায়েট করেন আর তখন পনিরের পোলাও খান তবে গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে বানিয়ে ফেলুন চাল পনির। পোলাওয়ের থেকে এই রেসিপি অনেক আলাদা। রান্নার পর দেখতে যেমন সুন্দর লাগে তেমনই খেতেও অনবদ্য ১০০ গ্রাম গোবিন্দভোগ চাল জলে খুব ভাল করে ধুয়ে জল ঝারিয়ে একটা চালনির মধ্যে রাখতে হবে। ৩০০ গ্রাম পনির লাগবে। কড়াইতে ১ চামচ সাদা তেল দিয়ে ভাঙা কাজু ভেজে নিন। সামান্য নুন-চিনি মাখানো টুকর এবার ওই তেলে ভাজুন পনিরও ভেজে তুলে রাখুন। বাকি তেলে সিদ্ধ করে রাখা মটরশুটি দিয়ে আবারও একটু ভেজে নিন। মটরশুটি তেলে তেলের মধে চাল ভেজে নিয়ে তুলে রাখুন এবার একটা পাত্রে চাল-পনির নিয়ে দু-কাপ গরম জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন। এবার একটা কড়াই নিয়ে তাতে এক চামচ সাদা তেল দিতে হবে। ওর মধ্যে তেজপাতা, গোটা গরম মশলা, গোটা জিরে, কুরে রাখা এক মালা নারকেল দিয়ে ভাজুন এর মধ্যে হাফ চামচ আদা বাটা, হলুদ-লঙ্কা-জিরে-ধনে গুঁড়ো মিশিয়ে দিতে হবে। মশলা ভাল করে কষলে ভেজে রাখা কাজুবাদাম, কিশমিশ আর মটরশুঁটি মিশিয়ে দিন। কয়েকটা কাঁচালঙ্কা দিয়ে নুন-চিনি দিন এবার গরম জলে ভিজিয়ে রাখা চাল-পনির দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার ঢাকা দিয়ে পুরো রান্নাটি করতে হবে। ১০ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখলেই চাল সেদ্ধ হবে। চাল অনেকটা শুকিয়ে ঝরঝরে হয়ে আসলে এক চামচ ঘি ওর উপর ছড়িয়ে দিন

লোটে মাছের মুইঠ্যা

মাছ খেতে ভালবাসেন এমন মানুষের সংখ্যা কম নয়। তবে বাজারে যত রকম মাছ পাওয়া যায়, সবাই সব খান না। তেমন একটি মাছ হল লোটে। দেখতে মোটেই ভাল নয়। স্বাদও যে অতুলনীয় তা নয়। তবে তেমন ভাবে রাঁধলে কিন্তু লোটে মাছ পড়ে থাকবে না। চিতল মাছের মুইঠ্যা তো খেয়েছেন। এ বার ওই পদই বানিয়ে ফেলুন লোটে মাছ দিয়ে।

কী ভাবে তৈরি করবেন? রইল রেসিপি।

উপকরণ

লোটে মাছ: ৫০০ গ্রাম
আদা বাটা: ২ টেবিল চামচ
রসুন বাটা: ৩ টেবিল চামচ
চিনেবাদাম বাটা: ২ টেবিল চামচ
আলু সেদ্ধ: ১ কাপ
পেঁয়াজ কুচি: ১ কাপ
টোম্যাটো কুচি: আধ কাপ
লঙ্কা গুঁড়ো: আধ চা চামচ
ধনে গুঁড়ো: আধ চা চামচ
জিরে গুঁড়ো: আধ চা চামচ
হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ
টক দই: আধ কাপ
চিনি: ১ চা চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
গরম মশলা গুঁড়ো: আধ চা চামচ
সর্ষের তেল: ৪ টেবিল চামচ

প্রণালী

১) কড়াইতে জল দিয়ে মাছ সেদ্ধ করে, কাঁটা বেছে রাখুন।
২) এ বার নুন, হলুদ, আদা, রসুন, পেঁয়াজ, গরম মশলা, সেদ্ধ আলু এবং মাছ একসঙ্গে চটকে মেখে নিন।
৩) যদি মণ্ড করতে অসুবিধা হয়, সে ক্ষেত্রে সামান্য একটু বেসন মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে।
৪) এ বার সেখান থেকে বলের আকারে গড়ে নিন।
৫) কড়াইতে তেল গরম হলে মুইঠ্যা ভেজে তুলে নিন।
৬) কড়াইতে আরও একটু তেল গরম করে তার মধ্যে তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা এবং জিরে ফোড়ন দিন।
৭) এ বার দিন পেঁয়াজ, রসুন এবং আদা বাটা। ভাজা হয়ে গেলে ধনে, জিরে এবং হলুদ গুঁড়ো দিয়ে কষাতে থাকুন।
৮) কিছু ক্ষণ পর টোম্যাটো কুচি দিয়ে দিন। এ বার দিয়ে দিন বাদাম বাটা। মশলা শুকিয়ে এলে ফেটানো দই দিয়ে নাড়তে থাকুন। প্রয়োজনে সামান্য জলও দিতে পারেন।
৯) ফুটে উঠলে ভেজে রাখা মুইঠ্যা দিয়ে দিন।
১০) গ্যাস বন্ধ করার আগে উপর থেকে ঘি এবং গরম মশলা ছড়িয়ে দিন। ধনেপাতা থাকলে তা-ও দিতে পারেন।

নিয়ম করে গাজরের রস খেলে চোখ ভাল থাকে

খুদের টিফিন, চাইনিজ কোনও পদ, স্যালাড, নিরামিষ তরকারি কিংবা হালুয়া সব পদেই গাজরের অবাধ বিচরণ। কেবল শীতকালেই নয়, এখন সারা বছরই বাজারে পাওয়া যায় গাজর। চোখ ভাল রাখা থেকে ক্যানসার প্রতিরোধ পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম-সমৃদ্ধ গাজরের কিন্তু গুণের শেষ নেই। ছোট থেকে বড় সব বয়সিদের রোজের ডায়েটে এই সব্জি রাখার কথা বলেন পুষ্টিবিদেরা।

জেনে নিন, কেন রোজের ডায়েটে গাজর রাখা জরুরি। ১) ডিজিটাল যুগে কমবেশি অনেকেই চোখের সমস্যায় ভুগছেন। গাজরে ভরপুর মাত্রায় বিটা ক্যারোটিন থাকে, যা চোখের জন্য ভীষণ উপকারী। এই সব্জিতে লুটেইন ও জিয়াক্সানথিন নামক ক্যারোটিনয়েড জাতীয় উপাদান থাকে যা ক্ষতিকর আলোকরশ্মি থেকে চোখকে রক্ষা করে। বার্ধক্যজনিত দৃষ্টিশক্তি হ্রাসের ঝুঁকি কমাতেও গাজর রাখতে পারেন রোজের ডায়েটে। ২) গাজরে ভরপুর মাত্রায় ভিটামিন এ ও ভিটামিন সি থাকে। এই ভিটামিনগুলি অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট গুণসম্পন্ন। পাশাপাশি, গাজরে থাকে ভিটামিন বি৬, যা শরীরে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ৩) গাজরের গ্লাইসেমিক সূচক খুব বেশি নয়। তাই পরিমিত পরিমাণে গাজরের রস পান করলে রক্তের শর্করার পরিমাণ খুব একটা বৃদ্ধি পায় না। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা টাইপ-২ ডায়াবিটিসে আক্রান্ত, তাঁদের শরীরে ভিটামিন বি-১ ও ভিটামিন বি-৬-এর ঘাটতি হয়। আর এর প্রভাব কিডনির উপরেও পড়ে। তাই ডায়াবেটিক রোগীদেরও পরিমিত মাত্রায় গাজর খাওয়া ভাল। গাজরে থাকা ফাইবার ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে। ৪) পুষ্টিবিদদের মতে গাজরে পাওয়া যায় এমন বেশ কিছু উপাদান, যা ক্যানসার প্রতিরোধ করতে সাহায্য করতে পারে। বিশেষত গাজরের পলিঅ্যাসেটাইলিন, বিটা ক্যারোটিন ও লুটেইন লিউকোমিয়ার বিরুদ্ধে শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে। ৫) গাজর শরীরে কোলাজেন উতাদনে সাহায্য করে। এই কোলাজেন ত্বক ভাল রাখে। পাশাপাশি, গাজরের ভিটামিন সি ও বিটা ক্যারোটিন সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে ত্বকের কোষগুলি রক্ষা করতে সহায়তা করে।

সারা বছর সুস্থ থাকতে ঘড়ি ধরে খাওয়ার কোনও বিকল্প নেই

সারা বছর সুস্থ থাকতে ঘড়ি ধরে খাওয়ার কোনও বিকল্প নেই। সময়ে খাবার খেলে বহু অনিয়মেও সুস্থ থাকে শরীর। চিকিতক থেকে পুষ্টিবিদ, সকলের একই মত। তবে শুধু সময়ে খাবার খেলে চলবে না। সময়ে সঠিক খাবার খেতে হবে। সময় মতো রোজ রোজ লুচি, পরোটা খেয়ে কোনও লাভ হবে না। সপ্তাহখানেক পরেই পুজো। উৎব মানেই জমিয়ে ভূরিভোজ।

পুজোর সময়ে নিয়ম মেনে চলা সম্ভব হয় না। পুজোর কয়েক দিনের অনিয়ম যাতে অসুস্থতা ডেকে আনতে না পারে, তার জন্য সতর্ক হতে হবে আগে থেকেই। পেটের যত্ন নিতে হবে। পেটের খেয়াল রাখতে খাওয়াদাওয়ায় খানিক বদল আনতে হবে। বিশেষ করে সকালের জলখাবারে। সকালের দিকে কোন খাবারগুলি খাওয়ার অভ্যাস করলে পুজোয় পেটের গোলমাল থেকে দূরে থাকবেন?

বাদাম

সকালের জলখাবারে বিভিন্ন ধরনের বাদাম রাখলে স্বাস্থ্য নিয়ে আর ভাবতে হবে না। আখরোট, কাজু, চিনা বাদামে রয়েছে ভরপুর পরিমাণে প্রোটিন। এ ছাড়াও আছে ফাইবার, খনিজ পদার্থ, উপকারী ফ্যাটের মতো পুষ্টিগুণ। বাদাম মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে। শরীর চনমনে রাখে। ওজনও বাড়তে দেয় না।

সবুজ শাকসব্জি

শাকসব্জি দিয়ে নানা ধরনের খাবার তৈরি করা যায়। পাস্তা, চাউমিন তো আছেই সেই সঙ্গে স্যালাড, স্যুপও বানিয়ে নিতে পারেন। স্বাস্থ্যকর খাবার মানেই তা সুস্বাদু হবে না, সেই ধারণা ভুল। ঠিক করে বানালে সব্জির পদই সুস্বাদু হয়ে উঠবে। তা ছাড়া, পেটের যত্ন নিতেও পুজোর আগে এই খাবারগুলি বেশি করে খাওয়া জরুরি।

ডিম

শরীর চাঙ্গা রাখতে ডিমের জুড়ি মেলা ভার। ডিম হল প্রোটিনের সমৃদ্ধ উত। শরীরে প্রোটিনের পরিমাণ পর্যাপ্ত থাকলে রোগবালাইয়ের ঝুঁকি কম থাকে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখাও অনেক সহজ হয়ে যায়। প্রোটিন ছাড়াও ডিমে রয়েছে ভিটামিন বি এবং কোলিন। এই দু''টি উপাদান শরীর ভিতর থেকে চাঙ্গা রাখে।

গ্রিক ইয়োগার্ট

গ্রিক ইয়োগার্ট সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকরও বটে। প্রোটিন যুক্ত এই দই এমনিতেই অত্যন্ত উপকারী। এর সঙ্গে মধু ও বেরি মিশিয়ে নিলে তা আরও বেশি স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠবে। সহজে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে না। পেটও ভাল থাকবে।

প্রোটিন স্মুদি

এটি তৈরি করতে নিতে হবে একটি ২৫ গ্রাম মতো প্রোটিন পাউডার। তার সঙ্গে ফাইবারে সমৃদ্ধ কলা অথবা বেরি এবং এক চা চামচ চিয়া বীজ এবং পিনাট বাটার। এই সব কটি উপাদান নিয়ে মিক্সিতে বানিয়ে নিতে পারেন স্বাস্থ্যকর প্রোটিন স্মুদি। সকালে খেলে সারা দিন মন এবং শরীর চনমনে থাকবে।

ত্বকে জেল্লা আনতে শুধু প্রসাধনী মাখলেই হবে না, ত্যাগ করতে হবে ৫ অভ্যাস

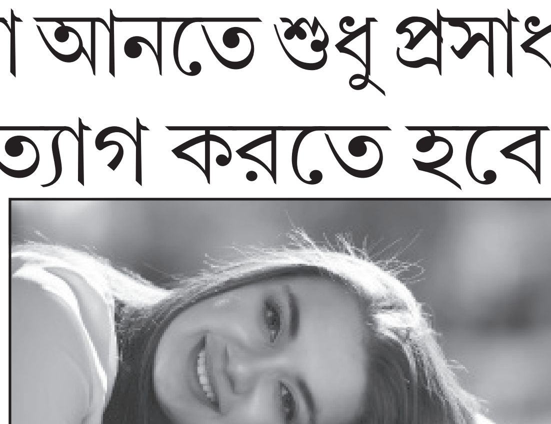

করগুনে পুজো আসতে বাকি আর মাত্র ১১ দিন। প্রায় শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে ঘরে ঘরে। কেনাকাটাও প্রায় শেষের মুখে। তবে রূপচর্চায় এখনও ইতি টানেনি কেউই। পার্লারে গিয়ে ফেশিয়াল, স্পা তো আছেই। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়িতেও চলছে ঘরোয়া রূপচর্চা। পুজোয় ত্বকের জেল্লা ফিরে পেতে চেষ্টার কমতি রাখছেন না কেউই।

ত্বকে তাতণিক জেল্লা আনতে কিন্তু বাজারচলতি প্রসাধনীই শেষ কথা নয়। বরং জীবনযাপনে আনতে হবে বদল। কিছু অভ্যাস থেকে যদি দূরে থাকা যায়, তা হলে ত্বকে ঔজ্জ্বল্য আনতে পরিশ্রম করতে হবে না। ১) রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ত্বকের যত্ন নেওয়া রূপরুটিনের একটি বড় অংশ। কিন্তু অনেকেই তা করেন না। পুজোর আগে অন্তত এই অভ্যাস থেকে দূরে থাকুন। সারা দিন ধরে ত্বকের কোষে ধুলোবালি জমতে থাকে। সেগুলি দীর্ঘ ক্ষণ ত্বকে থেকে যাওয়ার ফলে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে এবং রাতে শোয়ার আগে ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নেওয়াটা জরুরি। তবে শুধু ফেসওয়াশ ব্যবহার করলেও হবে না। সঙ্গে ময়েশ্চারাইজারও ব্যবহার করতে হবে ভাল করে। ২) পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুম ত্বকে জেল্লা আনতে অত্যন্ত জরুরি। পর্যাপ্ত ঘুম না হলে তার প্রভাব শুধু শরীরে নয়, ত্বকেও পড়ে। রাতে কোলাজেন তৈরি করে ত্বক। পর্যাপ্ত ঘুম না হলে ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। চোখের নীচের কালো দাগছোপের কারণও ঘুম না হওয়া। ত্বক ভাল রাখতে কমপক্ষে ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমনো প্রয়োজন। ৩)সিগারেটে নিকোটিনের পরিমাণ বেশি। অত্যধিক ধূমপানের কারণে নিকোটিন ত্বকের প্রতিটি কোষে পর্যাপ্ত পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহে বাধা দেয়। নিকোটিন ত্বকের প্রয়োজনীয় পুষ্টি কোলাজেন এবং প্রোটিন তৈরি হতে দেয় না। ধূমপান অকাল বার্ধ্যক্যের কারণ হতে পারে। ৪) জল কম খেলেও তার প্রভাব পড়তে পারে ত্বকে। জেল্লাদার ত্বকের রহস্য হল জল। শরীরে জলের পরিমাণ বেশি থাকলে ত্বকও ভিতর থেকে সতেজ এবং সজীব হয়ে ওঠে। পুজোর আগে জল খাওয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দিন। তাহলে আর ত্বক নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। ৫) ত্বকে জেল্লা আনতে সুষম খাবার খাওয়ার দিকেও বাড়তি জোর দিতে হবে। সবুজ শাকসব্জি, ফলমূল বেশি করে খেতে হবে। শাকসব্জি, ফলমূলে পুষ্টিগুণের অভাব নেই। ত্বকের খেয়াল রাখতে হলে ফল, সবুজ শাকসব্জি বেশি করে খেতেই হবে।

ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহে অভিযুক্ত শিক্ষকের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহে অভিযুক্ত শিক্ষকের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখাল গবেষক ও ছাত্রছাত্রীরা। বুধবার রেজিস্ট্রারের দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। এদিন ক্লাস বয়কট করে প্রতিবাদ মিছিলও বের করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বটানির বিভাগীয় প্রধান জ্ঞানবিকাশ ভাণ্ডারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন এক ছাত্রী। ওই ছাত্রী জুনিয়ার রিসার্চ ফেলো হিসাবে জ্ঞানবিকাশের অধীনে গবেষণা করছেন। গবেষণার সুপারভাইজার হওয়ার সুযোগে ভয় দেখিয়ে দিনের পর দিন অভিযুক্ত শিক্ষক তাঁকে যৌন নিগ্রহ করেছেন বলে অভিযোগ ওই ছাত্রীর।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি), ইউজিসির যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত কমিটি এবং শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছে লিখিত অভিযোগপত্র পাঠিয়েছেন তিনি। অভিযোগের কথা স্বীকার করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার স্বপনকুমার রক্ষিত। ইউজিসির নির্দেশিকা মেনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। সোমবার রাতেই লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন ওই ছাত্রী।

ছাত্রীর অভিযোগ, ২০২২ সালের মার্চ মাসে তিনি অভিযুক্ত শিক্ষকের ল্যাবে কাজে যোগ দেন। তারপর থেকেই নানা অছিলায় খারাপভাবে গায়ে হাত দিতেন ওই শিক্ষক। তাঁর বাইকে চেপে ঘুরতে কার্যত বাধ্য করা হত। ফাঁকা ল্যাবরেটরির ভেতরেই তাঁকে যৌন নিগ্রহ করা হয়। কাউকে কিছু জানালে তাঁর শিক্ষাজীবন নষ্ট করে দেওয়ারও হুমকি দেন অভিযুক্ত। অভিযোগপত্রে ছাত্রীটি উল্লেখ করেছেন, তাঁকে মাঝেমধ্যেই দার্জিলিংয়ের হোটেলে এবং শিলিগুড়ি শহরে তাঁর ফাঁকা বাড়িতে রাত কাটানোর কুপ্রস্তাব দিয়েছেন ওই শিক্ষক।

শিক্ষামন্ত্রীকে পাঠানো অভিযোগপত্রে ছাত্রীর দাবি, অভিযুক্ত শিক্ষক তাঁর পূর্বের কর্মস্থল শিলিগুড়ি কলেজেও একই ঘটনা ঘটিয়েছেন। অভিযোগের প্রমাণ হিসাবে একাধিক কথোপকথনের রেকর্ডিং, হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ ইত্যাদি জমা দিয়েছেন অভিযোগকারী। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পাশাপাশি নিজের নিরাপত্তা এবং সুষ্ঠুভাবে গবেষণার কাজ যাতে শেষ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের বক্তব্য, 'আমরা অভিযোগ পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনাল কমপ্লেইন্টস কমিটি (আইসিসি)-র পদস্থ আধিকারিকদের পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। ইউজিসির নির্দেশিকা মেনে আইন অনুসারে যা যা করার সবকিছুই আমরা করছি।'

বিচারের দাবিতে এবার দিল্লি গেলেন কামদুনির প্রতিবাদীরা

কলকাতা, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : মঙ্গলবার কলকাতা ও কামদুনিতে জোড়া প্রতিবাদ মিছিলের পর বুধবার দিল্লি গেলেন প্রতিবাদীদের এক প্রতিনিধিদল। ১০ বছর আগে 'গণধর্ষণের পর খুন'-এর মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে এবার দিল্লিতে যাচ্ছেন তাঁরা। তাঁদের হয়ে সওয়াল করবেন প্রয়াত সুষমা স্বরাজের মেয়ে বাঁশড়ী।

বুধবার সকাল ১০টা ২৫ মিনিটের উড়ানে দিল্লি পাড়ি দিলেন তাঁরা। সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা হবে স্পেশাল লিভ পিটিশন। মৌসুমীদের দাবি, ফাঁসির রায় তুলে নেওয়ার পর রাজ্যের বিচারব্যবস্থার উপর থেকে আস্থা হারিয়ে গিয়েছে। তাই সুবিচারের আশায় দিল্লি যাচ্ছেন তাঁরা। তাঁদের সঙ্গে গিয়েছেন বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা সহ, নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরাও।

মৌসুমী ও টুম্পা কয়ালরা বলেন, "আমরা তো আশায় ছিলাম। কিন্তু সুবিচার পাইনি। দিল্লি যাচ্ছি। আমাদের আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলব। ওখানেও কতটুকু সুবিচার পাব সন্দেহ আছে। বিচারব্যবস্থার ওপর আস্থা হারিয়ে গেছে। এখন তো আমরা ডিএনএ ও ফরেনসিক পরীক্ষার রিপোর্ট পাব না। পুরনো রিপোর্টই সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করতে হবে। তবু আশা নিয়ে যাচ্ছি। দেখা যাক, কী হয়!"

এদিন বিস্ফোরক দাবি করেন কামদুনি কাণ্ডের প্রতিবাদী মুখ মৌসুমী ও টুম্পা। তাঁদের দাবি, নিয়োগ দুর্নীতিতে বড় বড় আইনজীবীর রাজ্য সরকার সাহায্য নিচ্ছে। তবে কামদুনি কাণ্ডের ক্ষেত্রে তেমন কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র অর্থের বিনিময়ে হালকা চালে এই মামলা লড়া হয়েছে বলেও দাবি তাঁর। বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডার গলাতেও একই সুর। রাজ্য সরকার কামদুনি গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় গুরুত্ব দেয়নি বলেই অভিযোগ।

২০১৩ সালে এক কলেজ ছাত্রীকে নৃশংসভাবে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়। নিম্ন আদালতে ওই মামলায় ২ দোষীকে ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়। পরে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ ফাঁসির সাজা রদ করে দেয়। এবং যাঁদের আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল তাদের বেকসুর খালাসের নির্দেশ দিয়েছিল বেঞ্চ। এবার সেই রায়কেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিমকোর্টে বিজেপি।

জয়প্রকাশ নারায়ণ, নানাজি দেশমুখকে জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন চৌহানের

ভোপাল, ১১ অক্টোবর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ভারতরত্ন নানাজি দেশমুখ এবং লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণকে তাদের জন্মবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। বুধবার ভারতরত্ন নানাজি দেশমুখ ও লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের জন্মবার্ষিকী। এই উপলক্ষ্যে তাঁদের স্মরণ করছে পুরো দেশ। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানও উভয় মহান ব্যক্তিত্বকে তাদের জন্মবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। চৌহান সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ নানাজি দেশমুখকে স্মরণ করে জানান, আমি ভারতরত্ন, জাতীয় ঋষি, যুগদর্শী, শ্রদ্ধেয় নানাজি দেশমুখ জিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাই। ইনি গ্রামীণ উন্নয়ন থেকে জাতি গঠনের পথ দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমরা নিজেদের জন্য নই, বরং আপনজনের জন্য নিয়োজিত, আমরা তাদের জন্য যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অবহেলিত, আমরা তাদের জন্য। সর্বদা আমাদের সকলকে অন্ত্যোদয়ের লক্ষ্য অর্জনে এবং ভারত মাতার সেবা করতে অনুপ্রাণিত করবে।

অন্য একটি বার্তায়, মুখ্যমন্ত্রী চৌহান লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনি জানান, আমি শ্রদ্ধেয় লোক নায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ জিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই। আপনার গতিশীল চিন্তাধারা গণতন্ত্রের প্রদীপ চিরকাল জ্বালিয়ে রাখবে। দেশ ও সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনে আমাদের সকলকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করবে।

কাঠি পড়ে যাচ্ছে পুজোর ঢাকে

কলকাতা, ১১ অক্টোবর, (হি.স.) : বুধবার থেকেই ঠাকুর দেখা শুরু তিলোত্তমার। কাঠি পড়ে যাচ্ছে পুজোর ঢাকে। পুজো উদ্বোধনের আগেই। কলকাতার পুজো দেখতে এবার ১২টি দেশের প্রতিনিধি আসছেন। আর তাঁরাই বুধবার থেকে বেরিয়ে পড়ছেন ঠাকুর দেখতে।

ইউনেসকো, ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং এক বেসরকারি উদ্যোগে পুজো দেখা শুরু হয়ে যাচ্ছে আজ থেকেই। ১১ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে শহরের নামকরা ২৬টি পুজো দেখবেন বিদেশ থেকে আসা অতিথিরা। প্রথম দিনই থাকছেন পাঁচ-ছটা দেশের রাষ্ট্রদূত। সব ঠিক থাকলে বিকেল পাঁচটায় টালা প্রত্যয়ের মণ্ডপ প্রথম তাঁদের দেখতে যাওয়ার কথা। তার আগে অবশ্য টাউন হলে পুজো সংক্রান্ত একটি প্রদর্শনী হবে। সেখানে থাকবেন বিদেশ থেকে আসা প্রতিনিধিরা।

কলকাতার দুর্গাপুজোকে ইউনেসকোর স্বীকৃতির পরই বিদেশিদের মধ্যেও এখানকার পুজোকে ঘিরে আগ্রহ অনেকটাই বেড়েছে। তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে এবার। জার্মানি, বেলজিয়াম, আয়ারল্যান্ড, গ্রিস, অস্ট্রেলিয়া, নেপাল, ফিজি, মঙ্গোলিয়ার মতো দেশের প্রতিনিধিরা বুধবার থেকেই বেরিয়ে পড়ছেন ঠাকুর দেখতে।

উত্তর কলকাতা থেকে পুজো দেখা শুরু করে তাঁরা দক্ষিণ কলকাতার উল্লেখযোগ্য পুজোগুলো দেখবেন। তারমধ্যে একদিকে যেমন আছে চেতলা অগ্রণী, সুরুচি সংঘ, ত্রিধারা সম্মিলনী, দেশপ্রিয় পার্কের মতো পুজো, তেমনই আছে বেহালার এবং দমদম পার্কের দিকের বেশ কয়েকটি বড় পুজো।এখানকার শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলবেন বিদেশ থাকা আসা অতিথিরা।

একযোগে ৮ জায়গায় হানা ইডি-র

নদিয়া, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : সোমবারের পর বুধবারও পুর-নিয়োগ মামলায় নদিয়ার শান্তিপুরে হানা দিল ইডি। শান্তিপুরে একটি রাইস মিলে গিয়েছেন তদন্তকারীরা। বুধবার সকালে আচমকা ওই রাইস মিলে হানা দেন ইডির গোয়েন্দারা।

ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলার তদন্তে এবার মাঠে নামল ইডি। নদিয়া জেলার ৮টি জায়গায় চলছে তল্লাশি। ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া শান্তিপুরের কন্দখোলায় একটি চালকল এবং আটাকলে হানা দিয়েছেন ইডি আধিকারিকরা।

তদন্তকারী আধিকারিকদের পাশাপাশি রাইস মিল ঘিরে রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। পাশাপাশি আরও কয়েকটি জায়গায় ইডি হানা দিয়েছে বলে খবর। শুধু নদিয়া জেলাতেই বুধবার সকালে একযোগে পাঁচ জায়গায় হানা দিয়েছে তাদের পাঁচটি দল। শান্তিপুর, ধুবুলিয়া, রানাঘাট, কৃষ্ণনগরে সকালে তল্লাশি চলে। হরিণঘাটার সাত শিমুলিয়া, গাংনাপুরের আইশমালিতেও দুটি চালকলে চলে তল্লাশি। পাশাপাশি, কৃষ্ণনগরের মল্লিকপাড়ায় চাল ব্যবসায়ী প্রদীপ দে-র বাড়ি ও দোকানেও তল্লাশি চালায় ইডি। ধুবুলিয়ার মায়াখোলে চাল ব্যবসায়ী দিলীপ ঘোষের বাড়ি এবং কোতয়ালি থানা এলাকার

পিএফআই সংক্রান্ত মামলায় লখনউ সহ পাঁচটি জেলায় এনআইএ-র অভিযান

লখনউ, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বুধবার লখনউ সহ পাঁচটি জেলায় অভিযান চালায়। পিএফআই সংক্রান্ত মামলায় এনআইএ-এর দল লখনউ সহ পাঁচটি জেলায় অভিযান চালায়। বুধবার সকাল থেকেই অব্যাহত রয়েছে এই অভিযান। এই অভিযানের দরুণ বিশেষ ফোর্সও মোতায়েন করা হয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, এনআইএ-এর দল লখনউয়ের মাদেগঞ্জের পাকারিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়েছে।

একই এলাকার তিনটি বাড়িতে এই অভিযান চালানো হয়েছে। এনআইএ দলের সঙ্গে প্যারা মিলিটারি ফোর্স এবং মহিলা পুলিশকর্মীরা এই অভিযানকার্যে উপস্থিত রয়েছেন। ডাঃ খাজা, মাস্টার শামীম ও মাওলানা জামিল নামক তিনজনকে এআইএ গ্রেফতার করেছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মাদেগঞ্জ থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে সমগ্র গুজরাট কঠোর নিরাপত্তায় মোড়া থাকবে, থাকছে ১১ হাজার নিরাপত্তাকর্মী

আমেদাবাদ, ১১ অক্টোবর (হি.স.): ভারত -পাকিস্তান ম্যাচ ১৪ অক্টোবর আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে হবে। এই ম্যাচে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন ১১ হাজার নিরাপত্তাকর্মী। আহামেদাবাদ পুলিশ পুলিশ তো থাকছেই, সেই সঙ্গে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছে ভারতের র‍্যাপিড অ্যাকশন ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি ফোর্সের কমান্ডোরা। এছাড়া তিনটি হিট-টিম, অ্যান্টি ড্রোন টিম ও বোম্ব স্কোয়াডের সদস্যরাও থাকবেন স্টেডিয়ামের চত্বরে।

সেদিনের নিরাপত্তার নেতৃত্বে থাকবেন ৪ জন সিনিয়র আইপিএস অফিসার ও ২১ জন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার। এছাড়া তিনটি হিট টিম, একটি অ্যান্টি ড্রোন টিম ও বোম্ব স্কোয়াডের সদস্যরাও নিয়জিত থাকবেন। আহমেদাবাদের পুলিশ কমিশনার জিএম মালিক বলেছেন, "গত ২০ বছরে এমন হাইভোল্টেজ ম্যাচের সাক্ষী হয়নি গুজরাট। তাই কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে শুধু স্টেডিয়াম চত্বরেই নয়,সমগ্র গুজরাটেই থাকবে কঠোর নিরাপত্তা। নিরাপত্তায় কোনো দিক থেকে কমতি না হয় তা আমরা লক্ষ্য রেখেছি।"

ভারত মহাসাগরকে মুক্ত, উন্মুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক স্থান হিসাবে বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ : এস জয়শঙ্কর

কলম্বো, ১১ অক্টোবর (হি.স.): ভারত মহাসাগরকে মুক্ত, উন্মুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক স্থান হিসাবে বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। বললেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। বুধবার শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে 'ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশন'-এর মন্ত্রী পরিষদের ২৩-তম বৈঠকে যোগ দিয়ে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, 'স্থিতিশীল, সমৃদ্ধ, শক্তিশালী এবং স্থিতিস্থাপক একটি ভারত মহাসাগরীয় সম্প্রদায় গড়ে তোলার চেষ্টা করবে ভারত।' তিনি বলেছেন, ভারতের অগ্রাধিকারগুলি স্পষ্ট, স্থিতিশীল, সমৃদ্ধ, শক্তিশালী এবং স্থিতিস্থাপক একটি ভারত মহাসাগরীয় সম্প্রদায় গড়ে তোলার চেষ্টা করবে ভারত এবং ভারত মহাসাগরকে একটি মুক্ত, উন্মুক্ত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক স্থান হিসাবে বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ।'

মন্ত্রী পরিষদের এই বৈঠকে এদিন 'ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশন'-এর সাম্প্রতিক কাজকর্ম এবং ভবিষ্যত সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, 'ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবদান রাখার জন্য ভারত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অব্যাহত রাখবে।' জয়শঙ্করের কথায়, 'আগামী দুই বছরের জন্য ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশন-এর সহ-সভাপতি হিসাবে, ভারত এই গতিশীল গ্রুপিংয়ের প্রকৃত সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশনের প্রাতিষ্ঠানিক, আর্থিক এবং আইনি কাঠামোকে শক্তিশালী করতে সদস্য রাষ্ট্রগুলির সাথে কাজ করবে।'

আফগানিস্তান ফের কেঁপে উঠল ভূমিকম্পে, এবার কম্পনের তীব্রতা ৬.৩

কাবুল, ১১ অক্টোবর (হি.স.): ভূমিকম্পে লণ্ডভণ্ড আফগানিস্তান ফের কেঁপে উঠল ভূমিকম্পে। এবার শক্তিশালী তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে আফগানিস্তানে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে, বুধবার সকালে পশ্চিম আফগানিস্তানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। হেরাত প্রদেশের রাজধানী হেরাত থেকে প্রায় ২৮ কিলোমিটার দূরে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরতায়। এদিনের ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর এখনও অবধি পাওয়া যায়নি।

এর আগে গত শনিবার ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আফগানিস্তান। সেই ভূমিকম্পে ২ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সেই কম্পনের আতঙ্ক কাটতে না কাটতেই বুধবার ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান। গত শনিবারও ৬.৩ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এরপর অনেকগুলি আফটারশক অনুভূত হয়। ভূমিকম্পে ২০টি গ্রামের প্রায় ২,০০০ ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মাত্র একটি সরকারি হাসপাতাল রয়েছে।

সন্তোষ ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচেই দিল্লির বিরুদ্ধে ড্র করল বাংলা

কলকাতা, ১১ অক্টোবর (হি.স.): প্রথম ম্যাচে ওড়িশার বিরুদ্ধে জয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচেই ধাক্কা খেল বাংলার সন্তোষ ট্রফি অভিযান। আজ বুধবার দিল্লির বিরুদ্ধে আটকে গেলেন রঞ্জন চৌধুরীর ছেলেরা। গোলশূন্য ড্র করেই মাঠ ছাড়তে হল বাংলা দলকে। সব ম্যাচ জিততে হবে এই পরিকল্পনায় ধাক্কা খেলো বাংলা। এদিন সকালের অন্য ম্যাচে গুজরাটকে ৩-০ ফলে উড়িয়ে দিল কেরল।

উল্লেখ্য, সকালবেলা সন্তোষের ম্যাচ আয়োজন করা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন বাংলার কোচ রঞ্জন চৌধুরী। তিনি জানিয়েছেন, সন্তোষ ট্রফিতে পরপর দুটি ম্যাচ আমাদের সকাল ৯টা থেকে খেলতে হল। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেড় ঘণ্টা জার্নি করে মাঠে পৌঁছে দল নামানো খুবই কঠিন ব্যাপার।" তবে এই অভিযোগের পরও টুর্নামেন্টের সূচিতে কোনও পরিবর্তন হয়নি।

রাজস্থানের তিনটি স্থানে এনআইএ-র অভিযান

জয়পুর, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বুধবার রাজস্থানের তিনটি স্থানে অভিযান চালায়। বুধবার ভোরে পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া (পিএফআই)-র ষড়যন্ত্র মামলায় এনআইএ রাজস্থানের তিনটি স্থানে অভিযান চালায়। রাজস্থানের কোটা, টঙ্ক ও গঙ্গাপুরের অনেক জায়গায় অভিযান চালায় এনআইএ। অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তার খাতিরে স্থানীয় পুলিশের সাহায্য নিয়েছে এনআইএ-এর দল। অভিযান চালিয়ে এনআইএ-এর দল সন্দেহভাজন কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে।

বুধবার ভোরে কোটা, টঙ্ক এবং গঙ্গাপুরে সন্দেহভাজন পিএফআই ঠিকানায় অভিযান চালায় এনআইএর দল। অভিযানের খবর পেয়ে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অভিযান চালিয়ে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ নথি ও আইটি গ্যাজেট উদ্ধার করেছে। বর্তমানে সেগুলি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

ইডি-র দফতরে হাজিরা দিলেন অভিষেক জায়া, সমনে সাড়া দিলেন রুজিরা

কলকাতা, ১১ অক্টোবর (হি.স.): এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর হাজিরা দফতরে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা নারুলা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে তাঁকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। রুজিরার গাড়ি সিজিও চত্বরে পৌঁছে যায় ঠিক সকাল ১০টা বেজে ৫৮ মিনিটে। গাড়ি থেকে নেমে ভিতরে ঢুকে যান রুজিরা। বাইরে ছিল কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী। নিয়োগ মামলার তদন্তে এই প্রথম তলব করা হল অভিষেকের স্ত্রী রুজিরাকে। এর আগে তাঁকে 'কয়লা পাচার মামলা'-য়

ভুল চিকিৎসায় শিশুমৃত্যুর অভিযোগে উত্তেজনা শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর (হি. স.) : ভুল চিকিৎসায় শিশুমৃত্যুর অভিযোগে উত্তেজনা ছড়াল শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডের একটি নার্সিংহোমে। বুধবার ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বমি হওয়ার কারণে আড়াই বছরের ওই শিশুকন্যাকে নার্সিংহোমে নিয়ে যান তার বাবা। নিজে হেঁটেই নার্সিংহোমে যায় শিশুটি। চিকিৎসা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই শিশুটির মৃত্যু হয়।

অভিযোগ, শিশুকন্যাকে একই ইনজেকশন দুবার দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় নার্সিংহোমে চত্বরে। স্থানীয় লোকজন সেখানে ভিড় করেন। খবর পেয়ে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। মৃতার পরিবারের তরফে জানা গেছে, এবিষয়ে পুলিশে লিখিত অভিযোগ জানানো হবে।

পুঞ্চের মানকোট সেক্টরে বুলেটের আঘাতে মৃত্যু এক অগ্নিবীর জওয়ানের

শ্রীনগর, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : জম্মু কাশ্মীরের পুঞ্চের মানকোট সেক্টরে বুলেটের আঘাতে এক অগ্নিবীর জওয়ানের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। জম্মু বিভাগের পুঞ্চ জেলার মানকোট সেক্টরে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক অগ্নিবীর জওয়ানের। মৃত সেনার নাম অমৃতপাল সিং।

বুধবার পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অগ্নিবীর জওয়ান অমৃতপাল সিং, পুঞ্চ জেলার

কোটি টাকার গাঁজা এবং দু লক্ষ টাকার জাল নোট ও প্রিন্টিং মেশিন উদ্ধার, গ্রেফতার তিন

গুয়াহাটি, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : গুয়াহাটিতে পৃথক পৃথক অভিযানে প্রায় এক কোটি টাকার গাঁজা এবং দু লক্ষ ১৬ হাজার টাকার জাল নোট ও প্রিন্টিং মেশিন উদ্ধার করেছে পুলিশ। গাঁজা পাচারের অভিযোগে দুই এবং জাল নোট কারবারে জড়িত অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

জানা গেছে, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার সকালে জালুকবাড়িতে ভূপেন হাজরিকা সমাধিস্থলের কাছে এক গোপন ডেরায় অভিযান চালিয়ে ২,১৬, ৫০০ টাকার জাল নোট বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। জাল নোট কারবারে জড়িত অভিযোগে লখিমপুরের বাসিন্দা জনৈক মফিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মফিদুলের ডেরা থেকে নগদ জাল নোটের সঙ্গে একটি এফআইসিএন প্রিন্টিং মেশিনও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

এদিকে মঙ্গলবার রাতে অন্য মহানগরের বশিষ্ঠ এবং পল্টনবাজার থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করেছে ২,৬৪০ কিলোগ্রাম গাঁজা। ভারত পেট্রোলিয়ামের এনএল ০১ এএইচ ০৫০১ নম্বরের ইন্ধনবাহী একটি ট্যাংকারের ভিতরে গোপন চেম্বার তৈরি করে গাঁজাগুলি ১৩৪টি প্যাকেটে বোঝাই করে পাচার করা হচ্ছিল। উদ্ধারকৃত গাঁজাখিনির বাজারমূল্য কোটি টাকা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। গাঁজাগুলি শিলচর থেকে বঙাইগাঁওয়ে পাচারের সময় উদ্ধার করা হয়েছে। এদিকে গাঁজা পাচারের অভিযোগে ট্যাংকারের চালক ও খালাসিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদে মধ্যপ্রদেশে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি সরকার গঠন করবে : শিবরাজ

ঋষিকেশ, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী মোদীর আশীর্বাদে মধ্যপ্রদেশে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি সরকার গঠন করবে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এদিন উত্তরাখণ্ডের ঋষিকেশ-যোগা শহরে পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে সাধুদের থেকে আশীর্বাদ নেন। এরপর তিনি গঙ্গার তীরে নির্জনে ধ্যান করেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আশীর্বাদে মধ্যপ্রদেশে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গঠন করবে। মধ্যপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর তিনি, স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে উত্তরাখণ্ড সফরে এসেছিলেন। সাধুদের আশীর্বাদ নেওয়ার পাশাপাশি তিনি দুদিন ধরে ধ্যানও করেন। মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, ভারতকে গৌরবময় ও সমৃদ্ধ করার মহাযজ্ঞ শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সেই মহাযজ্ঞ সফলতা পাবে। মধ্যপ্রদেশে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করতে চলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি, যার কোনও বিকল্প নেই। তিনি আরও জানান, বিজেপির কোটি কোটি কর্মীর মতো তিনিও মধ্যপ্রদেশের মানুষের সেবায় নিয়োজিত। তাঁর সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির কোটি কোটি কর্মীও দেশ গড়ার লক্ষ্যে নিজেদের নিয়োজিত করবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রীর জাগেশ্বর ধাম সফরের জন্য নৈনিতাল জেলায় ট্রাফিকে বিশেষ পরিবর্তন

নৈনিতাল, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রীর বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ডের জাগেশ্বর ধাম সফরের জন্য নৈনিতাল জেলার ট্রাফিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা হয়েছে। ১২ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উত্তরাখণ্ডের আলমোড়ার জাগেশ্বর ধাম সফরের কর্মসূচি রয়েছে। এই কারণে বুধবার থেকে নৈনিতাল জেলার ট্রাফিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা হচ্ছে। নৈনিতাল জেলার ট্রাফিক ব্যবস্থা বুধবার রাত থেকে বদলে যাবে। ট্র্যাফিকের পরিকল্পনা অনুযায়ী, বাদেচিনা এবং জাগেশ্বরের পাশাপাশি আলমোড়া জেলার পানুভানৌলা, আর্টোলা, সুওয়াখানের মধ্যে কোনও যানবাহন চলবে না। নতুন ট্রাফিক ব্যবস্থা বুধবার রাত থেকেই কার্যকর হবে।

জাগেশ্বরে মোদীর সফরের কারণে আলমোড়া পুলিশ জাগেশ্বরের দিকে সমস্ত যানবাহন নিষিদ্ধ করেছে। নৈনিতাল পুলিশের ট্র্যাফিক পরিকল্পনা বুধবার রাত ১১টা ৫৫ থেকে প্রধানমন্ত্রীর জাগেশ্বর সফর শেষ না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

হলদওয়ানি থেকে পিথোরাগড়গামী সমস্ত দুই ও চার চাকার যানবাহন ভিমতাল থেকে খুটানি-শাহরফাতক-লামগাদা, ছাদৌজা তিরাহা-সুওয়াখান হয়ে যাবে।

সেইসময় পিথোরাগড় থেকে হলদওয়ানি-নৈনিতালগামী সমস্ত যানবাহন ফিরে আসবে। পিথোরাগড় থেকে আলমোড়াগামী সমস্ত দুই এবং চার চাকার গাড়ি লামগাদা হয়ে সুওয়াখান হয়ে আসবে।

হাতে ঝালমুড়ির থালা, চাকরির দাবিতে রাতভর রাস্তায় টেট উত্তীর্ণরা

কলকাতা, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : চাকরির দাবিতে রাতভর রাস্তায় রাত কাটালেন ২০২২-এর প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণরা। কারও হাতে ঝালমুড়ির থালা। কারও হাতের প্ল্যাকার্ড, লেখা টেট পাশ চাওয়ালা। চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না হওয়ায় বিক্ষোভ। গতকাল এপিসি ভবনে যাওয়ার আগেই বিক্ষোভকারীদের পথ আটকাল পুলিশ। পুলিশের দেখানো নির্দিষ্ট জায়গাতেই বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন টেট উত্তীর্ণরা।

চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না হওয়ায় বিক্ষোভ শুরু করে ২০২২-এর প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণরা। মূলত সল্টলেকের করুণাময়ী থেকে এপিসি ভবন পর্যন্ত মিছিল করার কথা ছিল। তবে এপিসি ভবনে যাওয়ার আগেই বিক্ষোভকারীদের পথ আটকায় পুলিশ। সেখানেই বিক্ষোভ দেখান ২০২২-এর প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণরা। যা ঘিরে, মঙ্গলবার দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়াল সল্টলেকের করুণাময়ীতে।

গতকাল সকালে মিছিল করে আচার্য ভবনের দিকে এগোনোর পরই, করুণাময়ীর কাছে সার্ভিস রোডে চাকরিপ্রার্থীদের মিছিল আটকায় পুলিশ। সেখানেই তাঁদের কর্মসূচি পালন করতে বলা হয় পুলিশের তরফে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের অভিযোগ তোলেন আন্দোলনকারীরা। এক চাকরিপ্রার্থী বলেন, "আদালতের নির্দেশ ছিল স্বাস্থ্যকর পরিবেশে নির্দিষ্ট জায়গায় আন্দোলন করতে দিতে হবে। এখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসে কর্মসূচি পালন করলে ডেঙ্গি হতে পারে।"

দুটি মামলায় তিন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা প্রদান করল আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।। নাবালিকা ধর্ষণকান্ডে কৃষ্ণ সাহা ওরফে কিশান(৩২) ও বিজয় বর্মণ(২০)-কে দোষী সাব্যস্ত করে তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা জজ আদালত। উল্লেখ্য ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে দুই অভিযুক্ত জয়নগর এলাকার ৫ বছরের এক নাবালিকাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত বুধবার তাদের সাজা ঘোষণা করেছে আদালত।এদিকে অপর একটি মামলায় কৈলাশহর জেলা ও দায়রা জজ আদালত বিশ্বাস সিনহা নামে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ, ১০.০৩.২২ তারিখে সকালে সুনিতা সিনহা(৪৫) নামে এক মহিলা জল আনতে গেলে অভিযুক্ত বিশ্বাস সিনহা তাকে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে ওই মহিলার উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছিল ওই মহিলার। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ তাকে আটক করে তদন্ত শুরু করে। এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে এদিন সাজা প্রদান করেছেন আদালত।

রতন

● প্রথম পাতার পর

তৈরি করারও প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন, আধুনিক সভ্যতায় বিদ্যুৎ ছাড়া কল্পনা করা যায় না। তাই নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখার দিকে রাজ্যের বর্তমান সরকার বিশেষ নজর দিয়েছে। ভবিষ্যতে রাজ্যে একটি সোলার পার্ক গড়ে তোলা যায় কিনা সরকার তাও চিন্তাভাবনা করে দেখছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক কিশোর বর্মণ এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সমাজের সব অংশের মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন টিএসইসিএল'র এমডি দেবাশিস সরকার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার র'ন দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শিবু পাল। উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত ও সহকারি সভাধিপতি পিন্টু আইচ। উল্লেখ্য, এই সাবস্টেশনটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। এই সাবস্টেশনটি নির্মাণের ফলে নলছড় ব্লক এলাকার বৈরাগীবাজার, পলিরাম, লক্ষ্মণডেপা, বগাবাসা ইত্যাদি এলাকার লোকজন বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

গুরুতর আহত ৩

● প্রথম পাতার পর

এক ঝাঁক ভীমরুলের দল পথচারীদের উপর আক্রমন চালায়। বেশ কয়েকজন পথচারী ভীমরুলের আক্রমন থেকে রক্ষা পেলেও তিন জন পথচারী ভিমরুলের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। কোন মতে এলাকাবাসীদের সহায়তায় চিকিৎসার জন্য তিন জনকে নিয়ে আসা হয় বিলোনিয়া হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন তারা।

দুই বিচারপতি

● প্রথম পাতার পর

বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড় এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধ।

থ্রী

● প্রথম পাতার পর

গত বছর আমাদের ছিল ৮ লাখ টাকা। এই বছর আমাদের প্যান্ডেলের বাজেট হবে ১০ লক্ষ টাকা। আমরা চেষ্টা করছি এর মধ্যেই সুন্দর প্যান্ডেল যেন দর্শনা থেকে উপহার দিতে পারি। প্যান্ডেল শিল্পী রেকৃষ্ণ পাল। প্রতিমা শিল্পী আমাদের লোকাল সুবল পাল তৈরি করছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

৮১৬ টাকা

● প্রথম পাতার পর

কৃষি সচিব ২০২৩-২৪ এর রবি মরশুমের বিশেষ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে বলেন, আগামী রবি মরশুমে রাজ্যে ধানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০ হাজার হেক্টর জমি সংকরজাতীয় ধান চাষের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচি রূপায়ণে ধান চাষে কৃষকদের প্রতি হেক্টরে ৯ হাজার টাকা করে সহায়তা দেওয়া হবে। তাছাড়াও ৪১০ হেক্টর জমিতে প্রদর্শনীমূলক সরিষা চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে কৃষকদের প্রতি হেক্টরে ৩ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। রবি মরশুমের পরিকল্পনায় রাজ্যের ৫০০ হেক্টর জমিতে সংকরজাতীয় ভূট্টা ও ১০০ হেক্টর জমিতে গম চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে কৃষকদের প্রতি হেক্টরে ৯ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। কৃষি সচিব জানান, আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ উপলক্ষে রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে কৃষকদের শ্রী-অন্ন চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আগামী ডিসেম্বর মাসে রাজ্যের মিলেট বা শ্রী-অন্ন চাষিদের নিয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা ফনিভূষণ জমাতিয়া বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে জানান, জাতীয় ভোজ্য তেল-পাম তেল মিশনে রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৪৩ হেক্টর জমি পাম অয়েল চাষের আওতায় আনা হয়েছে। সুসংহত উদ্যান উন্নয়ন মিশনে এবছরে এখন পর্যন্ত ২ হাজার ৫০০ হেক্টর জমি সব্জি চাষের আওতায় আনা হয়েছে। রাজ্য পরিকল্পনায় ৩২০ মেট্রিক টন টিপিএস আলু বীজ আগামী নভেম্বর মাস থেকে প্রতি কেজি ১৫ টাকা ভর্তুকীতে আলু চাষিদের মধ্যে বিতরণ করার কাজ শুরু হবে। আসন্ন শীত মরশুমে ৪০০ হেক্টর জমি গোপাল, গ্ল্যাডিওলাস, রজনীগন্ধা ও গাঁদাফুল চাষের আওতায় আনা হবে। উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা জানান, রাজ্যে কাঠাল, আনারস, কলা, কমলা, আম চাষের এলাকা সম্প্রসারণ করার জন্যও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ৩ হাজার ৮৫০ জন কৃষককে এখন পর্যন্ত উদ্যানজাত ফসল চাষের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা জানান, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত রাজ্যের ৯৭ হাজার ৮৮৪ টি পরিবারকে ফল ও সব্জি চাষে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। নারিকেল উন্নয়ন পর্ষদের আর্থিক সহায়তায় রাজ্যের ২৯৫ হেক্টর জমি উন্নত জাতের নারিকেল চাষের আওতায় আনা হয়েছে। রাজ্যে উৎপাদিত বিভিন্ন ফলের মধ্যে এবছর ২ হাজার ৫৫০ মেট্রিক টন আনারস, ৮ হাজার ১০ মেট্রিক টন কাঁঠাল বহি:রাজ্যে ও ১৯৮ মেট্রিক টন বেল বিদেশে রপ্তানী করা হয়েছে। কৃষি সচিব জানান, চলতি অর্থবছরে রাজ্য পরিকল্পনায় শহর এলাকায় উদ্যানজাত ফসল চাষের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে শহর এলাকায় ৫ হাজার পরিবারকে আম্রপালি ও উন্নতজাতের নারিকেলের চারা দেওয়া হয়েছে। দেশীয় ফল যেমন কুল, পেয়ারা ও লিচুর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের ২০০ হেক্টর জমি এসমস্ত ফল চাষের আওতায় আনা হবে। ইতিমধ্যে ১০৮ হেক্টর জমি আপেল কুল চাষের আওতায় আনা হয়েছে।

তিনি জানান, উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের আর্থিক সহায়তায় ধলাই জেলার নালকাটায় একটি নতুন ইন্টিগ্রেড প্যাক হাউস স্থাপন করা হবে। এজন্য ব্যয় হবে ৪ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। উন্নত পদ্ধতিতে সব্জির চারা তৈরীর জন্য বীরচন্দ্রমনুতে একটি সব্জি উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। আগামী ১৯ অক্টোবর এই কেন্দ্রের উদ্বোধন হবে। এই সব্জি উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপনে ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা। তাছাড়াও তৈদুতে আরও একটি ফল উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব ভারত সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। রাজ্য পরিকল্পনায় রুদ্রসাগর ও তার চারদিকের খালি জায়গা উন্নত করার জন্য উদ্যানজাত ফসল চাষের এক নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনায় ৭৫০টি পরিবারকে নারিকেল, সুপারি, লেবু ও আম চাষে সহায়তা দেওয়া হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দু দাসও উপস্থিত ছিলেন।

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

আন্দোলন গড়ে তুলছে জাতীয় কংগ্রেস। এদিকে, রাজ্য সরকারের ঘোষিত বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্যোর অন্যান্য জেলার সাথে বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্বির প্রতিবাদে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নির্দেশ অনুসারে জাতীয় কংগ্রেসের নয়টি সাংগঠনিক জেলা কংগ্রেসের ডেপুটেশন ,বুধবার বেলা বারোটায় বিলোনীয়া কংগ্রেস ভবন থেকে মিছিল করে দক্ষিণ জেলা বিদ্যুৎ দপ্তরের এডিশনাল জেনারেল ম্যানেজারের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে ,মিছিল শেষে পাঁচ জনের একটি প্রতিনিধি দল ডেপুটেশনে মিলিত হয় এবং তাদের দাবির স্মারক লিপি তুলে দেন বিদ্যুৎ দপ্তরের এডিশনাল জেনারেল ম্যানেজারের নিকট,ডেপুটেশন শেষে দক্ষিন জেলার জেলা কংগ্রেস সভাপতি সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেন অতিসত্বর অপ্রত্যাশিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার করা না হয়, তাহলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবে, আধিকারিক তাদের দাবি গুলি যৌক্তিকতা স্বীকার করেন বলে জানান, মিছিল ও ডেপুটেশনে ছিলেন দক্ষিণ জেলা জেলা কংগ্রেস সভাপতি মৃদুল পাটারি, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সহ সভাপতি ভোলা নাথ ধর, জেলা কংগ্রেস সহ সভাপতি মানিক মজুমদার, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি তমাল ধর, কংগ্রেস দলের বিজিত প্রার্থী মানিক চন্দ্র দাস এছাড়াও মিছিলে ছিলেন কংগ্রেস দলের বিভিন্ন সংগঠনের কর্মি সমর্থকরা।

বিজেপি দফতরে বিক্ষোভ দলীয় কর্মীদেরই, অস্বস্তিতে রাজ্য নেতৃত্ব

কলকাতা, ১১ অক্টোবর (হি. স.) : সল্টলেকে বিজেপি দফতরে তুলকালাম কাণ্ড বুধবার সন্ধ্যায়। দলেরই একদল কর্মী বড় লোহার দরজা ভেঙে দফতরের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন বেশ কিছু ক্ষণ ধরে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কার্যত হিমশিম খেতে হল নিরাপত্তাকর্মীদের ।জানা গিয়েছে, বিজেপির বারাসত সাংগঠনিক জেলার জনা পাঁচিশেক কর্মী বুধভার সন্ধ্যায় দলের সল্টলেকের দফতরে পৌঁছে যান। তাঁদের মূল অভিযোগ, জেলা সভাপতি তরুণকান্তি ঘোষের বিরুদ্ধে। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, জেলা সভাপতি তৃণমূলের সঙ্গে 'সেটিং' করে দল পরিচালনা করছেন। ফলে দলের যা কর্মসূচি হওয়া উচিত, তা হচ্ছে না। দলের মধ্যে যাঁরা সক্রিয়, তাঁদের কোণঠাসা করা হচ্ছে বলেও দাবি বিক্ষুব্ধদের ।সব মিলিয়ে বেশ খানিক ক্ষণ তপ্ত থাকে পরিস্থিতি। যা নিয়ে বিরক্তি লুকোচ্ছেন না দলের রাজ্য নেতৃত্ব। রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের বলেন, "আমি জানি না কী ঘটেছে। তবে যা শুনেছি তা যদি হয়ে থাকে, তবে বিজেপির মতো দলে একেবারেই অনভিপ্রেত। যাঁরা অভিযোগ করছেন তাঁদের কথা দল শুনবে। কিন্তু যে পদ্ধতিতে তাঁরা গোটাটা করেছেন বলে শুনেছি তা কাম্য নয়। গোটা বিষয়ের উপর দল দল নজর রাখছে।'

কামদুনিকাণ্ডে পুলিশ ও সরকারের ভূমিকা তুলে রাজপথে কংগ্রেস

কলকাতা, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : কামদুনি-রায়ের পর কার্যতই উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি। ইতিমধ্যেই নির্যাতিতার পরিবার এই রায়ে "সন্তুষ্ট" নয় বলে জানিয়েছেন ।ইতিমধ্যে বুধবার "সুপ্রিম-নির্দেশ"-র লক্ষ্যে দেশের রাজধানীতে পৌঁছে গিয়েছেন কামদুনির প্রতিবাদীরা। আর একই দিনে কামদুনিকাণ্ডে পুলিশ ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা তুলে শহরে মিছিল স্লোগান নিয়ে শহরের রাজপথে কংগ্রেস।

কামদুনিকাণ্ডে ফাঁসি রদ, প্রতিবাদে পথে কংগ্রেস। সুবোধ স্কোয়ার থেকে মিছিল। কামদুনিকাণ্ডে পুলিশ ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে স্লোগান কংগ্রেসের ।পাশাপাশি বিচারের দাবিতে এবার দিল্লি পৌঁছলেন কামদুনির প্রতিবাদীরা ।এদিকে, সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন কামদুনিকাণ্ডের প্রতিবাদীরা। হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে কামদুনি। রাজ্যের গাফিলতিতেই গণধর্ষণ-খুনের মামলায় সাজাপ্রাপ্তরা মুক্তি পেয়েছে, অভিযোগ প্রতিবাদীদের।

দণ্ডবিধির নতুন খসড়া নিয়ে এক্স হ্যাণ্ডেলে কেন্দ্রকে তুলোধনা মমতার

কলকাতা, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : ভারতীয় দণ্ডবিধি, ফৌজদারি আইন ও এভিডেন্স অ্যাক্ট নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন খসড়ার চরম সমালোচনা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন খসড়ায় অনেক "স্বেচ্ছাচারী" ব্যবস্থা আনা হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

সংসদে বিষয়গুলি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা চূড়ান্ত বিরোধিতা করবেন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ইন্ডিয়ান পিনাল কোড, ফৌজদারি কার্য্যবিধি এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের প্রতিস্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তৈরি খসড়াগুলি পড়েছি। তাঁর কথায়, "এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে নীরবে অত্যন্ত কঠোর নাগরিক বিরোধী বিধান প্রবর্তনের একটি চেষ্টা চলছে। আগে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন ছিল; এখন, এই বিধানগুলি প্রত্যাহারের নামে, তাঁরা প্রস্তাবিত ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় আরও কঠোর এবং স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা প্রবর্তন করছে।" যা নাগরিকদের আরও মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে বলে তিনি মনে করছেন।

মুখ্যমন্ত্রী আবেদন করেন, বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক অবদানের জন্য এই খসড়াগুলি গুরুত্ব সহকারে অধ্যয়ন করার জন্য দেশের আইনবিদ এবং জনসাধারণকে অনুরোধ করুন। সংসদে আমার সহকর্মীরা স্থায়ী কমিটিতে এই বিষয়গুলো উত্থাপন করবেন। তাঁর বক্তব্য, "সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আইনের উন্নতি করা দরকার, কিন্তু দিল্লিতে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ববাদকে পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।"

"ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বিল ২০২৩" নামে একটি নতুন বিল লোকসভায় পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মনে করা হচ্ছে, এই বিল পাশ হলে দীর্ঘদিনের পুরনো ভারতীয় দণ্ডবিধি বা ইন্ডিয়ান পিনাল কোড সম্পূর্ণ রূপ বদল হবে। ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারা, যা নানাবিধ অপরাধের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে, সেগুলির বদলে হবে।

উল্লেখ্য, ৩০২ ধারায় খুন বা ৪২০ ধারায় প্রতারণা, ৩৭৬ ধারায় ধর্ষণ সহ একাধিক এরকম আইনি ধারার বদল হতে পারে। কেন্দ্রের তরফে বলা হয়, ভারতীয় দণ্ডবিধি থেকে ঔপনিবেশিকতাকে ঝেড়ে ফেলতে এই নতুন ধারা বদলের প্রস্তাব আনা হয়েছে। নতুন প্রস্তাবনা পাশ হলে একাধিক আইনি ধারার অদলবদল হবে বলে জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। যদিও, বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু বিরোধী দল ইতিমধ্যেই সরব হতে শুরু করেছে। এই বিল পাশ করাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে কিছুটা বেগ পেতে হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

পার্থকে ফের জেরা করতে চেয়ে আদালতে সিবিআই

কলকাতা, ১১ অক্টোবর, (হি.স.) : নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানিতে আদালতে বিস্ফোরক দাবি করল সিবিআই। তদন্তকারীদের দাবি, কমিটি তৈরি করে নষ্ট করা হয়েছে আসল ওএমআর শিট ।এই সংক্রান্ত একাধিক তথ্যের জন্য আবার প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জেরা করতে চায় বলে বুধবার আদালতে জানাল সিবিআই। তদন্তে দেরি নিয়ে প্রায় সব আদালতেই সমালোচনার মুখে পড়েছে সিবিআই। বুধবার তার জবাব দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আলিপুর আদালতে নিয়োগ মামলার শুনানি চলাকালীন সিবিআই বলল, "তদন্তে অগ্রগতি হচ্ছে। আমাদের অফিসাররেরা ঘুমিয়ে নেই।"বুধবার আলিপুরের জাজেস কোর্টে শুনানি ছিল নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মামলার। আদালতে সশরীরে হাজিরা দেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। শুনানি চলাকালীন বিচারকের কাছে পার্থকে জেলে গিয়ে জেরা করার আবেদন জানায় সিবিআই। বিচারক তার কারণ জানতে চাইলে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার আইনজীবী ওই মন্তব্য করেন ।তিনি বলেন, "প্রত্যেকদিন আমাদের তদন্তের অগ্রগতি হচ্ছে। তাতে নতুন তথ্যও উঠে এসেছে। সেই তথ্য যাচাই করতেই আমরা জেলে গিয়ে জেরা করতে চাইছি। হাইকোর্টকে রিপোর্টও দিচ্ছি। আমাদের তদন্তকারী অফিসাররেরা ঘুমিয়ে নেই।"এর কিছু পরেই এজলাস থেকে বেরিয়ে আসেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ। আদালত চত্বরে উপস্থিত সাংবাদিকেরা তাঁর কাছেই সরাসরি বিষয়টি জানতে চান। প্রশ্ন করা হয়, সিবিআই আবার আপনাকে জেরা করতে চাইছে জেলে গিয়ে। আপনি কি সহযোগিতা করবেন? প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দেন পার্থ। বলেন, "আমি সব সময়েই সহযোগিতা করি।" তবে প্রশ্ন সেখানেই থামে না। পার্থের কাছে জানতে চাওয়া হয়, সিবিআই নাকি বলেছে ওরা আরও নতুন তথ্য পেয়েছে? আদৌ কি পেয়েছে? শুনে পার্থ সামান্য মাথা নেড়ে মুখ নামিয়ে বলেন, "আমি তো শুনিনি, কোনও তথ্য পেয়েছে বলে।"

'বিতর্কিত' রায় দেওয়া মণিপুরের বিচারপতি এবার কলকাতা হাই কোর্টে

কলকাতা, ১১ অক্টোবর, (হি.স.) : মণিপুর হাই কোর্টের 'বিতর্কিত' বিচারপতি এম ভি মুরলীধরনকে বদলি করা হল কলকাতা হাই কোর্টে। বুধবার বদলির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

বিচারপতি মুরলীধরনের রায় ঘিরেই উত্তর পূর্বের রাজ্যে অশান্তির আগুন ছড়িয়েছিল বলে অভিযোগ। পরবর্তী সময় তাঁর রায়ের সমালোচনা করে সুপ্রিম কোর্ট ।সূত্রের খবর, এম ভি মুরলীধরন চেয়েছিলেন তাঁকে মাদ্রাজ হাই কোর্টে বদলি করা হোক। কিন্তু তাঁর আর্জি শুনল না কলেজিয়াম। বদলি করা হল কলকাতা হাই কোর্টে। অন্যদিকে দিল্লি হাই কোর্টের বিচারপতি সিদ্ধার্থ মৃদুলকে বদলি করা হয়েছে মণিপুর হাই কোর্টে ।অশান্তির আগুনে জ্বলছে মণিপুর। মণিপুরে আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই নতুন কিছু নয়। কয়েকশো বছর ধরে তা চলছে। তবে এবার তা ভিন্ন মাত্রা ধারণ করেছে। বিশ্লেষকদের অনেকেই বলছেন, মণিপুরে সংখ্যাগুরু মেতেইরা তফসিলি উপজাতির তকমা দাবি করে বারুদের স্তূপে আগুন দিয়েছে।

গত এপ্রিল মাসে রাজ্য সরকারকে মেতেইদের দাবি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেয় হাই কোর্টের বিচারপতি এম ভি মুরলীধরণ। এর ফলে, কুকি-ঝোমি ও টাংখুল নাগাদের মতো রাজ্যের সংখ্যালঘু আদিবাসীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করে। এর পরই অশান্তির আগুন ড়ায় উত্তর পূর্বের রাজ্যে ।পরে বিচারপতির রায়ের সমালোচনা করে সুপ্রিম কোর্ট। বলা হয়, রায়ে তথ্যগত ভুল ছিল। এবার মণিপুর আদালতের সেই বিচারপতি বদলি হয়ে এলেন কলকাতা হাই কোর্টে।

নির্বাচন কমিশনের সাথে ঐক্য পরিষদের বৈঠক : স্মারকলিপি পেশ

ঢাকা, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : ২০২৪ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সে অর্থে সংসদ নির্বাচনের আর মাত্র তিন মাস বাকি। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশ আজ পরাশক্তিসমূহের কূটনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে পরিণত হওয়ায় এদেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন ।বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রাণা দাশগুপ্তের নেতৃত্বে ৫ সদস্যবিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদল বুধবার নির্বাচন কমিশন কার্য্যালয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়ালের কাছে এক স্মারকলিপিতে এ কথা জানিয়েছে। কমিশনের অপর চার সদস্য যথা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আহসান হাবিব খান, বেগম রাশেদা সুলতানা, মোঃ আলমগীর এবং মোঃ আনিছুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন ।প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ঐক্য পরিষদের তরফে এই প্রতিবেদককে জানানো হয়েছে, "আশা করতে চাই, উৎসব ও আনন্দমুখর পরিবেশে এ দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও জোট আসন্ন সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এবং দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলবে।" প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে পঠিত ঐক্য পরিষদের স্মারকলিপিতে এ কথা বলা হয় ।স্মারকলিপিতে গভীর দুঃখের সাথে বলা হয়, সকলের অংশগ্রহণে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আশাবাদী হলেও অতীত এ দেশের ধর্মীয় ও জাতিগত আড়াই কোটি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্যে মোটেই সুখকর ছিল না। একদিকে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংসদে তাদের যথাযথ অংশীদারিত্ব-প্রতিনিধিত্ব থাকেনি, অন্যদিকে নির্বাচনে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু নারী-পুরুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেনি ।নির্বাচনে ব্যক্তিস্বার্থে, গোষ্ঠীস্বার্থে ও রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে নির্বাচনী প্রচারণায় যদৃচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অতীতে দেখা গেছে, প্রায় সকল ধরনের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলসমূহের একাংশ স্লোগান দেয় 'জয় বাংলা জয় হিন্দ লুঙ্গি খুইল্লা ধুতি পিন্দ', 'শেখ হাসিনার বাপের নাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম', 'হিন্দু যদি বাঁচতে চাও বাংলা ছেড়ে চলে যাও' ।রাজনৈতিক দলের আরেকাংশ নির্বাচনী প্রচারণায় হিন্দু এলাকায় যাওয়ার সময় শ্লোগান দেয় 'জয় বাংলা' আবার মুসলিম এলাকায় যাওয়ার সময় শ্লোগান তোলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নৌকার মালিক তুই আল্লাহ' ।নির্বাচনের পূর্বাপর ব্যক্তি হিসেবে নয়, সংখ্যালঘু হিসেবে লক্ষ্য করে তাদের উপর নির্বিচারে নিপীড়ন, নির্যাতন চালানো হয়, ঘর-বাড়ী উপাসনালয়ে হামলা চালানো হয়, জোরপূর্বক দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। এ ধরনের অসুস্থ কদর্য্যকর রাজনৈতিক বাতাবরণ তৈরী করে সংখ্যালঘুদের নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে ভোটদানে বাধা দেয়া হয় ।স্মারকলিপিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়, ইতোমধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি স্বার্থান্বেষী সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী সামাজিক ও রাজনৈতিক চক্র শারদীয় দুর্গোৎসবের আগে নানান জায়গায় মঠ-মন্দিরে, উপাসনালয়ে আবারো হামলা শুরু করেছে, মূর্তি ভাংচুর অব্যাহত রেখেছে ।স্মারকলিপিতে এদেশের দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে নিজ নিজ পছন্দের প্রার্থীকে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটদানে আগ্রহের কথা ব্যক্ত করে ৯টি দাবি তুলে ধরে বলা হয়, আপনার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশনের উপর আমরা পরিপূর্ণ আশা ও আস্থা রাখতে চাই। এটাও সত্য যে অতীতে আমরা নির্বাচন কমিশনের উপর আস্থা রেখে হতাশ হয়েছি। ভবিষ্যতে এ হতাশার চোরাবালিতে আমাদের আর নিক্ষেপ হতে হবে না- এ আশা রাখতে চাই। এই আশা ও আস্থা পরিপূরণে কমিশন দক্ষতা, নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা করবে এবং যথার্থ সংসদ গঠনে সার্থক ভূমিকা পালন করবে, এ আশা ব্যক্ত করছি ।প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রদত্ত স্মারকলিপি গ্রহণ করে এর প্রতিটি বক্তব্য ও দাবির সাথে ঐক্যমত পোষণ করে বলেন, সারা দেশে মানবিক মূল্যবোধের তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। জনগণের মনস্তাত্ত্বিক বিষয় উন্নয়নের দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের। এর পরেও রাজনৈতিক - সাম্প্রদায়িক সহিংসতামুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিনিধিদলে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- সংগঠনের প্রেসিডিয়াম সদস্য রঞ্জন কর্মকার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ ও জয়ন্ত কুমার দেব এবং উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য, সাবেক জেলা প্রশাসক দেবাশীষ নাগ।

দিল্লি হাইকোর্টে ফের পিছোল অনুব্রতর শুনানী

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : দিল্লি হাইকোর্টে ফের পিছোল গরুপাচার মামলার শুনানি। বীরভূমের তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে নিয়ে শুনানি পিছোল। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অন্য একটি মামলায় ব্যস্ত রয়েছে। আরও সময় চেয়েছেন তিনি। সেই মর্মে আদালেত আবেদন জানায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তার পরই মামলার শুনানি পিছিয়ে যায়। অনুব্রতকে নিয়ে পরবর্তী শুনানি আগামী ১৮ অক্টোবর। অনুব্রতর এবারের পুজোও জেলে কাটবে বলেই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তাঁর অনুগামীদের মনে। তাঁর মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলও পুজোর সময় জেলেই থাকতে চলেছেন। সুপ্রিম কোর্টে অনুব্রত-কন্যা সুকন্যার জামিনের আবেদনের শুনানি চার মাস পিছিয়ে গিয়েছে।

উদ্ধার

● আটের পাতার পর

বাসভবনে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। সকালবেলায় ঘরের বারান্দায় লোকজনেরা তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়েছিলেন। পরবর্তী সময় খবর দেওয়া হয় বাইখোড়া থানায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বাইখোড়া থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে। এ বিষয়ে পুলিশ জানিয়েছেন, ভোর আনুমানিক ৪ ঘটিকায় প্রেমতোষ বিশ্বাস আত্মহত্যা করেন। মানসিক অবসাদের ফলে এই অত্মহত্যা বলে প্রাথমিক ধারনা করছেন। ময়নাতদন্তের পর উঠে আসবে মৃত্যুর আসল রহস্য। প্রেমতোষ বিশ্বাসের অস্বাভিক মৃত্যুতে সমগ্র এলাকাজুরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

হচ্ছে

● প্রথম পাতার পর

সচিব কিরণ গিত্যে সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে রাজ্যে বিভিন্ন দপ্তরে ই অফিস বাস্তবায়নের সুফল নিয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের প্রধান সচিব পুনীত আগরওয়াল। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা। বৈঠকে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, অধিকর্তা এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে ১০০ শতাংশ ই-ফাইলিং বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অধিকর্তাদের শংসাপত্র প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা শংসাপত্র তাদের হাতে তুলে দেন।

AFFIDAVIT

আমি Uttam Shil , পিতা অরুণ কুমার শীল, আগরতলা, বড়দোয়ালী, পশ্চিম ত্রিপুরা অ্যাডমিট, মার্কশিট এবং International Passport এ Uttam Kumar Shil থাকায় ১১-১০-২০২৩ তারিখে আগরতলায় কোর্টে Notary Govt of India এফিডেভিটমূলে Uttam Shil নামে পরিচিত হয়েছি। Uttam Shil আর Uttam Kumar Shil একই ব্যক্তি।

াঙ্গন

টানা দুবার দ্বিমুকুট বিজয়

রাখাল শীল্ডের পর সিনিয়র লীগেও অপরাজেয় চ্যাম্পিয়ন এগিয়ে চলো সংঘ

এগিয়ে চলো সংঘ: ২ ফরোয়ার্ড ক্লাব: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।। রাখাল শীল্ডের পর সিনিয়র ডিভিশন লিগেও অপরাজেয় চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে এগিয়ে চলো সংঘ। টানা দুবার দ্বিমুকুট বিজয়ের সম্মানও এগিয়ে চলো-র ঘরেই। প্রথমার্ধে ধরে রাখা, দ্বিতীয়ার্ধে সুযোগ বুঝে গোল। দারুন এবং বুদ্ধিদীপ্ত স্ট্র্যাটেজিতে কুপোকাৎ ফরোয়ার্ড। শুরু থেকেই মনোবল তুঙ্গে ছিল এগিয়ে চলো-র। কেননা, ড্র করতে পারলেই চ্যাম্পিয়ন নিশ্চিত। আর এই চ্যাম্পিয়ন বয়ে আনবে টানা দুবারের দ্বিমুকুট বিজয়ের গৌরবান্বিত সম্মান। ৭ দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে ২০২২-২৩ মরশুমে প্রথমবারের মতো দ্বিমুকুট বিজয়ে এগিয়ে চলো সংঘে যে পরিমাণ উচ্ছ্বাস চোখে পড়েছিল, নিশ্চয়ই আজ, টানা দুইবার দ্বিমুকুট বিজয়ের সুবাদে খুশীর জোয়ার আরও কয়েকগুণ বেড়ে যাবে সংঘের সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে। মাঠে ঠিক সময়ে বুদ্ধিদীপ্ত

এ-ডিভিশন সুপার লিগ ফুটবল

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
এগিয়ে চলো	৩	২	১	০	৪-০	৭
ফরোয়ার্ড	৩	১	১	১	১-২	৪
রামকৃষ্ণ	৩	০	২	১	২-৩	২
লালবাহাদুর	৩	০	২	১	২-৪	২

লড়াইয়ের মাঝে দক্ষতার নিখুঁত মিশ্রণেই এগিয়ে চলো সংঘের মুকুটে রঙিন পালকের সংযোজন ঘটেছে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী রাখাল মেমোরিয়াল শীল্ড ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি বিজয়ের পর আজ, বুধবার টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন ট্রফিও এগিয়ে চলো সংঘের ঘরে। সুপার লিগের অন্তিম ম্যাচ তথা কার্যত ফাইনালে এগিয়ে চলো সংঘ দুই-শূন্য গোলের ব্যবধানে ফরোয়ার্ড ক্লাবকে পরাজিত করেছে। আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই স্ট্রাইকার সরুখাইবাম মেইতির গোলে এগিয়ে চলো সংঘ এক-শূন্য তে লিড নেয়। খেলোয়াড়রা পুনরায় স্ট্র্যাটেজি পাল্টে রক্ষণভাগকে আরও শক্ত করে তোলে। মাঝেমধ্যে সুযোগ বুঝে আক্রমণাত্মক খেলতেও ভুল করেনি এগিয়ে চলো-র উইঙ্গাররা। আধ ঘন্টা বাদে ঠিক একই রকম সুযোগ বুঝে সুযোগ সন্ধানী স্ট্রাইকার মালসোয়াম দুঙ্গা আরও একটি গোল করে ব্যবধান ২-০ করে নেয়। পরবর্তী সময়ে কিছুটা ধরে খেলে শেষ পর্যন্ত জয় নিশ্চিত করে নেয়। পক্ষান্তরে ফরোয়ার্ডের আক্রমণভাগে গোল করার মধ্য দিয়ে ফিনিশিং দেওয়ার মতো উপযুক্ত স্ট্রাইকারের কিছুটা অভাব মনে হয়েছে। ভাইটাল ম্যাচ, কার্যত ফাইনালের রূপ পাওয়া অন্তিম ম্যাচে রেফারি দুই অর্ধের খেলায় দু দলের পাঁচজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি বিশ্বজিৎ দাস, পল্লব চক্রবর্তী, অভিজিৎ দাস ও বিপ্লব সিংহ।

দিল্লিতে ভিনু মানকর ট্রফিতে ত্রিপুরা তামিলনাড়ুর মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।। ত্রিপুরার ছেলেরা এখন দিল্লিতে। অনূর্ধ ১৯ এক দিবসীয় ক্রিকেট তথা ভিনু মানকর ট্রফিতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এবার অভিযান শুরু করছে ত্রিপুরার ছেলেরা। রাজ্য দলের প্রথম ম্যাচ তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে। খেলা পালামে এয়ারফোর্স কমপ্লেক্স গ্রাউন্ডে। ত্রিপুরা দলের ছেলেরা যথারীতি যথাসময়ে দিল্লিতে পৌঁছে পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের কিছুটা মিলিয়ে নিচ্ছে। আগামীকালের দিনটি পার হলেই রাজ্য দলের ছেলেরা মাঠে নামবে। তামিলনাড়ুর ক্রিকেটাররাও প্রস্তুত। প্রথম ম্যাচে জয় পেতে চাইছে দুই দলই। একই দিনে গ্রুপের অপর খেলায় উত্তর প্রদেশ খেলবে বিদর্ভের বিরুদ্ধে এবং মিজোরাম খেলবে পন্ডিচেরির বিরুদ্ধে। ত্রিপুরা দলের খেলোয়াড়রা হলো: সপ্তজিৎ দাস (অধিনায়ক), দ্বীপজয় দেব (সহ-অধিনায়ক, উইকেট রক্ষক), দেবাংশু দত্ত (উইকেট রক্ষক), প্রীতম দাস, আয়ুষ অনিল দেবনাথ, শুভজিৎ সঞ্জীব দাস, প্রিয়াংশ মিত্র, দীপঙ্কর ভাটনগর, রাহুল সূত্রধর, অর্কজিৎ পাল, অভীক পাল, রোহন বিশ্বাস, অর্কজিৎ রায়, বিস্ময় পাল, রাকেশ রুদ্র পাল, দীপায়ন দাস, প্রনবিন্দু সাহা, তথাগত চক্রবর্তী।

গিলের পরিবর্ত নিয়ে আলোচনা শুরু! কোচ ও অধিনায়ক এখনই তা চাইছেন না

মুম্বই, ১১ অক্টোবর(হি.স.): ডেঙ্গু আক্রান্ত শুভমান গিল আজ হাসপাতাল থেকে ফিরলেও তিনি এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেননি। সমস্যা হল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট শুভমানের অসুস্থতা নিয়ে ধোঁয়াশায়। এই পরিস্থিতিতে তাঁর বদলি কাকে দলে নেওয়া যায় সে নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়ে গিয়েছে।

ভারতীয় দলের মেডিক্যাল টিম জানিয়েছে, ডেঙ্গু মানুষকে দুর্বল করে দেয়। তাই গিল ঠিক কতদিন বাদে পুরোপুরি ম্যাচ ফিট হবেন, তা নিয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না।

তবে এই পরিস্থিতিতে শুভমানের সম্ভাব্য বদলি নিয়ে ভারতীয় দলের অন্দরে আলোচনা শুরু হলেও রোহিত-দ্রাবিড় তা চাইছেন না। তাদের ধারণা নাম ঘোষণা হয়ে গেলে সারা বিশ্বকাপে শুভ মনকে আর পাওয়া যাবে না। তাই

তারা চাইছেন এখনই শুভমানের বদলি কারও নাম ঘোষণা যেন না হয়। তবে তাঁর বদলি হিসাবে দু-এক জনের নাম এখনই ভেবে রাখার কথা তারা এই ম্যানেজমেন্টকে জানিয়েছেন।

চন্দ্র মেমোরিয়াল লীগ ফুটবলের সুদৃশ্য ট্রফি ও প্রাইজমানি প্রদান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।। খেলা শেষে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামেই। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ চন্দ্র মেমোরিয়াল সিনিয়র ডিভিশন তথা সুপার ডিভিশন লিগের অন্তিম ম্যাচের পর মাঠেই এক সংক্ষিপ্ত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে চ্যাম্পিয়ন এগিয়ে চলো সংঘ ও রানার্স আপ ফরোয়ার্ড ক্লাবকে ট্রফি এবং প্রাইজমানি প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য তথা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, প্রাক্তন ফুটবলার রঞ্জিত ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পেট্রন রতন সাহা, সভাপতি প্রণব সরকার প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন এবং বিজয়ীদের হাতে ট্রফি ও প্রাইজমানি তুলে দেন। এদিকে, ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অর্থাৎ এসোসিয়েশনের সব সম্মানীয় সদস্য, অংশগ্রহনকারী সমস্ত দল, চ্যাম্পিয়ন এগিয়ে চলো সংঘ, রানার্স ফরোয়ার্ড ক্লাব, ত্রিপুরা রেফারি এসোসিয়েশন, সমস্ত মাঠ কর্মী, রাজ্য আরক্ষা দফতর, মেডিক্যাল টিম , প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সমস্ত ক্রীড়া সাংবাদিক সহ সমস্ত ক্রীড়াপ্রেমী , ফুটবল শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে। ফুটবল প্রেমী কিশলয় ঘোষ, যিনি পুরো ফুটবল মরসুমে মাঠে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছেন, উনাকেও টিএফএ-র পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। টিএফএ-র যুগ্ম সচিব তথা এ-ডিভিশন লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের অর্গানাইজিং সেক্রেটারি তপন সাহা এক বিবৃতিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ত্রিপুরার ফুটবলাররা এখন কোলাপুরে লক্ষ্য সন্তোষে ভালো খেলা : কোচ প্রধান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।। মহারাষ্ট্রে গেলো ত্রিপুরা দল। ভালো খেলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। মহারাষ্ট্রের কোলাপুরে অনুষ্ঠিত হবে ৭৭ তম সন্তোষ ট্রফি ফুটবলে অংশ নিতে। বুধবার দুপুরের বিমানে কলকাতা হয়ে মহারাষ্ট্রে গেলেন বিকন চাকমা-রা। ১৩ অক্টোবর অন্ধ্র প্রদেশ, ১৫ অক্টোবর আন্দামান-নিকোবর, ১৭ অক্টোবর তেলেঙ্গানা, ২০ অক্টোবর মহারাষ্ট্র এবং ২২ অক্টোবর গ্রুপের শেষ ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে লাক্ষাদ্বীপের বিরুদ্ধে।

এদিন রাজ্য ছাড়ার আগে ত্রিপুরা দলের ফুটবলারদের যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী লক্ষ্য করা গেছে। ভালো খেলে রাজ্যে ফেরার জন্য প্রতিটি ফুটবলারই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কোচ দীনেশ কুমার প্রধান বিশ্বাস করেন,'ছেলেরা যদি নিজেদের স্বভাবসিদ্ধ খেলাটা খেলতে পারে তাহলে আমরা সাফল্য পাবোই'। গোটা আসরকে নয়, নিজেদের প্রথম ম্যাচকেই বড় করে দেখছেন ত্রিপুরার কোচ। তিনি বলেন, 'অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে সাফল্য পেলেই ফুটবলারদের মনোবল বেড়ে যাবে।

যা পরের ম্যাচগুলোতে আরও ভালো খেলতে সাহায্য করবে। তাই প্রথম ম্যাচ নিয়েই আমাদের ভাবনা'।

ত্রিপুরা দলটি: জয় কিষান ঘাষি, অলক জমাতিয়া, রাজ চন্দ্র জমাতিয়া, বিশাল জমাতিয়া, চুকথার জমাতিয়া, রজনীকান্ত ত্রিপুরা, বিকন চাকমা, হাইয়ুং জমাতিয়া, লাল ভেংগা ডার্লং, সঞ্জীব শীল, লাইসরাম সুরজ মাইতি, এথেঙ্গবাম সুরজ সিং, মনীশ দেববর্মা, মইনুদ্দিন, পহর দেববর্মা, সমরজিৎ দেববর্মা, ইমরান হোসেন, ভক্তিপদ জমাতিয়া, বিলাস দেববর্মা, আজমল রিয়াজ, বীরু দেববর্মা, রাজিব সিংহ। অফিসিয়াল: হেড কোচ দীনেশ কুমার প্রধান, সহ কারি কোচ আবু তাহের, গোলকিপার কোচ ইন্দ্রনীল ঘোষ, ম্যানেজার আবু তাহের মজুমদার।

ইন্দোরে অনূর্ধ ১৯ মহিলা ক্রিকেটে ত্রিপুরা আজ বেঙ্গল-এর মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।। ত্রিপুরার মেয়েরা আগামীকাল খেলতে নামবে বেঙ্গল-এর বিরুদ্ধে। খেলা ইন্দোরে, হোলকার স্টেডিয়ামে। ৮ ও ১০ অক্টোবর পর পর দুই রাউন্ডের খেলায় দু-দলের পারফরম্যান্স বিচার-বিশ্লেষণে অনেকটা সম পর্যায়ের দল মনে হলেও কোন দল কাউকে হালকা ভাবে নিতে চাইছে না। উল্লেখ্য, রবিবারে বাংলা তাদের প্রথম ম্যাচে উত্তরাখণ্ডের কাছে ৪ উইকেটে পরাজিত হলেও মঙ্গলবার দ্বিতীয় ম্যাচে ৫২ রানে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ছত্তিশগড়কে হারিয়ে। ত্রিপুরাও প্রথম ম্যাচে হরিয়ানার কাছে ৯ উইকেটে পরাজয় স্বীকার করলেও মঙ্গলবারে দ্বিতীয় ম্যাচে নাগাল্যান্ডকে ৬০ রানের ব্যবধানে পরাজিত করে বাংলার সঙ্গে পয়েন্ট তালিকায় সমপর্যায়ে রয়েছে। বলাবাহুল্য, বাংলা দলের ক্রিকেটারদের ব্যাটিং সাইট তুলনামূলক প্রকট মনে হচ্ছে। কেননা, প্রথম ম্যাচে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ৫০ ওভারে আট উইকেটে ১৮৫ রান এবং দ্বিতীয় ম্যাচে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে ৪৩.৫ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৫২ রান সংগ্রহ করেছিল। ত্রিপুরাদের ক্রিকেটের রা প্রথম ম্যাচে হরিয়ানার বিরুদ্ধে ৬৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়।

তবে দ্বিতীয় ম্যাচে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪৭.৪ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৪৯ রান সংগ্রহ করেছিল। আগামীকাল মাঠে কোন দল কেমন খেলে তাই এখন দেখার বিষয়। উল্লেখ্য, আগামীকাল গ্রুপের অপর দুই খেলায় ছত্রিশগড় খেলবে উত্তরাখান্ডের বিরুদ্ধে এবং হরিয়ানায় খেলবে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে। হরিয়ানা আপাতত টানা দুই ম্যাচে জিতে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে রয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 11/EE/DWS/KCP/2023-24

The Executive Engineer, DWS Division Kanchanpur, North Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender for the following works:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 72/EE/DWS/KCP/2023-24.	Rs 50,61,707.00	Rs. 1,01,234.00	60 days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 73/EE/DWS/KCP/2023-24.	Rs 30,43,489.00	Rs. 60,870.00	60 days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 74/EE/DWS/KCP/2023-24.	Rs 54,79,332.00	Rs. 1,09,587.00	60 days	Appropriate Class
4	DNIe-T No: 75/EE/DWS/KCP/2023-24.	Rs 30,43,489.00	Rs. 60,870.00	60 days	Appropriate Class

= Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 30-10-2023 up to 15.00 Hrs
= Date and Time for Opening of BID: 30-10-2023 at 16.00 Hrs
= Document Downloading and Bidding at Application : https://tripuratenders.gov.in
= Bid Fee : Rs. 1,000.00 (SI. No. 2 & 4) [Non refundable] and Rs. 4,000.00 (SI. No. 1 & 3) [Non refundable]
All details are available in the Atri .gov.in and https:/ ure.gov.in/epublish/

ICA/C-2681/23

Executive Engineer
DWS Division kanchanpur,
North Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No- e-12/AGRI/EE/MECH/2023-24

Separate e-tender are invited by the Executive Engineer up to 03.00 P.M on 01/11/2023. (Mech.), Mechanical Division, Department of Agriculture & "Governor of Tripura" from the eligible bidder(s) for the below mentioned work up to 03.00 P.M on 01/11/2023.

SL. NO.	DNIT NO.	Name of Work	Estimated Cost(Rs.)	Cost of Tender Document	EMD (Rs.)	Last Date & Time of e-Bidding	Bid opening date
1	e- 12/AGRI/EE/M/ 2023-24	Providing Installation and Commissioning of Motor Starter, 3 core Armored cable, Header pipe and Renovation of Condenser Unit complete including Trial run & Testing etc. of 500 MT capacity Cold Storage at Teliamura, Khowai, Tripura.	Rs. 6,86,216/-	Rs.1,000/-	Rs. 13,724/-	01/11/2023 up to 3.00 PM	01/11/2023 at 4.00 PM (If possible)

Details can be seen in web-portal: www.tripuratenders.gov.in and may be contacted with O/o the undersi; desired.

ICA/C-2677/23

(Er. Sumanta Nandi)
Excutive Engineer (Mech.)
Deptt. of Agriculture & FW.
Office Lane, Agartala

NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T No:-69/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2023-24 Dated :- 07/10/2023

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from eligible Contractors/Firms/Public Owners/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD Railway / Other State PWD for the following work:

NAME OF WORK : Repairing & manitenance of road construction machineries, & Government Vehicles of Departments (like Secretariate, Health, court, police, PWD, District Administration etc) within the jurisdiction of west Tripura, Khowai, Sepahaijala, District for the year 2023-24 / Hiring 01 (one) no vehicle (Maruti Eecco) having commercial Registration and purchased not earlier than the year 2019. along with Driver for offical use of O/O the SDO (Mech). Mechanical Sub Division-I, PWD (R&B), Agartala for a period of 1 (one) year.

1. DNIeT No: 45/BE/DNIeT /MECH.DIVN/AGT/2023-24,
2. Estimated Cost: Rs4,54,800/-
3. Earnest Money :Rs9,096/-
4. Bid Fee : Rs 1,000/-

Last date & time for online Bidding: 16/10/2023 upto 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-2670/23

Executive Engineer
Mechanical Division,PWD
Agartala

Tender ID :2023_SPSP_42854 1 Dated .../10/2023

e-Tenders in two bids system (both Technical & Commercial bid) are invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from reputed, experienced, qualified and eligible firms / OEM or authorized dealers/ suppliers / contractors for supply of 156 (one hundred fifty-six) units of Tablet Computers

Estimated cost / tender values: Rs 39,00,000/-(Rupees thirty-nine lakhs) only.

Document Download end Date & Time 31/10/2023 1700 hrs, Bid Submission End Date & Time 31/10/2023 1700 hrs and Bid Opening Date (Technical bid) On 31/10/2023 1710 hrs. Financial bids will be opened after evaluation of technical bid. Place of bidding https://tripuratenders.gov.in

Bid documents Consisting of qualification information and eligibility criteria of bidders, specifications, and the set of terms and conditions of the contract to be complied by the bidder can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in between 11/10/2023, 0905 hrs to 31/10/2023 1700 hrs tL

ICA/C-2665/23

(Krishnendu Chakravertty, IPS)
Ienfe/'2.L05p DIGP(Int.) & SP(SB)
Tripura, Agartala

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

নাগিছড়ায় মৎস্য পরিবহণ ইয়ার্ডের উদ্বোধন

মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলো সমাধান করাই হচ্ছে সরকারের অন্যতম লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।। মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলো সমাধান করাই হচ্ছে সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে রাজ্যে বর্তমানে উন্নয়নের কর্ময' চলছে। নাগিছড়ার মৎস্য পরিবহণ ইয়ার্ড স্থাপন সেই উন্নয়নেরই একটি মাইল ফলক। আগামী দিনে এটিকে কেন্দ্র করেই নাগিছড়া অ'লের উন্নয়নের ধারা আরও গতি পাবে। আজ ময়লনগর গ্রাম প'ায়েতের নাগিছড়ায় মৎস্য পরিবহণ ইয়ার্ডের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের গ্রাম ও শহরের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। এক্ষেত্রে রাজ্যের বনা'লকে সুরক্ষিত রেখেই উন্নয়নের রূপরেখা তৈরী করা হচ্ছে। রাজ্যের জনগণও সেই উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে পারছেন। রাজ্যে প্রতিদিন বড় গাড়ী করে ১০০ টনেরও বেশী মাছ বহির্রাজ্য থেকে আসে।সেগুলি আগরতলা শহরের বাজারগুলোতে আনলোডিং করা হয়। এরফলে শহরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়ে জনগণের দুর্ভোগ সৃষ্টি করে। জনগণের এই সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার এই উদ্যোগ নিয়েছে। এই মৎস্য পরিবহণ ইয়ার্ডে ক্যান্টিন, পানীয় জল, বিদ্যুৎ সহ নানাবিধ সুযোগ সুবিধা রয়েছে। ফলে মাছ ব্যবসায়ী সহ স্থানীয় জনগণও উপক'ত হবেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত হল শান্তি বজায় রাখা। এই ফিস ট্রানশিপমেন্ট ইয়ার্ডের পাশে স্থানীয় উদ্যোগীরা কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাতে স্থানীয়দের কর্মসংস্থানের একটা সুযোগও সৃষ্টি হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল বলেন, মলয়নগর গ্রামপ'ায়েত এলাকাটি শহরের সঙ্গে তাল মিলিয়েই উন্নয়নের দিশায় এগিয়ে চলছে। আগরতলা পুর নিগমের এই উদ্যোগ স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ীদের সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি আগরতলা শহরকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও যানজটমুক্ত রাখতে সহায়ক হবে। অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজমদার বলেন, বহির্রাজ্য থেকে প্রতিদিন বড় বড় গাড়ি করে মাছ আসে এবং তা বটতলা বাজার, মহারাজগ' বাজার এবং লেক চৌমুহনী বাজারে আনলোড করা হয়। ফলে শহরের রাস্তাঘাট নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি বাজার এলাকায় নোংরা পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এসব থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই নাগিছড়ায় এই মৎস্য পরিবহণ ইয়ার্ড স্থাপন করা হয়েছে। এখানে বহির্রাজ্য থেকে আগত মাছের গাড়িগুলোর চালকদের সুবিধার জন্য থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ডা. শৈলেশ কুমার যাদব বলেন, আগরতলা পুর নিগমের ৩ একর জায়গা নিয়ে এই মৎস্য পরিবহণ ইয়ার্ডটি গড়ে তোলা হয়েছে। এজন্য ব্যয় হয়েছে সাড়ে তিন কোটি টাকা। এখানে পার্কিং ব্যবস্থা, ২৪ ঘন্টা জলের ব্যবস্থা, নিরাপত্তার লক্ষ্যে সিসিটিভি ক্যামেরা ইত্যাদির ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। সোসাইটির মাধ্যমে এই ইয়ার্ডটি পরিচালিত হবে। অনুষ্ঠানে মলয়নগর গ্রাম প'ায়েতের প্রধান সন্ধ্যারানী মালাকার, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ডা. বিশাল কুমার, সদর মহকুমার মহকুমা শাসক অরূপ দেব, আগরতলা পুর নিগমের অতিরিক্ত কমিশনার মহম্মদ সাজ্জাদ পি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কুকুরের কামড়ে গুরুতর আহত পাঁচজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ অক্টোবর।। উন্মত্ত সারমেয় - এর তাণ্ডবে দিশেহারা সাধারন মানুষ। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে সাধারন মানুষ ভয়ে রাস্তায় বেরোতে দ্বিধাবোধ করছে। জানা গেছে , এই পর্যন্ত পরপর পাঁচজনকে কামড়েছে একটি উন্মত্ত সারমেয়। তাতে শহরজুড়ে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। একটি কুকুর একে একে ৫জনকে কামড়ে রক্তাক্ত করার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকা জুড়ে আতঙ্কিত সাধারন মানুষ। ঘটনার পর তাদের ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থা বেগতিক দেখে হাসপাতালের ডাক্তার তাদের কিছুক্ষণের মধ্যেই জিবিপি হাসপাতালে রেফার করেছেন। পরিবারের তরফ থেকে জানা গেছে তাদের অবস্থা বর্তমানে আশঙ্কাজনক। সারমেয়টিকে চিনহিত করে যেন নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সাধারন মানুষকে ভয় মুক্ত করা যায় তার চেষ্টা চলছে।

এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১১ অক্টোবর।। বুধবার ভোরে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে বাইখোড়া থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠিয়েছেন। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, মানসিক অবসাদের ফলে ওই ব্যক্তি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঘটনার বিরবনে জানা যায়, বুধবার শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়ার পূর্বচড়কবাই অনন্তবিশ্বাস পাড়ায় প্রেমতোষ বিশ্বাস তাঁর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জঙ্গল থেকেপচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ১১ অক্টোবর।। পচা গলা অবস্থায় উদ্ধার যাটোর্ধ এক ব্যক্তির মৃতদেহ। মৃত ব্যক্তির নাম দুখীশ্যাম হালাম(৬৩)। তার বাড়ি পশ্চিম লালছড়ির হালাম পাড়ায়। বুধবার আমবাসার আনন্দ দেববর্মা পাড়া জেবি স্কুল সংলগ্ন এক জঙ্গল থেকে ওই ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা ছড়িয়ে পড়তেই এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার বিবরণে পুলিশ জানিয়েছেন, গত শনিবার বিকেল থেকেই ওই ব্যক্তি নিখোঁজ ছিলেন। তার পরিবারের সদস্যরা যথারীতি আমবাসা থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছিল। বুধবার আনন্দ দেববর্মা পাড়ার জেবি স্কুল সংলগ্ন জঙ্গল থেকে ওই বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে জেলা হাসপাতালে। এদিকে মৃতের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে। মৃতদেহের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে দাবী স্থানীয়দের। তবে গোটা ঘটনায় পুলিশ তদন্তের জন্য ই এলাকারই এক অভিযুক্ত মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে গেছে। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

প্রশাসনিক তৎপরতায় উদ্ধার অপহৃত রাজমিস্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১১ অক্টোবর।। রাজমিস্ত্রীকে অপহরণ কান্ডে সাফল্য পেল প্রশাসন। উল্লেখ্য; গত কিছু দিন পূর্বে আগরতলার বাধারঘাট এলাকা থেকে প্রতিবেশী আসাম রাজ্য থেকে আসা জিলাল আহম্মেদ নামের এক রাজমিস্ত্রী শ্রমিক অপহরন হয়। পরবর্তীতে অপহরনকারীরা তার পরিবারের কাছে ফোন করে মুক্তিপণ হিসেবে প্রচুর টাকা দাবি করে বলে অভিযোগ।পরবর্তীতে তাদের মধ্যে দর কষাকষি শেষে একটা নির্দিষ্ট অনের অর্থ মুক্তিপণ হিসেবে দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের মধ্যে দেখার স্থান হিসেবে বুধবার সন্ধ্যায় কলমচৌড়া থানা এলাকার বক্সনগর চৌমুহনী এলাকাটি বেছে নেয়। সেই মতো উভয় পার্টি দেখা করতেও আসে। আর দেখা করতে এসেই স্থানীয়দের সহায়তায় পুলিশের হাতে ধরা পরে অপহরনকারী দলের জহির হোসেন নামের ব্যক্তি। ধৃত অপহরণকারীকে দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করার পর, তাকে নিয়ে বুধবার রাত্র বারোটা থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত টানা কয়েক ঘন্টার তল্লাশি চালিয়ে সোনামুড়া থানাধীন কুলুবাড়ি এলাকার এক বাড়ি থেকে অপহরন হওয়া ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। তল্লাশি অভিযানে ছিলেন ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার সৌভিক দে, সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শশী মোহন দেববর্মা, কলমচৌড়া থানার ওসি প্রশান্ত কুমার দে এবং সাব ইন্সপেক্টর কপিল পাল সহ অন্যান্যরা। উদ্ধার করে জিলাল আহমেদকে প্রথমে কলমচৌড়া থানায় নিয়ে আসা হয় এবং ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুই জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এডিনগর থানায় নিয়ে যায়। তবে সূত্রের খবর অনুযায়ী, নেশা জাতীয় ট্যাবলেট ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেন নিয়ে আসামের ব্যক্তিকে অপহরন করে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে অপহরন হওয়া ব্যক্তিকে উদ্ধারের ঘটনায় নিঃসন্দেহে পুলিশের বিরাট সাফল্য বলা চলে।

রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ অক্টোবর।। আবারো রেলে কাটা পরে মৃত্যু হয়েছে ষাটোর্দ এক ব্যক্তির। খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গতকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার রাত সাড়ে এগারটা নাগাদ রেল পুলিশের কাছে খবর আসে তেলিয়ামুড়া ত্রিশাবাড়ি স্থিত রেলস্টেশনের পার্শবর্তী স্থান লাকাই বাজার এলাকার ভূমিহীন কলোনির রেল রাস্তায় রেলে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিলেন পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশী তদন্তে মৃত ব্যক্তির পরিচয় পত্র জানা যায়। মৃত ব্যক্তি ওই এলাকার বাসিন্দা আগুনিয়া দেববর্মা।

মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, আগুনিয়া দেববর্মা দিনমজুরের কাজ করতেন। সংসারের ভরণপোষণের দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। প্রতিদিনের মতো গতকাল সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে সংসারের বাজার করার উদ্দেশ্যে তৃষা বাড়ি রেলস্টেশনের বাজারে আসেছিলেন। সেখান থেকে যাওয়ার পথেই বিপত্তি ঘটে। আজ সকালে ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে মৃত ব্যক্তিকে তুলে দেয় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য পঞ্চপ্রাণ নীতিকে গ্রহণ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টেবর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লক্ষ্য পঞ্চপ্রাণ নীতিকে গ্রহণ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আজ আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে দু'দিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা।

তাঁর কথায়, যুবসমাজ হচ্ছে দেশের আগামী দিনের চালিকাশক্তি। যুবাদের উপর নির্ভরশীল দেশের ভবিষ্যৎ। উন্নত দেশ ও সমাজ গঠনে যুব সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ আমাদের দেশের মানব সম্পদের প্রায় ৬৫ শতাংশ হচ্ছে যুব শক্তি। এই যুবশক্তি আমাদের দেশের গর্ব।অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যুব সমাজকে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি সমাজ ও দেশের উন্নয়নে কর্তব্যবোধের ভাবনা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লক্ষ্য পঞ্চপ্রাণ নীতিকে গ্রহণ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই পঞ্চপ্রাণগুলি হল- বিকশিত ভারতের লক্ষ্য, পরাধীনতার সকল চিন্তা থেকে মুক্তি, ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের গর্ব, ভারতীয় ঐক্য ও সংহতি এবং নাগরিক কর্তব্য। প্রধানমন্ত্রীর এই পঞ্চপ্রাণ আহ্বানকে সামনে রেখে যুব উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য হল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দেশপ্রেমের আদর্শে যুব সমাজকে উজ্জীবিত করা।

মুখ্যমন্ত্রী স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃতির উল্লেখ করে বলেন, যুবাদের অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশ না ঘটলে প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে উঠা সম্ভব নয়। তাই যুব সমাজকে দেশাত্মবোধক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রধানমন্ত্রী হর ঘর তিরঙ্গা, মেরি মাটি মেরা দেশ সহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এই কর্মসূচিগুলির মাধ্যমে যুব সমাজের মধ্যে দেশাত্মবোধক ভাবনা জাগ্রত করার পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রজার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা ঐতিহ্য ও পরম্পরা রয়েছে। আগে বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্রছাত্রীরা অধ্যয়নের জন্য নালন্দা তক্ষশিলায় আসতো। দেশের সেই ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে আবারও ফিরিয়ে আনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নেশার কারণে যুব সমাজের একটা অংশ বিপথে পরিচালিত হচ্ছে। তাই নেশার বিরুদ্ধে যুব সমাজকে সোচ্চার হয়ে উঠতে মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সমৃদ্ধ কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে যুব সমাজকে দায়িত্ব নিতে হবে।

ফের চুরি তিনটি দোকানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১১ অক্টোবর।। পুজার মরশুমে শান্তিরবাজারে বাড়ছে চুরির প্রকোপ। এরই মধ্যে মঙ্গলবার গভীর রাতে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালের নিকট তিনটি দোকানে হাত সাফ করল চোরের দল। চোরের দল হানা দিয়ে গ্যাসের সিলান্ডার, নগদ অর্থ সহ বেশ কিছু সামগ্রী চুরি নিয়ে পালিয়েছে।

জানা যায়, গতকাল গভীর রাতে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালের নিকট একটি হোটেল, মিষ্টি দোকান ও একটি চায়ের দোকানে হানা দেয় নিশিকুটুম্বের দল। এ বিষয়ে মিষ্টি দোকানের মালিক জানিয়েছেন, তাঁর দোকানে এর আগেও বেশ কয়েকবার চুরির ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল। এই চুরির বিষয়ে পুলিশকে জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ।

আরও অভিযোগ, আজ পর্যন্ত একজন চোরকেও আটক করতে পারেননি শান্তিরবাজার থানার পুলিশ।

ধলাই জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জনসাধারণের চলাচলে বিধিনিষেধ

আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। জনজীবনে শান্তি, সুস্থিতি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে ধলাই জেলার জেলাশাসক এক আদেশে গণ্ডাতুইসা মহকুমার রইস্যাবাড়ি বাজার এলাকা ব্যতীত জেলার সবকটি মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ১ কিলোমিটার এলাকায় সাধারণ মানুষের চলাচলের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি ১৯৭৩-এর ১৪৪ ধারা অনুসারে এই আদেশ জারি করা হয়েছে। এই বিধিনিষেধ গত ৯ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে কার্যকর হয়েছে এবং আগামী ১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। আদেশে বলা হয়েছে, এই বিধিনিষেধ এই সময়ের মধ্যে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরের দিন সকাল ৫টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত সামরিক, আধাসামরিক এবং রাজ্য পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ, ধলাই জেলার পুলিশ সুপার এবং ধলাই জেলার সবকটি মহকুমার মহকুমা শাসকদের বৈধ অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, জরুরি সরকারি কাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীগণ এবং অবিলম্বে চিকিৎসা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিগণ এই বিধিনিষেধের আওতার বাইরে থাকবেন।

কুমারঘাট স্টেশন চত্বরে উচ্ছেদ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১১ অক্টোবর।। রেল দপ্তরের উদ্যোগে কুমারঘাট স্টেশন চত্বরে উচ্ছেদ অভিযান সংঘটিত করা হয়েছে বুধবার দুপুরে। বাড়ি ছাড়া ১৮টি পরিবার। সরকার ইতিমধ্যে কুমারঘাট রেল স্টেশনকে অমৃত ভারত রেল স্টেশন হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে। সেই অনুসারে বুধবার দুপুরে রেল দপ্তরের আধিকারিকদের উদ্যোগে কুমারঘাট স্টেশনের আশেপাশের বাড়িঘর পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর সহযোগিতায় উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে। রেল দপ্তরের আধিকারিকদের এই উচ্ছেদ অভিযানে দীর্ঘ অনেক বছর ধরে ওই এলাকায় বসবাস করা মোট ১৮ টি পরিবারের বাড়িঘর ড্রজারের মাধ্যমে ভেঙ্গে তাদের গুড়িয়ে করা হয়েছে। এর মধ্যে সেখানে অবস্থিত সিপিআইএম কুমারঘাট মহকুমা অফিসও এদিন ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এদিনের এই অভিযানের গোটা বিষয়গুলি নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে রেল আধিকারিকরা জানিয়েছেন কুমারঘাট রেল স্টেশনকে অমৃত ভারত রেল স্টেশন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় রেল স্টেশনকে আধুনিকীকরন করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করা হয়েছে। যার ফলে বুধবারের এই উচ্ছেদ অভিযান সংঘটিত হয়েছে।

বিলোনিয়া ইয়ুথ ক্লাবে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১ অক্টোবর।। স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শারদীয়া দুর্গোৎসবের আগমনের বার্তা দিলেন বিলোনিয়া বনকর নদীর উত্তর পাড় স্থিত ইয়ুথ ক্লাব এন্ড প্লে সেন্টার , তাদের উদ্যোগে আয়োজিত হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, আজ বেলা বারোটায় এই শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় বনকর নদীর উত্তর পাড় স্থিত ইয়ুথ ক্লাব এন্ড প্লে সেন্টারের প্রাঙ্গনে ,এই দিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার, বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, ভারত চন্দ্র নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাস, বিলোনিয়া মহকুমার স্বাস্থ্য অধিকারিক ডা: বিমল কলই, বিশিষ্ট সমাজসেবক গৌতম সরকার সহ বনকর ইয়ুথ ক্লাব এন্ড প্লে সেন্টারের সভাপতি ও সম্পাদক, প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এই দিনের স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের সূচনা করেন বিধায়িকা স্বপ্ন মজুমদার, এরপর বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদারের আলোচনার পর রক্তদানের কর্মসূচি শুরু হয়,এই দিনের আয়োজিত শিবিরে মোট ৩৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন,রক্তদান শিবিরে আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন রক্তদানের আয়োজক ও রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা জানান , দুর্গোৎসবের দিনে যেন প্রত্যেকে আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে ভালোভাবে অতিবাহিত হয় সে আশা ব্যক্ত করেন ,' রক্তদান জীবন দান' একজনের রক্ত দিয়ে যদি অপর একজনের জীবন বাঁচে সেটাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলে অভিমত ব্যক্ত করেন বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার।

ভাঙ্গা রাস্তার জন্য দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু এই অভিযোগে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১১ অক্টোবর।। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে কৈলাশহর কীর্তনথলি এলাকায় জাতীয় সড়কের মধ্যে কৈলাশহর ও ফটিকরায়ের মূল সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এলাকাবাসীরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, কীর্তনথলি এলাকার রাস্তাটির বেহাল অবস্থা। সামান্য বৃষ্টি হলেই জল কাঁদায় একাকার হয়ে যায় রাস্তাটি। স্থানীয়দের পক্ষ থেকে দফায় দফায় জাতীয় সড়ক নির্মাণকারী সংস্থাকে জানানোর পরও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। পাশাপাশি প্রতিদিনই ওই এলাকায় ঘটছে দুর্ঘটনা। এমনকি ওই এলাকার বেশ কয়েকজনের বাড়িতে জল প্রবেশ করে বন্যায় পরিণত হয়েছে। তাই আজ এক প্রকার বাধ্য হয়ে এলাকাবাসীরা একত্রিত হয়ে কীর্তনথলি এলাকায় জাতীয় সড়কের মধ্যে কৈলাশহর ও ফটিকরায়ের মূল সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই পথ অবরোধ করার ফলে রাস্তার দু''পাশে আটকে পড়ে বহু যানবাহন থেকে শুরু করে পথচারীরা। যার ফলে যানজটের সৃষ্টি হয় মুহূর্তেই। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কৈলাশহর থানার বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। দীর্ঘ এক ঘণ্টা পথ অবরোধ চলার পর ঘটনাস্থলে ছুটে যায় জাতীয় সড়ক নির্মাণকারি সংস্থার আধিকারিক। উনি গিয়ে দীর্ঘ সময় অবরোধকারীদের সাথে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে তিনি তাদের আশ্বস্ত করেন যে খুব শীঘ্রই সেই রাস্তাটি সংস্কার করা হবে। এরপর উনার আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে পথ অবরোধ মুক্ত করে নেয় এলাকাবাসীরা। ভাঙ্গা রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পানিসাগর ধর্মনগর প্রধান সড়কের দেওছড়া মন্ডপ পাড়া এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে স্থানীয়রা। ঘটনার বিবরনে জানা যায় , মঙ্গলবার রাতে ধর্মনগর মহকুমার দেওছড়া এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় এক যুবক।স্থানীয়দের দাবি রাস্তার ভগ্নদশার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাই তারা বাধ্য হয়ে এই সড়ক অবরোধে নেমেছে আজ। ৫৭ যুবরাজনগর এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক মলিনা দেবনাথ পরাজিত হওয়ার পর তেমনভাবে উনি উনার বিধানসভা কেন্দ্রে আর খোঁজ খবর রাখেন না এবং কাজকর্ম করেন না। তাই রাস্তাগুলো ভেঙ্গে খানাখন্দে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন বহুবার এলাকার রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে বিভিন্নস্তরের দপ্তরের কর্মকর্তাদের জানানো হলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। বাধ্য হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে রাস্তা অবরোধে নামতে হয়েছে। আজ এই রাস্তা অবরোধের ফলে রাস্তার দুপাশে ছোট-বড় গাড়ির লম্বা লাইন লেগে যায়।একটা সময় অফিসের সময় হওয়ার কারণে ভোগান্তির শিকার হতে হয় পথ চলতি জনসাধারণের। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় স্থানীয় থানার পুলিশ।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন স্থানীয় গ্রামের প্রধান অসিম নাথ। তিনি কথা বলেন অবরোধকারীদের সঙ্গে। আশ্বাস দেন কিছুদিনের মধ্যে সেই রাস্তাগুলো সংস্কার হবে। এই আশ্বাসমূলে রাস্তা অবরোধ তুলেন অবরোধকারীরা।

আমবাসায় তিপ্রা মথার আয়োজিত একদিনের সেমিনারে উপস্থিত তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।